

হিতোপদেশ ।



সংস্কৃত ভাষাতে ।

পুস্তকারম্বে বিদ্যাবিনাশের নিমিত্তে পুথমতঃ পুথানারপ মঙ্গলা
চরণ করিতেছেন ।

জাহ্নবীর ফেরেখার ন্যায় চন্দ্রকলা যাঁহার মস্তকে আছেন সে
শিবের অনুগৃহেতে সাধু লোকেরদিগের সাধ্য কর্ম সিদ্ধ হইক ।

শ্রুত যে এই হিতোপদেশ ইনি সংস্কৃত বাক্যেতে পটুতা ও
সর্বত্র বাক্যের বৈচিত্র্য ও নীতিবিদ্যা দেন । পুস্তক লোক অজর
ও অমরের ন্যায় হইয়া বিদ্যা এবং অর্থ চিন্তা করিবেক আর
যমকর্তৃক কেশে গৃহীতের মত হইয়া ধর্ম্যচরণ করিবেক । এবং
সকল দুবোর মধ্যে বিদ্যাই অত্যন্তম দুব্য ইহা পণ্ডিতেরা কহি
য়াছেন যেহেতুক বিদ্যার সর্বকালে চৌরাদিকর্তৃক অহরণীয় হু
ও অমূল্য হু ও অক্ষয় হু । আর বিদ্যা যদি নীচ লোকের হয়
তবে সেই মনুষ্যকে দুষ্শাপ্য রাজাকে পাওয়ান্ যেমন নীচগা
নদী মনুষ্যকে দুষ্শাপ্য সমুদ্রকে পাওয়ান্ রাজার সঙ্গে যেন
হেতুক বিদ্যা উৎকৃষ্ট ভাণ্ড পাওয়ান্ । বিদ্যা বিনয় দেন বিন
য়েতে পাত্রতা পায় পাত্রতাইতে ধন পায় ধনহইতে ধর্ম্য পায়
ধর্ম্যহইতে সুখ পায় । শাস্ত্রবিদ্যা ও শাস্ত্রবিদ্যা এই দুই বিদ্যা
পুতিপতির নিমিত্তে হন কিন্তু আদ্যা শাস্ত্রবিদ্যা স্কাবহাতে হা
সোর নিমিত্ত হন দ্বিতীয়া শাস্ত্রবিদ্যা সর্ব কালে আদরণীয় হন

অপর যেহেতুক নূতন পাত্রে সংলগ্ন যে চিহ্ন সে অন্যথা হয় না সেইহেতুক গপ্পের ছলেতে বালকেরদের সম্বন্ধে এ গুণে নীতি কহা যাইতেছে। মিত্রলাভ ও সুহৃদ্ভেদ ও বিগৃহ ও সন্ধি এত চতুর্কীয়াক নীতিশাস্ত্র পঞ্চতন্ত্রইতে ও আর্য গৃহ্যইতে আকর্ষণ করিয়া লিখা যাইতেছে।

ভাগীরথী ভীমে পাটলিপুত্র নামে নগর আছে সেখানে সকল রাজ্যপ্রাণে যুক্ত সুদর্শন নাম রাজা ছিলেন সেই ভূপতি এক সময় কাহারও কর্তৃক পাঠ্যমান শ্লোকদ্বয় শ্রবণ করিলেন তাহার অর্থ এই অনেক সন্দেহের নাশক এবং অপত্যক বিষয়ের জ্ঞাপক যে শাস্ত্র সে সকলের চক্ষু ইহা যাহার নাই সে অন্ধ। আর যৌবন ও ধনসম্পত্তি ও পুত্ৰস্ব ও অবिवেকতা এই চতুর্কীয় পুত্রকেও অনর্থের নিমিত্ত হয় যেখানে এ চতুর্কীয় সেখানে কি হয় কহিতে পারি না। ইহা শুনিয়া সে রাজা অজ্ঞাতশাস্ত্র এবং সর্বদা বিপথগামী আপন পুত্রেরদিগের শাস্ত্রবিজ্ঞাপনার্থে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া চিন্তা করিলেন। যে পুত্র পণ্ডিত ও ধার্মিক নয় সে পুত্র হওয়াতে কি পুয়োজন বরণ অনর্থ হয় যেমন কান চক্ষুতে কিছু পুয়োজন নাই পুত্রাত কান চক্ষু কেবল পীড়ারি কারণ। এবং অজ্ঞাত ও মৃত ও মূর্থ ইহার মধ্যে আদ্যদ্বয় ভাল অস্তিম ভাল নয় যেহেতুক আদ্যদ্বয় একবার দুঃখদায়ক হয় অস্তিম পুনঃ পদে দুঃখদায়ক হয়। অপর গর্ভস্বাবও ভাল ব্রীঅভিগমন না করাও ভাল জমিয়া মরাও ভাল কন্যা হওয়াও ভাল ভার্য্যা বহুতা হওয়াও ভাল গর্ভইতে ভূমিষ্ঠ না হওয়াও ভাল রূপ ও ধনসমূহবিশিষ্ট সূর্য পুত্র কিছু নয়। এবং যে পুত্র জন্মিলে বংশ উত্তীর্ণ পায় সে জন্মক নতুবা জন্ম মরণ

ধর্মশালি সংসারে কে মরিয়া না জন্মে । অপর গুণিসমূহ গণনারস্ত্র সঙ্ঘমেতে খড়ী যাহার না পড়ে সে পুত্রেতে মাতা যদি পুত্রবতী হয় তবে কহ বন্ধ্য কেমন হয় । এবং দান ও তপস্যা ও শৌর্য্য ও বিদ্যা ও ধনার্জনেতে যাহার মন সচেষ্ট না হয় সে মাতার বিষ্ঠামাত্র । এবং গুণবান্ এক পুত্রও ভাল শত মূর্থ পুত্রেতে পুয়োজন নাই যেমন এক চন্দ্র অঙ্গকার নষ্ট করেন তারাসমূহ কিছু করিতে পারে না । এবং যে কোন পুণ্যতীর্থে অতিদুষ্টর তপস্যা করিয়াছে তাহার পুত্র অবশ্য ধন দান ও ধার্মিক ও গণ্ডিত হয় । সেই পুকার পণ্ডিতেরা কহি যাছেন ।

মিতা অর্থের আগমন ও অরোগিতা এবং পুিয়া ভার্য্যা ও পুিয়বাদিনী ভার্য্যা ও বিনয়ী পুত্র ও অর্থকরী বিদ্যা এই ছয় সংসারে দুঃখদারক হয় । আর গোলাগৃহের পুরণার্থ যে আড়ি তত্বলা অনেক পুত্রেতে কে ধন্য হয় কিন্তু কুলাচার্য্য বলয়ী এক পুত্রও ভাল যাহাতে পিতা খ্যাত হন । অতএব এখন এই আমার পুত্রেরা গুণবন্ত করা যাউন ।

যেহেতুক আহার ও নিদ্রা ও ভয় ও মৈথুন এই সকল ব্যবহার পশুর দেহে যাদৃশ মনুষ্যেরদেহেও তাদৃশ কিন্তু পশুরদেহেইতে মানুষেরদেহে অধিক ধর্ম এই বিশেষ অতএব ধর্ম্মেতে হীন মনুষ্যেরা পশুরদেহের সমান ।

যেহেতুক ধর্ম্ম ও অর্থ ও কাম ও মোক্ষ ইহার মধ্যে একও যাহার নাই তাহার জন্ম অজ্ঞার গলচ্ছন্নৈয় ন্যায় নিরর্থক ।

অপরও কহা যাইতেছে আয়ু আর কর্ম্ম আর ধন আর বিদ্যা আর মরণ এই পাঁচ গর্ভস্থাবস্থাতে ভীষের সূচক হয় আর অবশ্যভাবে পদার্থ সকল মহত্তেরও হয় ইহার দৃষ্টান্ত নীলকণ্ঠের নমস্ক এবং হরির মহাসপর্ণ্যয়া ।

এবং যে হইবার উপযুক্ত নয় সে হইবে না যে হইবার উপযুক্ত তাহার অন্যথা হইবে না এতাদৃশ চিন্তারূপ বিষনাশক ঔষধি কি লোককর্তৃক পীত হয় না অর্থাৎ অবশ্য হয়। এ কার্য্যাক্রম কোন লোকের দিগের আলস্যবচন যেহেতুক যেমন এক চক্রেতে রথের গতি হয় না এমন পুরুষকার ব্যতিরেকে দৈব সিদ্ধ হয় না। পূর্বজন্মকৃত যে কর্ম্ম তাহার নাম দৈব কহা যায় সেইহেতুক নিরালস্য হইয়া পুরুষকারেতে যত্ন করিবেক। আর লক্ষ্মী উদ্যোগি পুরুষসিংহকে পান অদৃষ্টপুযুক্ত হয় ইহা কাপুরুষেরা কহে অতএব অদৃষ্টকে অনাদর করিয়া আপন শক্ত্যনুসারে পুরুষার্থ করহ যত্ন করিলে যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয় তবে কি দোষ। যেমন কুলান ঘট শরাবাদি যা যা ইচ্ছা করে তাহাই এক মৃৎপিণ্ডহইতে করে এবং মনুষ্য আপন কৃতকর্ম্ম হইতে নানা ফল পায়। অপর সম্মুখেতে কাকতালীয়ার ন্যায় অকস্মাৎ প্রাপ্ত নিধিকে দেখিয়াও দৈব আপনি আনিয়া দেন না কিন্তু পুরুষার্থ অপেক্ষা করে যেহেতুক উদ্যোগেতে কার্য্য সকল সিদ্ধ হয় মনোরথমাত্রেতেই হয় না কেননা সুপ্ত সিংহের মুখেতে মৃগেরা পুবেশ করে না। পণ্ডিতেরদের কর্তৃক সেই পুকার উক্ত হইয়াছে যে পিতা ও মাতা কর্তৃক বালক পাঠিত হয় নাই সে পিতা ও মাতা শত্রু ঐ বালক সভামধ্যে শোভা পায় না যেমন হংসের মধ্যে বক। রূপ ও যৌবনেতে সম্ভ্রম এবং মহাকুলসম্ভব যে সকল তাহারাও বিদ্যাহীন হইলে শোভা পায় না যেমন গন্ধহীন পলাশ পুষ্প। অপর যে ব্যক্তি গুরুনিকটে অধ্যয়ন করে নাই ও আপনিও পুস্তক অধ্যয়ন করে নাই সে সভামধ্যে শোভা পায় না জীর উপপত্তি

হইতে হয় যে গর্ভ সে যেমন । ইহা চিন্তা করিয়া সেই রাজা পণ্ডিত সভা করাইলেন অনন্তর রাজা কহিলেন ভো ভো পণ্ডিতেরা আমার কথা শ্রবণ করুন । আছে কেহ এমন পণ্ডিত যে নিত্য বিপথগামি অবিদিতশাস্ত্র আমার পুত্রেরদের এখন নীতিশাস্ত্রোপদেশদ্বারা পুনর্জন্ম করাইতে সমর্থ হয় । যেহেতুক কাঞ্চন সংসর্গেতে কাঁচ যেমন মরকতের দ্যুতি ধারণ করে তেমন পণ্ডিতসম্মিলনেতে মূর্খও পুৰ্ব্বীণত্ব পায় । পণ্ডিতেরদের কর্তৃক সে পুকার উক্ত হইয়াছে । হীন লোকেরদের সহিত বাসেতে মতি হীনা হয় এবং স্বসমান লোকেরদের সহিত বাসেতে মতি সমতাকে পায় এবং উত্তম লোকেরদের সহিত বাসেতে মতি উত্তমতাকে পায় । ইহার মধ্যে বৃহত্ততিতুলা সকল নীতিশাস্ত্রের যথার্থজ্ঞাতা বিষ্ণুশর্মা নামে পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ সংকুলোদ্ভব এই রাজপুত্রেরা এইহেতুক আমাইহিতে নীতিশাস্ত্র গৃহণ করিতে শক্ত হইবেন যেহেতুক কোন ক্রিয়া অস্থানে পতিতা হইলে ফলবতী হয় না যেমন নানা পুকার যত্নেতে শুকপক্ষির ন্যায় বক পাঠিত হয় না । আর এ গোড়ো নির্ধন সন্তান জন্মে না যেহেতুক পদ্মুরাগ মণির আকরেতে কাঁচ মণির জন্ম কোথায় এইহেতুক আমি ছয় মাসের মধ্যে তোমার পুত্রেরদিগকে নীতিশাস্ত্রজ্ঞ করিব । রাজা পুনর্বার বিনয়পূর্বক কহিলেন পুণ্য সহবাসেতে কীটও সল্লোকে মস্তকে আরোহণ করে এবং সল্লোকেদের কর্তৃক সুপুতিষ্ঠিত পুষ্পও দেবত্ব পায় । আর যেমন উদয়াচলস্থ দুব্য সূর্যাসন্নিধানে দীপ্তি পায় তেমনি সংসন্নিধানেতে হীনবর্ণও দীপ্তি পায় সেইহেতুক এই আমার পুত্রেরদিগকে নীতিশাস্ত্রোপদেশের নিমিত্ত তোমরাই

পূজা হইয়াছে। ইহা কহিয়া সেই বিষ্ণুশর্মা বহু সম্মানপূর্বক পুত্রেরদিগকে সমর্পণ করিলেন।

অনন্তর পুত্রাদির উপর নুখেতে উপাধিক রাজপুত্রেরদিগের সম্মুখে পুস্তাবক্রমেতে সেই পণ্ডিত কহিলেন। কাব্য শাস্ত্রের আমোদেতে পণ্ডিতেরদের কালযাপন হয় বাসন ও নিদ্রা ও কলহেতে মুখেরদের পুনঃ কালযাপন হয়। সেইহেতুক তোমাদের আমোদের নিমিত্ত বিভিন্ন কাক কুম্ভারির কথা কহি। রাজপুত্রেরা কহিলেন কহ। বিষ্ণুশর্মা কহিতেছেন শুন।

রাজপুত্রেরা সম্মুতি মিজলাভ পুস্তাব করি যাহার আদিতে এই শ্লোক কাক ও কুম্ভ ও মৃগ ও মূরিক ইহার উপায়রহিত অথচ ধনহীন ইইয়াও বুদ্ধিমত্তা ও সুজ্ঞতমতাপুযুক্ত শীঘ্র কার্য সাধন করে। রাজপুত্রেরা কহিলেন এ কি পুকার। বিষ্ণুশর্মা কহিলেন।

গোদাবরীর তীরে এক বড় শালুনী বৃক্ষ থাকে নানা দিগেশ ইইতে আসিয়া পক্ষিরা ঐ বৃক্ষে রাত্রিকালে বাস করে। অন্তর কোন দিন রাত্রি অবসন্ন হইলে কুমুদিনীনাথক অথচ ভগবান্ চন্দ্র অন্তাচল চূড়াবলম্বী হইলে অর্থাৎ অন্ত গেল পর লম্পপতন নামে কাক জাগুৎ ইইয়া দ্বিতীয় যমের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে যে ব্যাধ তাহাকে দেখিল এবং তাহাকে অবলোকন করিয়া চিন্তা করিল অদ্য পুাতঃকালেই অমঙ্গল দর্শন হইল না জানি কি অমঙ্গল দেখাইবে। ইহা কহিয়া ব্যাধের পশ্চাৎ গমন ক্রমেতে ব্যাকুল ইইয়া চলিল। যেহেতুক শোকস্থান সহস্র এবং ভয় স্থান শত ইহার পুতাই মূঢ় লোককে অভিভব করে পণ্ডিতকে নয়। আর বিষয়িরদের ইহা অবশ্য কর্তব্য উপস্থিত যে

মহাভয় তাহা উঠিয়া বুকিবে কেননা মরণ ও ব্যাধি ও শোক ইহার মধ্যে না জানি কি আশা পড়িবে। অনন্তর সেই ব্যাধি তগুলকণা ছড়াইয়া এবং জাল বিস্তীর্ণ করিয়া আপনি লুঙ্ঘায়িত হইয়া থাকিল। এই কালে সপরিবারে চিত্রগুপ্ত নামে কপোতরাজ আকাশে চরত সেই তগুলকণা অবলোকন করিল। অনন্তর কপোতরাজ তগুলকণানোভি কপোতেরদিগের পুতি কহিল কি রূপে এ নির্জন বনে তগুলকণার সম্ভব তাহা নিরূপণ কর এ ভাল দেখি না এই তগুলকণার লোভেতে আমরাও পুায় তেমনি হইব যেমন কঙ্কণলোভেতে দুষ্টর পক্ষেতে মগ্ন যে পথিক সে বৃদ্ধ ব্যাঘ্র ঠিক পুাপ্ত হইয়া মরিয়াছে। কপোতেরা কহিল এ কি কথন।

কপোতরাজ কহিল আমি এক সময় দক্ষিণারণ্যে চরত দেখি এক সপৌবরের উীরে এক বৃদ্ধ ব্যাঘ্র স্নাত ও কুশহস্ত হইয়া কহিতেছে তোম পথিক এই সুবর্ণকঙ্কণ গৃহণ কর। পরে লোভী কোন পথিক পরামর্শ করিল ভাগ্যক্রমে এতাদৃশ লাভ হয় কিন্তু পুণের সন্দেহ এ বিষয়েতে পুবৃতি কর্তব্য নয় যে হেতুক অনিষ্টহইতে ইষ্টলাভেতেও মঙ্গল হয় না যেমন যা হাতে বিষের সঙ্গ-সর্গ আছে সে অমৃতও মরণের নিমিত্ত হয় কিন্তু সর্বত্র ধনোপার্জনে পুবৃতি সন্দেহেতেই হয়। পণ্ডিতের দের কর্তৃক সে পুকার কথিত হইয়াছে সঙ্গশয়কে আরোহণ না করিয়া মনুষ্য মঙ্গল দেখে না কিন্তু সঙ্গশয়কে আরোহণ করিয়া যদি বাঁচে তবে মঙ্গল দেখে অতএব তাহা নিরূপণ করি। পথিক পুকাশ করিয়া কহিতেছে তোমার কঙ্কণ কোথায়

ব্যাঘ্র হস্ত বিস্তার করিয়া দেখাইতেছে। অনন্তর পথিক কহি-
 লেন তুমি হিন্দুক তোমাতে কি পুকার বিশ্বাস হয়। ব্যাঘ্র
 কহিল শুন রে পথিক পূর্বকালে যৌবন দশাতে আমি অতিদুর্বৃত্ত
 হিলাম অনেক গো ও মনুষ্যেরদিগের বধ করাতে আমার পুত্রে
 রা ও দারারা মরিয়াছে অতএব বংশহীন হইয়াছি অনন্তর
 কোন ধার্মিক আমাকে কহিয়াছেন যে তুমি দান ও ধর্মাদি আচ-
 রণ করহ সেই উপদেশপুযুক্ত এখন আমি স্নানশীল ও দাতা ও
 বৃদ্ধ ও গলিতনখদন্ত হইয়াছি ইহাতে কেন বিশ্বাস স্থান না হই।
 যেহেতুক যজ্ঞ ও দান ও অধ্যয়ন ও তপস্যা ও সত্য ও ধৃতি ও
 ক্ষমা ও অলোভ এই আট পুকার ধর্মের পথ তাহার মধ্যে পূর্ব
 চতুষ্টয় দ্বৈশের নিমিত্তও সেবা করে উত্তর চতুষ্টয় মহাত্মাতেই
 থাকে। আমার এমনি লোভবিরহ হইয়াছে যে আপন হস্তগত
 সুবর্ণকঙ্কণ কোন লোককে দিতে ইচ্ছা করিতেছি। তথাপি
 ব্যাঘ্র মনুষ্যকে খায় এই অপবাদ লোকে আছে তাহা নিবারণ
 করা যায় না যেহেতুক ধারাবাহিক লোকেরা উপদেশিনী কৃষ্টি
 নীকে ধর্ম বিয়য়ে পুমান করে না যেমন গোষু বাজ্ঞকে পুমান
 করে না। আমাকর্তৃক ধর্মশাস্ত্র পঠিত হইয়াছে শুন যেমন আ-
 পনার পুণ ইষ্ট তেমন সকল জীবের পুণও ইষ্ট হয় অতএব
 সাধু লোকেরা আত্মবৎ সকল জীবকে দয়া করেন। অপর
 নিষেধ করাতে অর্থাৎ যাচকের যে অপিয় দুঃখ এবং দান
 দেওয়াতে যে পিয় সুখ তাহা সম্প্রকৃষেরা আত্মদৃষ্টান্তেতে পু-
 মান জানেন। এবং যে লোক পরজীকে মাতার ন্যায় ও পরের
 দুখা লোকের তুল্য ও সকল জীবকে আপনার ন্যায় দেখে সেই
 পণ্ডিত। তুমি অতিদরিদ্র সেইহেতুক তোমাকে দিতে আমি

সচেষ্ট হইয়াছি। নেই পুকার পণ্ডিতেরদের কর্তৃক কথিত হইয়াছে যে হে যুধিষ্ঠির দরিদ্র লোককে পুতিপালন কর ধনিকে ধন দিও না যেমন রোগির ঔষধ পথ্য অরোগির ঔষধে কি পুয়ো জন। অপর দেওয়া উপযুক্ত ইহা মনে করিয়া কাশাদি তীর্থে গুহণাদিকালে অগ্নিহোতাদি পাক্রে অনুসকারিকে যে দান করে সেই দানকে সাত্বিক করিয়া পণ্ডিতেরা জানেন অতএব এই সরো বরে দান করিয়া সূৰ্ণ কঙ্কণ গুহণ করহ। অনন্তর যখন পথিক তাহার বাক্যোক্তে পুতায় করিয়া লোভেতে দান করিবার নিমিত্তে সরোবরে পুৰ্ব্বক হইল তখন মহাপক্ষে মধু হইয়া পলাইতে অসমর্থ হইল। পক্ষে পতিত পথিককে দেখিয়া বাঘু কহিল হায় হায় বহু পক্ষে পতিত হইয়াছ অতএব তোমাকে আমি উঠাই ইহা কহিয়া অল্পে নিকটে গিয়া সেই ব্যাঘ্রকর্তৃক ধৃত হইয়া চিত্তা করিল দুরাত্মার ধর্মশাস্ত্রের পাঠ ও বেদের অধ্যয়ন সম্বন্ধিত হওনের কারণ নহে কিন্তু গরুর দুগ্ধ স্বভাবেতেই যেমন মধুর হয় তেমনি স্বভাব অতিরিক্ত হয় এতৎ মন ও ইন্দ্রিয় অবশ্য যাহারদিগের তাহারদিগের ক্রিয়া হস্তির দ্বানের ন্যায় আর দুর্ভগা স্ত্রীর অলঙ্কারের ন্যায় ধর্মানুষ্ঠানব্যতিরেকে জ্ঞান ভার মাত্র। অতএব আমি ভাল করি নাই যেহেতুক মারাত্মক ব্যাঘ্রে বিশ্বাস করিয়াছি। সেইরূপ পণ্ডিতেরদিগের কর্তৃক কথিত আছে নদী ও শত্রুধারী ও নখী ও শৃঙ্গী ও স্ত্রী ও রাজকুল এ সকলে বিশ্বাস কর্তব্য নহে। অপর সকলেরি স্বভাব পরীক্ষা অবশ্য কর্ত্তবেক অন্য গুণ পরীক্ষা কর্ত্তবেক না যেহেতুক সকল গুণকে অতিক্রমণ করিয়া স্বভাব মস্তকে থাকে আর আকাশ বিহারী পাগনাশকারী সহস্ররশ্মিধারী জ্যোতির্মধ্যচারী চন্দ্রও

দৈবযোগেতে রাহকর্তৃক গৃহ্ত হন অতএব কপোলে যে নিমিত্ত আছে তাহা শ্রুতিতে কে শক্ত হয়। এই পুকার চিন্তা করত এই পশ্চিক ব্যাসকর্তৃক মৃতও ভঙ্কিত হইল। অতএব আমি কহি ককণের নোভেতে ইত্যাদি। এই নিমিত্ত সর্ব পুকারে অবিচারিত কৰ্ম্য কর্তব্য নয়। যেহেতুক বিলক্ষণ দীর্ঘ অন্ত ও উত্তম পণ্ডিত পুত্র ও অতিশয় বশীভূতা স্ত্রী ও সুসেবিত রাজা ও বিলক্ষণ বিচার করিয়া করা ইহারা বহুকালেতেও বিকার পায় না।

এ কথা শুনিয়া কোন কপোত দর্প করিয়া কহিল তাঃ এ কি কহিতেছ। আপেকাল উপস্থিত হইলে বৃদ্ধ লোকের বাক্য গৃহ্য হয় আর অন্যত্রও বিচারক্রমে গৃহ্য হয় কিন্তু ভোজন বিষয়ে গৃহ্য নয়। যেহেতুক পৃথিবীমণ্ডলে সকল অন্ত ও জলাদি আশঙ্কাকর্তৃক ব্যাপ্ত তাহাতে কোথা পুষ্টি কর্তব্য। কি পুকারে বা জীবন ধারণ কর্তব্য। সেই পুকার পণ্ডিতেরদিগেরকর্তৃক কথিত হইয়াছে ঈর্ষ্যাবিশিষ্ট ও ঘৃণায়ুক্ত ও অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ ও সর্বদা সশঙ্ক আর পরভাগ্যোপজীবী এই ছয়জন দুঃখভাগী হয়। ইহা শুনিয়া সকল কপোত সে স্থানে উপবিষ্ট হইল যেহেতুক পণ্ডিতেরা মহাশক্তি জানিয়াও আর সন্তোষের ছেদনকর্তা হইয়াও লোভে মুগ্ধ হইয়া ক্লেশ পান। লোভহইতে ক্রোধ হয় লোভহইতে কাম জন্মে লোভহইতে মোহ ও নাশ হয় লোভ পাণের কারণ। পরে সকলেই জালেতে বদ্ধ হইল অনন্তর যাহার বাক্যেতে সে স্থান অবগম্যন করিয়াছিল তাহাকে সকলে তিরস্কার করিতে লাগিল। যেহেতুক গণের অগ্রে যাইবে না কেননা কার্য্য সিদ্ধ হইলে সকলেরি সমান ফল যদি কার্য্য বিপ্লব হয় তবে পুধান ব্যক্তি দোষভাগী হয়। সেই পুকার কথিত

আছে ইন্দ্রিয় সকলের যে দমন না করা সেই বিপত্তির পথ আর তাহারদিগের যে দমন করা সে সন্নতির পথ যে পথেতে ইচ্ছা সেই পথেতে যাও। তাহার অপমান শুনিয়া চিত্রগুপ্ত কহিল ইহার এ দোষ নয় যেহেতুক হিতও পুণ্ডনশীল আপদের কারণতাকে পায় যেমন মাতার জঙ্ঘা বৎসের বন্ধনের নিমিত্তে স্তম্ভ হয়। আর বিপদগুস্ত লোকের আপন উদ্ধার করিতে যে যোগ্য সেই বন্ধু ভীত ব্যক্তির পরিভ্রাণের নিমিত্তে সঙ্গুহুণে, পণ্ডিত যে সে বন্ধু নয়। বিপৎকালে বিশ্বয়াপন্ন হওয়া কাপু কৃষের লক্ষণ সেইহেতুক এ সময় ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া উপায় চিন্তা করহ। যেহেতুক বিপৎকালে ধৈর্য্য আর বৃদ্ধিকালে ক্রমা সভাতে বাক্যের পটুতা যুদ্ধে পরাক্রম আর যশোতে অভিরুচি শাস্ত্রশূবণে আসক্তি এই সকল উত্তম লোকেরদিগের ব্রতাবসিদ্ধ হয়। যাহার সন্নৎকালে আত্মান হয় না বিপৎকালে বিযাদ হয় না যুদ্ধেতে পাণ্ডিত্য হয় এমন জিভূতন শ্রেষ্ঠ পুত্রকে যে জননী জন্মান সে দুর্লভ। আর ঐশ্বর্য্যোচ্চ পুরুষ নিদা ভজা ভয় ক্রোধ আলস্য অনুকালসাধ্য ক্রিয়া বহুকালে করা এই ছয় দোষ ত্যাগ করিবেক। এখনও ইহা কর সকলে একচিত্ত হইয়া জাল লইয়া উড়। যেহেতুক তুচ্ছ বস্তুর যে সমূহ সেও কার্য্যসাধন হয় যেমন রজ্জ্বত পাইলে তুণসমূহকর্তৃক মত্ত হস্তী বদ্ধ হয়। সভা ভীত তুচ্ছ বস্তুরও সমূহ পুরুষের মঙ্গলদায়ক হয় ইহার সাঙ্গী দেখ তগুল তুষেতে বিহীন হইলে অন্ধুর হয় না। ইহা চিন্তা করিয়া সকল পক্ষিরা জাল লইয়া উপরে উড়িল। জনহর সে বাধ অতিদূরহইতে জালের অপহারক কপোতেরদিগকে দেখি যা পশ্চাৎ ধায়মান হইয়া ভাবনা করিল যে এ কপোতেরা ন

কলে একত্র হইয়া আমাদের জাল হরণ করিয়াছে কিন্তু যখন পৃথি
 বীতে পড়িলে তখন আমার বশীভূত হইবে । তৎপর সেই প
 ক্ষিরা ব্যাধের চক্ষুর দৃষ্টি অতিক্রমণ করিলে সেই ব্যাধ নিবৃত্ত
 হইল । তাহার পর ব্যাধকে নিবৃত্ত দেখিয়া কপোতেরা কহিল
 এখন কি করিতে উচিত হয় । চিত্রগুপ্ত কহিল মাতা ও পিতা ও
 মিত্র ইহারা তিন জন স্বভাবেতে হিতকারী আর অনাসক্ত ও কার্য
 কারণপুষ্পক হিতকারী হয় অতএব আমরাদিগের মিত্র হিরণ্যক
 নাভে মুষিকেরদিগের রাজা চিত্রবনে গাওকীতীরে বাস করে সে
 আমাদেরদিগের পাশ কাটিবেক ইহা বিবেচনা করিয়া সকলে হি
 রণ্যকের গন্তের নিকটে গেল । হিরণ্যক সর্বদা উপদ্রব শঙ্কিতে
 শতবার গর্ভ করিয়া বসতি করে । অনন্তর হিরণ্যক কপোতের
 দের পতন শব্দের ভয়েতে ভীত হইয়া চুপ করিয়া থাকিল । পরে
 চিত্রগুপ্ত বলিল হে মিত্র হিরণ্যক কেন আমরাদিগকে সম্ভাষা কর
 না । অনন্তর হিরণ্যক মিত্রের বাক্য বুঝিয়া শীঘ্র বাহির হইয়া
 বলিল আঃ কি পুণ্যবান আমি আমার পরমসুহৃৎ চিত্রগুপ্ত আসি
 য়াছেন কেননা মিত্রের সহিত যাহার সম্ভাষা মিত্রের সহিত যা
 হার বাস ও মিত্রের সহিত যাহার পরস্পর কথোপকথন তাহা হ
 ইতে পৃথিবীতে পুণ্যবান আর নাই । তাহার পর কপোতেরদি
 গকে জালে বদ্ধ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া
 কহিল সখে এ কি । চিত্রগুপ্ত কহিল হে মিত্র আমাদের পূর্ব
 জন্মকৃত কর্মের ফল এই যাহা হইতে যৎকরণক যে পুকারে সে
 কালে যে স্থানে সত শত কিম্বা অশ্রুত অজ্ঞাত কর্ম সে সকল
 কর্ম তাহা হইতে তৎকরণক সেই পুকারে সেই কালে সেই স্থানে
 ঈশ্বরেচ্ছাপুযুক্ত ভীষকে পায় । নিজকৃত অপরাধ বৃক্ষবরা দে

হির রোগ শোক গীতাগ বন্ধন বাসন ইহার। উদুর চি
 ত্রগীবের বন্ধন ছেদন করিতে শীঘ্র সমীপে যাইতেছে চিত্র
 গীব তাহা দেখিয়া কহিল হে মিত্র এমন করিও না কিন্তু আ
 মার আশ্রিত এই কণ্ঠোতেরদের পাশ ছেদন কর তখন আমার
 জাল পশ্চাৎ ছেদন করিবা। হিরণ্যক কহিল আমি অল্পবলী
 আর আমার দন্তও কোমল এই কারণ ইহারদের বন্ধন ছেদন
 করিতে কি রূপে শক্ত হইব। তবে আমার দন্ত যতক্ষণ না
 ভাঙ্গ ততক্ষণ তোমার পাশ ছেদন করি পশ্চাৎ ইহারদেরও
 বন্ধন যত পারিব ছেদন করিব। চিত্রগীব কহিল এই হউক
 তথাপি যেমন সামর্থ্য ইহারদিগের বন্ধন কাটি। হিরণ্যক কহিল
 যে আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আশ্রিত লোকের যে রক্ষা করা
 সে নীতিজ্ঞ লোকেরদের সম্মত নহে যেহেতুক বিপত্তিরূপের নি
 মিত্তে ধনরক্ষা করিবে আর ধনদ্বারা স্ত্রীকে রক্ষা করিবেক আর
 আপনাকে সর্বদা স্ত্রীদ্বারা এবং ধনদ্বারাও রক্ষা করিবেক। অ
 পর ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের সংস্থিতির কারণ যে পুণ সেই
 পুণকে যে জন নষ্ট করে তৎকর্তৃক কি রক্ষিত না হয় আর পুণ
 কে যে রক্ষা করে তৎকর্তৃক কি রক্ষিত না হয়। চিত্রগীব বলিল
 হে মিত্র নীতিশাস্ত্র এইরূপই বটে কিন্তু আমি আমার আশ্রিত
 লোকেরদিগের দুঃখ কোন পুকারে সহিতে পারি না সেই নি
 মিত্তে ইহা বলি। যেহেতুক ধন ও পুণ পরের নিমিত্তে পণ্ডিত
 লোকেরা ত্যাগ করে কেমনা বস্তুমাজের বিনাশ অবশ্য হয় অত
 এবং সাধু লোকের কারণ পুণাদির ত্যাগ ভাল। আর এই অসা
 ধারণ কারণ আমার সহিত ইহারদিগের আতি ও দুঃখ ও বলের
 তুল্যতা তবে আমার পুত্ৰদের বল কখন কি হইবে তাহা বল।

অপর ইহারা বর্জন বাতিরেকেও আমার বিকট ভাগ করে না
 সেইহেতুক আমার পুণ্যের বিনাশ হইলেও আমার আশ্রিত ই
 হারদিগকে বাঁচাও । আর হে আমার মিত্র মাংস ও মূত্র ও
 বিষ্ঠা ও অস্থিতে নির্মিত বিনাশশীল শরীরে আস্থা পরিত্যাগ
 করিয়া কীর্ত্তি রক্ষা কর । এবৎ দেখে অনিত্য ও মলবাহি শরীর
 কর্তৃক নিত্য অথচ নির্ঘল যশ যদি লব্ধ হয় তবে কি না লব্ধ হয় ।
 যেহেতুক শরীরের ও গুণের যে দূর সে অত্যন্ত অন্তর কেননা শ
 রীর অল্পকালস্থায়ী গুণ বহুকালস্থায়ী । ইহা শুনিয়া হিরণ্যক
 ক্ষুচিহিত এবৎ পুলকিত হইয়া বলিল সাধু মিত্র সাধু এই আশ্রিত
 বাৎসল্যেতে এলোকের পুভুত্ব তোমাতে উপস্থিত হয় । ইহা
 কহিয়া সেই হিরণ্যককর্তৃক সকল কপোতের বন্ধন ছিন্ন হইল ।
 অনন্তর হিরণ্যক সকল কপোতকে সম্মান করিয়া কহিল হে সখে
 চিত্রগুব এই জালে বন্ধন হওয়াতে দোষাশঙ্কা করিয়া আপনা
 তে অবজ্ঞা কর্তব্য নহে যেহেতুক যে পক্ষী শত যোজনহইতে
 অধিকেতে আহাির দেখে সেই পক্ষী মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে
 পাশবন্ধন দেখে না । আর চন্দ্র ও সূর্য্যের রাহ পীড়া ও হস্তি
 ও মর্পের বন্ধন ও বুদ্ধিমানের দারিদ্র্য দেখিয়া এই আমার বিবে
 চনা যে বিধাতাই বলবান্ এবৎ আকাশবিহারীও পক্ষিরা বিপৎ
 পায় আর বুদ্ধিমান্ লোককর্তৃক অন্তলক্ষণ জন যে সমদু তাহা
 হইতেও মৎস্যধৃত হয় ইহাতে দূর্গত কি আছে সুচরিত
 কী জান লাভে কি গুণ যেহেতুক বাসনরূপ বিস্তারিত হস্ত যে কাল
 তিনি দূরহইতেও গৃহণ করেন । এই পুকারে পুৰোধ করিয়া
 আত্মিক্য করিয়া আলিঙ্গন করিয়া বিদায় করিল চিত্রগুবও শ
 ণরিবারে আপন অভিলষিত দেশে গেল । শত যে কোন্ মিত্র

কর্তব্য দেখে উদ্ভূত মিত্রেতে কপোতেরা বহনহইতে মুক্ত হইল।
হিরণ্যকও আপন বিবরে পুৰিষ্ট হইল।

অনন্তর লক্ষ্মণতন নামে কাক সকল বৃত্তান্ত দেখিয়া ইহা বলিল কি আশ্চর্য্য হে হিরণ্যক তুমি শ্লাঘ্য। অতএব আমিও তোমার সহিত মিত্রতা ইচ্ছা করি এই নিমিত্তে আমাকে মিত্র তাতে অনুগৃহ করিতে যোগ্য হও। ইহা শুনিয়া হিরণ্যকও গর্ভের মধ্যে থাকিয়া কহিল হে তুমি সে বলিল আমি লক্ষ্মণতন নামে কাক হিরণ্যক হাসিয়া বলিল তোমার সহিত মিত্রতা কি যেহেতুক লোকেতে যে যাহার সহিত উপযুক্ত হয় পণ্ডিত লোক তাহাকে তাহার সহিত মিলন করাইবেক আমি তোমায় তুমি ভোক্তা ইহাতে কি পুকারে পীড়িত হইবে আর যেহেতুক ভক্ষ্য ও ভক্ষকের যে পুণ্য সে বিপত্তির কারণ কেননা শৃগাল হইতে পাশেতে বদ্ধ মৃগ কাককর্তৃক রক্ষিত হইল। কাক কহিল এ কি পুকার। হিরণ্যক কহিতেছেন।

মগধদেশে চক্ৰকাবতী নামে এক বন থাকে তাহাতে হরিণ ও কাক দুই জন বহুকাল বড় সৌহেতে বাস করে সেই হরিণ আপন ইচ্ছাতে ভ্রমণ করত ছুটপুটীজ হইয়া কোন শৃগাল কর্তৃক দৃষ্ট হইল। তাহাকে দেখিয়া শৃগাল চিন্তা করিল আঃ কি পুকারে এই উত্তম ললিত মাংস থাইব যা ইউক বিশ্বাস জন্মাই। এই পরামর্শ করিয়া সমীপে গিয়া বলিল হে মিত্র তোমার মঙ্গল। মৃগকর্তৃক রক্ষিত হইল হে তুমি শৃগাল কহিতেছে ক্ষুদ্রবুদ্ধি নামে শৃগাল আমি এই বনেতে মৃত শরীরের ন্যায় বাহুবহীন হইয়া বাস করি সমুত্তি তোমাকে মিত্র পাইয়া পুন

হাঁর সবাকব হইয়া সজীব হইলাম এখন আমি নর্থনা ভোগার
অনুচর হইব শৃগাল মৃগকর্তৃক কথিত হইল এই ইউক। অন
ন্তর ভগবান মরীচিমালী সূর্য্য পশ্চিমে অস্ত গেল পরে মৃগের
বাস স্থানে সেই মৃগ ও শৃগাল গেল সেখানে চম্বক বৃক্ষের ডা
লেতে মৃগের চিরকালের মিত্র সুবুদ্ধি নামা কাক বাস করে
হরিণ আর জম্বুককে দেখিয়া কাক বলিল মিত্র দ্বিতীয় এ কে হ
রিণ কহিতেছে ইনি জম্বুক আমার সহিত মিত্রতা করিতে বাঞ্ছা
করিয়া আসিয়াছেন কাক বলিতেছে সখে অকস্মাৎ আগন্তকের
সহিত মিত্রতা উচিত নয় এই বিজ্ঞকর্তৃক কথিত আছে তাহার
কুল ও স্বভাব জাত নহে তাহাকে বাসস্থান দেওয়া উপযুক্ত
নহে। যেহেতুক বিড়ালের দোষেতে জরদ্ব নামে গৃধ্র নষ্ট
হইল। মৃগ আর শৃগাল কহিল এ কি পুকার। কাক কহি
তেছেন।

গন্ধাভীরে গৃধ্রকূট নাম পর্বতে বৃহৎ এক পর্বতী বৃক্ষ থাকে
তাহার কোটরে দৈব বিপাকে নখ ও চক্ষুতে রহিত জরদ্ব নামে
এক গৃধ্র বসতি করে। অনন্তর তাহার জীবনের নিমিত্তে সেই
বৃক্ষবাসি পক্ষিরা কৃপা করিয়া আপনং আহারইতে কিঞ্চিৎ
উদ্ধার করিয়া দেয় তাহাতে ঐ জরদ্ব বঁচে। পরে কোন দিন
দীর্ঘকর্ণ নামে এক মাদ্রীর পক্ষিবালকেরদিগকে ভক্ষণ করিবার
নিমিত্তে সেখানে আইল। তাহার পর সেই বিড়ালকে আসি
তে দেখিয়া পক্ষিবালকেরা ভয়ান্ত হইয়া কোলাহল করিল তাহা
শ্রুতিয়া জরদ্বকর্তৃক বিড়াল উক্ত হইল এ কে আইসে। দীর্ঘ
কর্ণ গৃধ্রকে দেখিয়া সভয় হইয়া ধেমোতে কহিল আমি নষ্ট
হইলাম যেহেতুক ভয় যাবৎ না আইসে তাবৎপর্য্যন্ত ভয়কে

ভয় করা উপযুক্ত ভয়কে আগত দেখিয়া মনুষ্য যেমন উচিভ হইয়া
 তাহা করিবেক । সেইহেতুক এখন নিকটে পলাইতে অনমদ
 তবে যে ভবিষ্য তাহা হইক বিশ্বাস জন্মাইয়া ইহার সমীপে
 গমন করি । ইহা আলোচনা করিয়া নিকটে গিয়া বলিল হে
 আর্ঘ্য তোমাকে অভিবাদন করি গৃধু কহিল হে তুমি সে কহিল
 বিড়াল আমি গৃধু বলিতেছে দূরে যাও যদি না যাও তবে তুমি
 আমার হস্তব্য ইহঁবা মার্জার বলিল আমার বাক্য শুন তারপর
 যদি আমি বধ্য ইহঁ তবে বধ কর্তব্য যেহেতুক কোথায় কেও
 কি জাতিমাত্রেতে বধ্য কিম্বা পূজ্য হয় ব্যবহার জানিয়া বধ্য
 অথবা পূজ্য হয় । গৃধু কহিতেছেন বল কি নিমিত্তে তুমি আসি
 যাছ সে বলিল আমি এখানে গঙ্গাভীরে নিত্যস্বায়ী নিরামিষাশী
 বুদ্ধচারী চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরত থাকি বিশ্বাসভূমি গচ্ছি সকলের
 আমার অগেগুতে সর্বদা ধর্মজ্ঞানরত তোমারদিগকে পুণ্যসা
 করে অতএব বিদ্যা ও বয়সেতে বৃদ্ধ যে তোমরা তোমাদের
 স্থানে ধর্ম স্থানিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি । আপনারা এমন
 ধর্মজ্ঞ যে অতিথি আমাকে মারিতে উদ্যত গৃহস্থের এ ধর্ম বটে
 গৃহে আইলে শত্রুও উপযুক্ত আতিথ্য করিবেক অতএব ছেদন
 কর্তার সমীপবর্তি ছায়াকে বৃক অপহরণ করে না যদি বা ধন না
 থাকে তবে পুিয় বাক্যেতেও অতিথি অবশ্যপূজ্য হন যেহেতুক
 আসন ও স্থান ও জল ও পুিয়বাক্য এ সকল সাধু লোকেরদের
 যথেষ্টে কখন অপূর্ণ হয় না । আর সল্লোকেরা নির্ভণ পানিতেও
 দয়া করেন এই নিমিত্তে চন্দ্র চণ্ডালগৃহে পতিত জ্যোৎস্না অপহরণ
 করে না । অপর বুদ্ধগ্ন কৃত্রিয় বৈশ্যের অধি গুরু বুদ্ধগ্ন কৃত্রিয়

বৈশ্য শূদ্রের ব্যাঞ্ছন শুরু ত্রীলোকেরদিগের পতিই শুরু সকল বর্ণে
তে অতিথি শুরু । এব° অতিথি নিরাশ হইয়া যাহার গৃহ
হইতে ফিরিয়া যায় সে আপন পাপ তাহাকে দিয়া তাহার পুণ্য
সইয়া যায় আর অধম বর্ণও যদি উত্তম বর্ণের ঘরে আইসে
তবে সে যথোপযুক্ত পূজা হয় কেননা অতিথি সর্বদেবস্বরূপ ।
গৃধু বলিল বিড়াল মা°সরুচি এখানে পক্ষির ছানা সকল আছে
সেই নিমিত্তে আমি এই পুকার বনি । বিড়াল তাহা শুনিয়া
ভূমিগ্লান করিয়া দুই কর্ণ গ্লান করিতেছে এব° কৃষ্ণ কহিতেছে
আর কহিল আমাকর্তৃক ধর্মশাস্ত্র শুনিয়া বৈরাগ্যেতে দুষ্টের চান্দ্র
স্বপ্ন বুড আরঙ্ক হইয়াছে যেহেতুক অহি°সা উত্তম ধর্ম ইহাতে
পরম্বর বিবদমান সকল ধর্মশাস্ত্রের সম্মতি আছে যেহেতুক যে
মনুষ্যেরা সকল হি°সাহইতে নিবৃত্ত হয় আর যে লোকেরা
সকল সহ্য আর যে অনেকের আশ্রয় হয় সে মানুষ্যেরা স্বর্গ
গামী হয় । এব° ধর্মই এক মিত্র যে মরিলেও সঙ্গে যায়
আর সকল শরীরের সহিত নাশ পায় । অপর যে যাহার
মা°স খায় এই দুইর অন্তর দেখ একের রূপমাত্র তৃপ্তি হয়
অন্য পুানে নষ্ট হয় । এব° মরিতে হইল এই যে দুঃখ লো
কের হয় সে দুঃখ পরও অনুমানদ্বারা কহিতে পারে না । পুন
র্বার শুনি স্বচ্ছন্দে বসেতে অগ্রে যে শাক তাহাতেও উদর পূরণ
হয় তবে এই পোড়া পেটের নিমিত্তে কে মহাপাপ করে । সে
মার্জার এই পুকার বিশ্বাস জমাইয়া বৃক্ষ কোটরে থাকিল ।
অনন্তর কিছু দিন গেলে পরে পক্ষির ছানারদিগকে ধরিয়া আপন
কোটর মধ্যে আনিয়া পুতাই খায় । যে পক্ষিরদের সন্তানেরদিগ
কে খাইল তাহারা পোকাক্ত হইয়া রোদন করিতে ইতস্ততো

জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বিড়াল তাহা জানিয়া কোটরহইতে নির্গত হইয়া বাহিরে পলাইল। তাহার পর ইতস্তত আছে বণ করত পক্ষি সকলকর্তৃক পক্ষিশাবকের অস্থি পুণ্ড হইল। অনন্তর তাহারা কহিল এই জরদ্রবকর্তৃক আমারদিগের সম্ভান ভক্ষিত হইয়াছে ইহা নিশ্চয় করিয়া সকল পক্ষিকর্তৃক গৃধ্র হত হইল অতএব আমি বলি অজ্ঞাত কুল শীলের বাস দেওয়া উচিত নয়। সেই শৃগাল ইহা শুনিয়া ক্রোধেতে কহিল মৃগের পুথ্য দর্শন দিনে আপনিও অজ্ঞাতকুলশীল ছিলেন তবে কি পুকারে আপনকার নহিত ইহার উত্তর পুণ্ডির আশ্রিত হইতেছে। আর ঘন ঘোষানে গণ্ডিত লোক নাই দেখা না মল্লবুদ্ধি লোকও পুণ্ডিসিত হয় যে দেশে বৃক্ষ নাই সে দেশে ভেরেণ্ডাও বৃক্ষ হয়। অপর ইনি আশ্রয় ইনি পর এই গণনা ক্ষুদ্রাধঃকরণ লোকেরদের হয় সচরিত্র লোকেরদিগের পৃথিবীর সকল ব্যক্তিই নিজ যেমন এই মৃগ আমার সখা তেমনি আপনিও আমার সখা। হরিণ বলিল এ উত্তরে কি পুণ্ডার্বন একত্র সকলে পুণ্ডার্বনাপেতে সুখে থাকিবে হইতুক স্বভাবতঃ কেহ কাহারও মিত্র নয় কেহো কাহারও শত্রু নয় কিন্তু ব্যবহারেতে মিত্র ও শত্রু হয় পরে কারকর্তৃক কথিত হইল এই হউক অনন্তর পুণ্ডাতে সকলে আপন২ অভিলষিত দেশে গেল। এক দিবস নির্জনে জম্বুক বলিতেছে হে মিত্র মৃগ এই বনের এক পুণ্ডেশে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র আছে আমি তোমাকে লইয়া তাহা দেখাই ইহা কহিয়া তাহা করিলে পরে হরিণ পুণ্ডিদিন সেখানে যাইয়া শস্য খায়। অনন্তর ক্ষেত্র দেখিয়া ক্ষেত্রপতিকর্তৃক জ্ঞান যোড়িত হইল তাহার পর পুনর্বার মৃগ আইলে পাশেতে বসে হই

দ্বা চিন্তা করিল কে আমাকে যমপাশের ন্যায় এই ব্যাধের
 পাশইতে মিত্রব্যতিরেকে পরিভ্রাণ করিতে শক্ত হয়। তৎ
 পর জ্বরক সেখানে উপস্থিত হইয়া ভাবনা করিল এত দিনে জা
 মার কাপটোতে মনোভিলাষ সিদ্ধ হইল ছিদ্যমান এই মূণের
 মাংস রক্তেতে লিপ্ত অস্থি আমি অবশ্য পাইব তাহাতে বিল
 ম্বণরূপে ভোজন হইবে। হরিণ তাহাকে দেখিয়া আহ্বানিত
 হইয়া বসিতেছে সখে শূণাল আমার বন্ধন ছেদন কর শীঘ্র
 আমার রক্ষা কর যেহেতুক মিত্রকে বিপত্তিতে আর শূরকে যুদ্ধে
 তে আর শুচিকে ঋণেতে আর নির্ধন হইলে ভাৰ্যাকে ও বাসনে
 তে বান্ধবকে জানিবেক এতৎ উৎসবেতে ও বাসনেতে ও ভূতি
 ক্ষেতে ও দেশোপদ্রবেতে ও রাজদ্বারেতে ও ঋণানেতে যে
 থাকে সেই বান্ধব। শূণাল পাশ দেখিয়া বারবার চিন্তা করিল
 এই বন্ধ দৃঢ় হইয়াছে আর কহিতেছে হে মিত্র এ পাশ সু যু
 রচিত এইহেতুক আজি রবিবারে কি পুকারে ইহা দন্তে ম্লশ
 করিব সখা যদি অণ্ডকরণে অন্য পুকার না মান তবে তুমি
 যাহা কহিবা তাহা পুভাতে আমার কর্তব্য। অনন্তর সে কাক
 সন্ধ্যা কালে মূণকে আসিত না দেখিয়া ইতস্তত অন্বেষণ করত
 সেই পুার দেখিয়া কহিল সখা কি এ মূণ কহিল হে মিত্র
 মিত্রবাক্যের অবজ্ঞার ফল এই পণ্ডিতকর্তৃক তাহা উক্ত আছে
 হিতাভিলাষি মিত্র লোকেরদের কথা যে না শুনে তাহার বিপৎ
 অতিনিকট আর সে লোক শত্রুর আনন্দজনক। কাক বসিতে
 ছে সে বন্ধক কোথায় আছে হরিণকর্তৃক উক্ত হইল সে আমার
 মাংস ভোজনের নিমিত্তে এই স্থানেই আছে কাক কহিতে
 ছে আমি পূর্বেই কহিয়াছি আমার অপরাধ নাই এ বিশ্বাসের

কারণ নয় যেহেতুক খলহইতে গুণবানেরও ভয় আছে আর
 শুন গতায়ু লোকেরা পুণীণ নির্বাহের গন্ধ পায় না ও সুখ
 লোকের বাক্যও শুনে না ও অরুচী নামে নরুত্র দেখিতে পায়
 না। আর অসাক্ষাৎ কার্য্যহতা ও সাক্ষাৎ পিয়বাদী এমন
 মিত্রকে ভাগ করিবেক যেমন পায়োমুখ বিষপূরিভ কয় ভাগ
 করিবেক। পরে কাক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল ওরে বন্ধক
 শৃগাল তুই পাণী কি করিয়াছিস যেহেতুক মিকি বাক্যেতে আ
 লাপিত যে লোক আর মিথ্যোপচারেতে বশীকৃত যে লোক আর
 আশায়ুক্ত ও শূভায়ুক্ত যে যাচক ইহারদিগের যে বন্ধনা করা
 সে কি। অপর উপকারী ও বিখ্যাত ও নিখ্যাতকরণ যে লোক
 তাহাতে যে ব্যক্তি অধর্মাচরণ করে হে ভগবতি পৃথিবী মিথ্যা
 ভিসন্ধি সে লোককে কি পুরাণে ধারণ করিতেহ। আর দুট
 লোকের সহিত মিত্রতা করিবে না ও প্রীতি করিবে না কেননা
 তপ্ত অঙ্গার হস্তদাহ করে ও শীতল অঙ্গার হাত কান করে।
 কিম্বা দুর্জনেরদের এই স্বভাব আগে পায়েতে পড়ে পশ্চাৎ পৃ
 ঠের মাংস খায় অল্পে কণ্ঠেতে আশ্চর্য্য মধুর শব্দ করে পশ্চাৎ
 ছিদ্র নিরূপণ করিয়া নিঃশব্দ হইয়া অকস্মাৎ পুবেশ করে মশা
 এই পুরাণে সকল খেলের চরিত্র ব্যক্ত করে। এবং দুর্জন অ
 খচ পিয়বাদী এমন লোক পুতায়ের স্থান নহে যে নিমিত্তে জি
 হ্বাগে মধু ও হৃদয়ে বিষ আছে। অনন্তর প্রাতঃকালে ক্ষেত্র
 পতি লাঠি হাতে করিয়া সেই স্থানে গমন করিতেছে ইহা বা
 য়সকর্তৃক দৃষ্ট হইল ক্ষেত্রপালকে দেখিয়া কাক কহিল হে মিত্র
 মূগ তুমি নিশ্বাস বদ্ধ করিয়া পেট কুলাইয়া পা সকল স্থির
 করিয়া আপনাকে মৃত শরীরের ন্যায় দেখাইয়া থাক আমি

তোমার চক্ষু চোঁটেতে করিয়া চোকরাই যখন আমি শব্দ করিব
তখন তুমি উঠিয়া শীঘ্র পলাইবা কাকের কথাতে মৃগ সেই
পুকার থাকিল। তাহার পর আহ্লাদেতে পুফুল্লনয়ন যে ক্ষেত্র
পতি সে সেই পুকার মৃগকে দেখিয়া আঃ আপনি মরিয়াছ
ইহা কহিয়া বন্ধন ছাড়াইয়া জাল ভাঙ করিবার নিমিত্তে সজ্বর
হইল অনন্তর মৃগ কাকের শব্দ শুনিয়া শীঘ্র উঠিয়া পলাইল
পরে ক্ষেত্রপতি কর্তৃক মৃগের উদ্দেশে ক্ষিপ্ত বে লগ্নড় তাহাতে
শৃগাল নষ্ট হইল। পণ্ডিতেরা তাহাই কহিয়াছেন অতঃপ্ত
উৎকট যে পাপ ও পুণ্য তদ্বারা ইহা লোকেতেই তিন দিনেতে
কিছু তিন পক্ষেতে কিছু তিন মাসেতে কিছু তিন বৎসরেতে
ফল ভোগ হয় অতএব আমি বালি খান্য আর খাদকের যে
পুণ্য সে আপদের কারণ। লঘুপতন নামে কাক পুনর্ব্বার কহিল
তুমি আমাকর্তৃক ভুক্ত হইলেও আমার তৃপ্তজনক আহার
হইবা না চিত্রগুণের ন্যায় নিষ্কাপ তুমি বাঁচিলেই আমি
বাঁচি। এবং উত্তম লোকেরদিগের সাধু স্বভাবত্বহিতক পুণ্যা
তির্য্যগোনিরদের ও বিশ্বাস দেখা গিয়াছে যেমন তোমার ও
চিত্রগুণের। আর সাধুলোক ভ্রুত হইলেও তাহার মন বি
কারকে পায় না যেমন ঘাসের অগ্নিতে সমুদ্রের জল ডগ্ন করিতে
পারে না। হিরণ্যক বলিতেছে তুমি চপল চপলের সহিত
পুণ্য কোন পুকারে কর্তব্য নয় পণ্ডিতেরা ইহা কহিয়াছেন মা
জার ও মহিষ ও মেঘ ও কাক ও কাপুরুষ ইহারা বিশ্বাসেতে
পুড়ু হয় এইহেতুক এ সকলেতে বিশ্বাস ভাল নহে আর কি
কহিব তুমি আমারদিগের শত্রুর পক্ষ। পণ্ডিতেরা ইহা কহি
য়াছেন সঙ্গি হেতুক স্বয়ং আলিঙ্গিত দুষ্ট বিপক্ষে সহিত সঙ্গি

করিবে না যেহেতুক অতিবড় উচ্চ যে জল সেও আপন নির্বাণ করে আর দুই লোক বিদ্যাতে ভূষিত হইলেও তাহাকে ভাগ করিবেক । কেননা মণিতে ভূষিত যে সর্প সে কি ভয়দায়ক হয় না । এবং যাহা করিবার উপযুক্ত নহে তাহা করা যায় না আর যাহা করিবার যোগ্য তাহা অবশ্য করা যায় অতএব জলে শকট কখনও যায় না এবং স্থলে নৌকা যায় না । অপর বড় উত্তম ধনহেতুক বৈরিতে এবং বিরক্ত ক্রীতে যে লোক বিশ্বাস করে তাহার জীবন সেইপর্য্যন্ত । লঘুপতন বলিতেছে আমি সকল উনিয়াছি তথাপি আমার এই পুতিজ্ঞা তোমার সহিত সখা অবশ্য কর্তব্য যদি মিত্রতা না বর তবে অনাহারে তে আপনাকে নষ্ট করিব । আর তন মৃণ্ময় ঘটের তুল্য দুর্জম লোক সুখেতে ভাঁগা যায় দুঃখেতেও মিলান যায় না সুবর্ণ ঘটের ন্যায় সুজন দুঃখেতে ভাঁগা যায় সুখেতে মিলান যায় । আর সকল তৈজস পাত্রেব দুবদ্ধহেতুক এবং মৃগ ও পক্ষিরদের কোন কারণ হেতুক এবং মূর্খের ভয় ও লোভহেতুক এবং উত্তম লোকের দর্শনহেতুক মিলন হয় আর উত্তম লোকেরা নারিকেলের ফলের তুল্য অন্তর নিষ্ক দেখিতেছি অধম লোকেরা বদরীফলের তুল্য বাহিরেই কোমল অন্তর কঠিন । আর সাধু লোকেরদিগের পুতির বিচ্ছেদ হইলেও গুণ বিকার পায় না যেহেতুক মৃণালের ভঙ্গেতেও সূত্র দুই খণ্ডেতে অবিক্ষিপ্ত থাকে অপর শুচিতা ও দানশীলতা ও শূরত্ব এবং সুখ ও দুঃখেতে সমানতা ও নিপুণতা ও আনুরক্তি ও সত্যতা এই সকল মিত্রের গুণ এই সকল গুণে তে যুক্ত তোমাভিন্ন কোন পুরুষকে আমি পাইব । লঘুপতনের

এই সকল কথা শুনিয়া হিরণ্যক বাহিরে নির্গত হইয়া বলিল
 আমি তোমার অমৃতবাক্যেতে আহ্লাদিত হইলাম । পণ্ডিতে
 রা ইহা কহিয়াছেন পূণ্যবান্ লোকেরদের আকর্ষণ মস্তের
 তুলা সম্যুক্তিতে আদৃত পুণ্ডিতকরণক যে সঙ্কল্পের বচন সে অন্তঃ
 করণে যেমন সুখদায়ক হয় তেমন ঘর্ম্মার্থকে অতিশীতল জল
 করণক স্নান ও মুক্তামালা ও পুতোক অঙ্কেতে দত্ত চন্দন সুখ
 দেয় না এবং নির্জনেতে অভেদরূপে ব্যবহার করা আর যাত্রা
 আর নিষ্ঠুরতা আর মনের চাঞ্চল্য আর ক্রোধ আর মিথ্যাবাক্য
 আর দ্যাতকীড়া এই সকল মিত্রের ঘোষ এই বচনের অনুসারে
 তে একও দূষণ তোমাতে দেখি না যেহেতুক কথার দ্বারা পটুতা
 ও সত্যবাদিতা জানা যায় আর চাঞ্চল্য অচাঞ্চল্য পুতাক্ষেতে
 বুঝা যায় । অপর কোমল অথচ নির্মল চিত্ত যাহারদিগের তা
 হারদের মিত্রতা এক পুকার হয় আর খলতাতে দুষ্ট চিত্ত যাহার
 মের তাহারদের কথা অন্য পুকার হয় দুর্ভাষারদিগের মনে এক
 পুকার বাক্যেতে আর পুকার কর্ম্ম অন্য পুকার মহাভারদের
 অন্তঃকরণে যাহা বাক্যেতে তাহা ক্রিয়াতেও তাহাই । তোমার
 অভিমতই হউক হিরণ্যক ইহা কহিয়া মিত্রতা করিয়া খাদ্য সাম
 গ্ৰীদ্বারা লঘুপতনকে সন্তোষ করিয়া গর্ভে পুবিষ্ট হইল কাকও
 আপন স্থানে গেল । সেই অবধি ঐ দুইর পরস্পর আহারদানে
 তে ও মজল পুশুতে ও আলাপেতে কাল যাইতেছে । এক দিবস
 লঘুপতন হিরণ্যককে কহিল এ স্থানে আহার লাভ বড় দুঃখেতে
 হয় অতএব এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর যাইতে ইচ্ছা
 করি হিরণ্যক বলিতেছে মিত্র কোথা যাইব সেই পুকার পণ্ডি
 তেরা কহিয়াছেন বুদ্ধিমান লোক এক পাদেতে যাইরে এক পাদে

তে থাকিবে অপর স্থান না দেখিয়া পূর্বস্থান ত্যাগ করিবে না ।
কাক কহিতেছে বিলম্বন নির্ণীত স্থান আছে । হিরণ্যক বলিল
সে কি কাক কহিল ।

দণ্ডকবনেতে কর্ণূরগৌর নামে এক সরোবর আছে তাহাতে
আমার অনেক কালের পিয় মিত্র ধার্মিক মন্থরনামা কচ্ছপ বাস
করে যেহেতুক পরের উপদেশে সকল লোকের পাণ্ডিত্য হয় কিন্তু
ধর্ম্মেতে অনুষ্ঠান কোন মহাশয়ার হয় অতএব সে উত্তম ভোজন
দ্বারা আমাকে সম্বর্দ্ধনা করিবেক । হিরণ্যকও কহিল তবে আমি
এখানে থাকিয়া কি করিব । যেহেতুক যে দেশে সম্মান নাই ও
বৃত্তি নাই ও বাস্তুব নাই ও বিদ্যা নাই সে দেশ পরিত্যাগ করি
বেক এবং লোকের গমনাগমন ও ভয় ও লজ্জা ও নিপুণতা ও
দানশীলতা এই পাঁচ যে দেশে নাই সে দেশে বাস করিবে না ।
অপর হে সখা সে স্থানে বাস করা নহে যেখানে ঋণদাতা আর
চিকিৎসক আর ব্রাহ্মণ আর সজ্জন নদী এই চারি নাই অতএব
আমাকেও সেখানে লহ । অনন্তর কাক সেই মিত্রের সহিত
নানাপ্রকার আলাপ করিতে সুখেতে সেই সরোবরের নিকট
গেল । পরে মন্থর দূরহইতে দেখিয়া লঘুপতনের উচিত আ
তিথ্য করিয়া মূষিকের আতিথ্য করিল । যেহেতুক বালক কিম্বা
বৃদ্ধ কিম্বা যুবা যদি ঘরে আইসে তবে তাহার সম্মান করিবেক
কেমনা সকল বর্ণের অতিথি গুরু ও দ্বিজাতির অগ্নি গুরু সকল
বর্ণের ব্রাহ্মণ গুরু স্ত্রীলোকেরদিগের ভর্তাই গুরু সকল বর্ণের
অতিথি গুরু আর উত্তম জাতিরও গৃহে যদি অধম জাতি আইসে
তবে তাহারও সম্মান করিবেক যেহেতুক অতিথি সর্বদেবতা

স্বরূপ। বায়স কহিল হে মিত্র মম্বর ইহার পূজা বিশেষরূপে করহ যেহেতুক ইনি পুণ্যবানেরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও দয়ার সমুদ্র হিরণ্যক নামা মুষিকরাজ ইহার গুণের স্তব সর্পেরদিগের রাজা অনন্ত দুই হাজার ভিক্রান্তেও যদি কদাচিত্ কহিতে পারে ইহা কহিয়া চিত্রগুবীরের বৃত্তান্ত কহিলেন। মম্বর আদরে হিরণ্যককে সম্মান করিয়া কহিলেন তোমার মঙ্গল আর আপনকার নির্জন বনে আসিবার কারণ কহিতে যোগ্য হও। হিরণ্যক বলিল শুন কারণ আছে বলিতেছি।

চন্দ্রকানামে নগরীতে সন্ন্যাসিরা বাস করে সেইখানে চূড়াকর্ণ নামে সন্ন্যাসী থাকে সে ভোজনাবশিষ্ট ভিক্রান্তের সহিত ভিক্ষা পাত্র নাগদন্তুকেতে রাখিয়া শয়ন করে আমি লাফিয়া সেই অন্ত পুতিদিন খাই পরে তাহার পুিয় মিত্র বীণাকর্ণনামা সন্ন্যাসী এক দিবস আইল তাহার সহিত কথা পুসঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া আমার জ্ঞানের নিমিত্তে জর্জর বংশখণ্ডদ্বারা ভূমি তাড়ন করিতে ছিল তখন বীণাকর্ণ কহিল হে মিত্র কি আমার কথাতে বিরক্ত কেননা ভূমি অন্যমনা হইতেছ চূড়াকর্ণ কহিল সখা আমি বিরক্ত নই কিন্তু দেখ এই উন্মূর আমার অপকারী লাফিয়া সদা পাত্র হিত ভিক্ষান খায় বীণাকর্ণ নাগদন্তুক দেখিয়া কহিল কি পুকারে অল্প বলবান্ মুষিক এত দূরে লাফিয়া উঠে অতএব ইহাতে কোনহ কারণ থাকিবে। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন যুবতী স্ত্রী বৃদ্ধ পণ্ডিতকে অকস্মাৎ নির্ভর আলিঙ্গন করিয়া চুল ধরিয়া চুষ্মন করিল ইহাতে কারণ থাকিবে। চূড়াকর্ণ জিজ্ঞাসা করিতে ছে এ কি পুকার। বীণাকর্ণ কহিতেছে।

গৌড়দেশে কৌশাঙ্গী নামে এক নগরী আছে তাহাতে চন্দন

দাস নামে বড় ধনী এক বণিক বাস করে সেই বণিক বৃদ্ধাবস্থাতে
 ধনমত্ততাহেতুক কামপীড়িত হইয়া নীলাবতী নামে বণিকপুত্রী
 কে বিবাহ করিল সে নীলাবতী কন্দর্পের জয়পতাকার ন্যায়
 যৌবনবিশিষ্টা হইল সে বৃদ্ধ স্বামী তাহার সন্তোষের নিমিত্তে
 হইল না। যেহেতুক হিমাক্ত লোকেরদিগের চান্দ্র কিরণেতে
 যেমন মন তুষ্ট হয় না এবং স্মার্ত্ত লোকেরদিগের সূর্য্য কি
 রণেতে যেমন মন তুষ্ট হয় না তেমনি বৃদ্ধ পতিতে যুবতী জ্বর
 নো মন সন্তুষ্ট হয় না। আর পুরুষের মাংসাদি লুলিত যে
 গিলে কামের বিষয় কি যেহেতুক অনামনা স্ত্রী সে পুরুষকে ঔষ
 ধের তুল্য জানে। সেই বৃদ্ধ স্বামী তাহাতে অত্যন্ত অনুরাগী
 হইল যেহেতুক পুণিরদের ধনাশা এবং জীবিতাশা সর্বদা
 সর্বাঙ্গেক্রিয়া বড় হয় বৃদ্ধের যুবতী ভার্য্যা পুণহইতেও বড় হয়
 অপর বৃদ্ধ লোক বিষয়োপভোগ করিতে পারে না ও তাগ করি
 তেও পারে না যেমন দত্তরহিত কুকুর জিহ্বাতে করিয়া অস্থি
 কেবল আস্থাদন করে। অনন্তর সেই নীলাবতী যৌবন মদেতে
 কুলাচার অতিক্রমণ করিয়া কোন বণিকপুত্রের সহিত অনুরাগি
 নী হইল। যেহেতুক কর্তৃত্ব এবং পিতৃগৃহে বাস এবং যাত্রোৎ
 সবে গমন এবং অনেক পুরুষের সন্নিধিতে বাস এবং বিদেশে
 বাস এবং ভুট্টা স্ত্রীর সহিত বাস এবং আপন বৃত্তির বারবার
 ক্ষতি এবং পতির বার্কক্য আর পতির দৈর্ঘ্য আর পতির পুবাস এই
 সকল স্ত্রীজনের নাশের কারণ। অপর মাদক দ্রব্যের পান ও মূর্জন
 মৎসর্গ ও পতিবিরহ ও যথেষ্ট গমন ও দ্বন্দ্ব ও অন্যগৃহে বাস
 এই ছয় স্ত্রীরদিগের দূষণ। আর নির্জন স্থান থাকে না এবং
 অবকাশ কাল থাকে না এবং পুণ্যার্থকর্ত্তা মনুষ্য থাকে না হে

নারদ সে নিম্নিত্তে জীরদিগের সতীত্ব হয়। অপর জীরদের
 অপিয় কেউ নাই পিয়ও কেউ নাই যেমন গর সকল বনেতে
 নুতন ঘাস প্রার্থনা করে সেই রূপ নুতন পুরুষকে প্রার্থনা করে
 অপর ভাই কিম্বা পুত্রকে সুন্দর দেখিয়া জীরদিগের যোনি ক্লদ
 যুক্ত হয় হে নারদ এ বাক্য সত্য। এবম্ জী হৃত কলসের
 তুল্য পুরুষ তপ্তাকারের তুল্য এই হেতুক বিদ্র লোক হৃত ও আ
 গুন একত্র রাখিবে না। নারীরদের সতীত্ব হওনের কারণ লজ্জা
 নয় বিনীতত্ব নয় কর্ম্মনৈপুণ্য নয় ভীকৃত্য নয় কিন্তু কেবল প্রা
 র্থনার অভাবই কারণ। অপর বাল্যাবস্থাতে পিতা রক্ষা করে
 যৌবনাবস্থাতে ভর্তা রক্ষা করে বৃদ্ধাবস্থাতে পুত্রেরা রক্ষা করে যে
 হেতুক জী কর্তৃক কখন অর্হে না। এক দিবস রত্নময়
 ঋচিত পর্যাঙ্কে সেই বনিকপুত্রের সহিত পিয়ালাপেতে সুখোপ
 বিষ্ট সেই নীলাবতী অকস্মাৎ উপস্থিত ঐ পতিকে দেখিয়া হটাৎ
 উচিয়া কেশেতে আকর্ষণ করিয়া নির্ভর আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন
 করিল সেই অবসরে উপপতি পলাইল। অতএব পণ্ডিতেরা
 কহিয়াছেন শুক্রাচার্য্য যে শাস্ত্র জানেন ও বৃহস্পতি যে শাস্ত্র জা
 নেন সেই শাস্ত্র জী বুদ্ধিতে স্বভাবপুষ্কলই গুণিষ্ঠিত হয়। সে
 রূপ আলিঙ্গন দেখিয়া নিকটবর্তিনী কুটিনী চিত্তা করিল অক
 স্মাৎ এ ইহাকে আলিঙ্গন করিল অনন্তর সেই কুটিনী তৎকারণ
 জানিয়া নীলাবতীকে গোপনে দণ্ড করিল। অতএব আমি বলি
 যুবতি জী বৃদ্ধ পতিকে অকস্মাৎ নির্ভর আশ্লেষ করিয়া কেশে
 ধরিয়া চুম্বন করিল ইহাতে কারণ থাকিবেক। মূষিক গর্ভ
 দেখিয়া বলেতে উপবিষ্ট হইয়াছে অতএব ইহাতে কোনহ
 কারণ থাকিবেক। কিঞ্চিৎ কাল চিত্তা করিয়া পরিব্রাজক কহিল

ইহাতে কারণ পুত্র ধন হইবে। যেহেতুক লোকেতে সর্বত্র
 সর্বদা সকল ধনবান্ লোকেই বলবান্ কেননা রাজারদেরও
 পুত্রস্ব ধন মূলই হয় তাহার পর সে সম্রাসী শস্তা নইয়া বিবর
 খুঁড়িয়া আমার চিরকালসঞ্চিত ধন নইল সেই অবধি আপন
 শক্তিতে হীন ও উৎসাহরহিত হইয়া কাতরে মন্দং গমন করত
 আপন আহার অর্জন করিতে অক্ষম হইলাম ইহা চূড়াকর্ণ দেখিল
 অনন্তর সে কহিল লোক ধনেতে বলবান্ হয় ধনহইতে পণ্ডিত
 হয় এই পাণ্ডিত্য মূষিককে দেখে এখন আপন জাতিতুল্যতাকে
 পাইল। আর ধনেতে রহিত অল্পবুদ্ধি পুরুষের সমস্ত ক্রিয়া নষ্ট
 হয় যেমন গীষ্ম কালে কুৎসিত নদী সকল জলরহিত হইয়া নষ্ট
 হয়। - অপর যাহার ধন আছে তাহার সকল লোক মিত্র যাহার
 ধন আছে তাহার সকল লোক বান্ধব যাহার ধন আছে লোকে
 তে সেই পুরুষ যাহার ধন আছে সেই পণ্ডিত। আর পুত্ররহিতের
 এবং উত্তম মিত্ররহিতের ঘর শূন্য ও মূর্খের সকল দিক শূন্য
 দারিদ্র্য সর্ব শূন্য। অপর যে ইন্দ্রিয় অন্যথা করা যায় না সেই
 ইন্দ্রিয় যে নাম অন্যথা করা যায় না সেই নাম যে বুদ্ধির পুতিঘাত
 করা যায় না সেই বুদ্ধি যে বাক্যের পুতিঘাত করা যায় না সেই
 বাক্য যে লোক ধনের মত্ততাতে রহিত সেই পুরুষ আর সকল যে
 তুচ্ছ একি আশ্চর্য। এই সকল শুনিয়া আমি আলোচনা করিলাম
 আমার এখানে অবস্থান উচিত নয় সৎপুতি অন্য ব্যক্তিকে যে এই
 বৃত্তান্ত কহা সেও অনুপযুক্ত যেহেতুক ধননাশ ও মনস্তাপ ও গৃ
 হের মন্দ চরিত্র ও পরকর্তৃক বঞ্চনা ও অগম্যন এই সকল বুদ্ধিমান
 লোক প্রকাশ করিবে না। তাহা পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন পরমায়ু
 আর ধন আর গৃহস্থিদ্ভু আর মজ্জা আর মৈথুন আর ঔষধ আর

স্তপস্যা আর দান আর অপমান এই নয় যত্নে গোপন করিবেক ।
 লগিতকর্তৃক তাহা উক্ত হইয়াছে দৈব অভ্যন্ত বিমুখ হইলে
 আর পুরুষসাধ্য ক্রিয়া ব্যর্থ হইলে দরিদ্রের বন ব্যতিরেক কো
 থা সুখ অর্থাৎ অরণ্য মধ্যে বাস করা উপযুক্ত । অপর চন্দ্রি
 লোক মরে তথাপি কৃপণতাকে পায় না যেমন অগ্নি নির্বাপিতাকে
 পায় তথাপি স্নিগ্ধতাকে পায় না । এবং মনসি লোকের পুঙ্খ
 স্তবকের ন্যায় দুই বৃষ্টি সকলের মাথাতে থাকে অথবা বনেতে
 বিশীর্ণ হয় । এই স্থানেতেই যে যাক্রান্তে পুণ ধারণ সে অ
 তান্ত নিন্দিত যেহেতুক ধনহীন লোকের অগ্নিতে পুণ সমর্পণ
 করাও ভাল উপচারহীন কৃপণ লোকের পুর্ধনা ভাল নয় । এবং
 দরিদ্রতাহেতুক লজ্জা পায় পুণ্ড্রলজ্জ লোক বলহইতে ভুট্ট হয়
 বলরহিত লোক পরাতুত হয় পরাভবহইতে অজ্ঞান হয় অজ্ঞা
 নি জন শোক পায় পুণ্ড্রশোক লোক বুদ্ধিহইতে ভুট্ট হয় বুদ্ধি
 ভুট্ট লোক নষ্ট হয় অতএব দেখ কি আশ্চর্য্য দারিদ্র্য সকল বিপ
 তির আশ্রয় । অপর বরং মৌনবৃত্ত করিবেক মিথ্যা বাক্য কহি
 বে না পুরুষের নপুংসকতাও ভাল পর স্ত্রী গমন ভাল নহে পুণ
 ত্যাগও ভাল খল বাক্যেতে আসক্তি ভাল নহে ভিক্ষা করিয়া ভো
 জনও ভাল পর ধনের আশ্বাদনসুখ ভাল নহে গৃহ শূন্যও ভাল
 শ্রেষ্ঠ দুষ্ট বৃষভ ভাল নহে বেশ্যা পত্নীও ভাল বিনয়রহিতা স্ত্রী
 ভাল নহে বনেতেও বাস ভাল অন্যায়ি রাজার নগরে বাস ভাল
 নহে পুণ ত্যাগও ভাল অধর্মের সমীপে গমন ভাল নহে । আর
 যেমন সেবা সমস্ত মান হরণ করে আর যেমন জ্যোৎস্না অন্ধকার
 হরে যেমন বৃদ্ধাবস্থা শরীরের কান্তি হরে আর যেমন বিষ্ণুর ও
 শিবের কথা পাপ হরে এমনি বাণ্ণ্য শত গুণ হরণ করে । ইহা

চিন্তা করিয়া আমি আপনাকে কি পরিশিষ্টে পোষণ করিব ও হে
 সেও কষ্ট দ্বিতীয় যমদ্বার যেহেতুক পল্লবগুহি পাণ্ডিত্য এবং
 বেতন দিয়া স্ত্রীসংসর্গ এবং পরাধীন ভোজন এই তিন লোকের
 বিড়ম্বন । অপর রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ও চিরকালপুর্বাসী ও পরাম
 ভোক্তা ও পরগৃহশয়িতা ইহাদের যে বাঁচন সেই মরণ যে
 মরণ সেই ইহাদের বিরাম ইহা নিবেচনা করিয়াও লোভপুঙ্ক্ত
 পুনর্ব্বারও ধন সংগৃহ করিবার নিমিত্তে জ্ঞান করিলাম । পণ্ডি
 তেরা তাহা কহিয়াছেন লোভেতে বুদ্ধি চঞ্চলা হয় লোভ তৃষ্ণা
 কে জন্মায় তৃষ্ণাপীড়িত মনুষ্য ইহলোকে ও পরলোকে দুঃখ
 পায় । অনন্তর মন্দং গমন করত আমি সেই বোণাকর্ণকর্তৃক জর্জর
 বংশশৃংখলার তাড়িত হইয়া ভাবনা করিলাম লোভী ও অপরি
 তুষ্ট লোক অবশ্য আত্মঘাতী হয় তাহা কহিয়াছেন যাহার
 মন পরিতুষ্ট তাহার সকলি সম্মতি যেমন জুতাতে আবৃত পা যা
 হার তাহার সর্ব্বত্রই চর্মেতে আবৃত কিন্তু পৃথিবী চর্মেতে আবৃত
 নহে । অপর পরিতোষরূপ অমৃতে তৃপ্ত অথচ শাস্তাস্তরূপ লো
 কেরদের যে সুখ সে সুখ ইতস্ততো ধাবন করে যে ধনলোভিরা
 তাহারদের কোথা অর্থাৎ সে সুখ তাহারদের হয় না । আর সে
 অধ্যয়ন করিয়াছে সে শুবণ করিয়াছে সে সকল করিয়াছে যে
 লোক আশীকে পশ্চাৎ করিয়া নৈরাশ্যাবলম্ব্য করে । এবং
 সে লোকের জীবন ধন্য যৎকর্তৃক ধনিদ্বার সেনিহ না হয় ও
 বিরহদুঃখ দৃষ্ট না হয় ও নপুংসক বাক্য কথিত না হয় যেহে
 তুক ধনতৃষ্ণাতে লুকের শত যোজনও দূর নয় সমুদ্রের ইস্তিস্তি
 ধনেতেও আদর নাই সেইহেতুক এখানে আপন দশার উপযুক্ত

কর্ম করাই মঙ্গল। পাণ্ডিত্যে ইহা কহিয়াছেন সম্প্রসারে পুণির
 স্বর্গ কি এই পুণ্যেতে উত্তর পুণি সকলে দয়া। সুখ কি এই পুণ্যে
 তে উত্তর সর্গদা অরোগিতা। সুখ কি এই পুণ্যে উত্তর সম্ভাব পা
 ণ্ডিত্য কি এই পুণ্যে উত্তর সদনদ্বিবেচনা। বিজ্ঞেরা তাহা কহি
 য়াছেন বিপদশাতেও যে সদনদ্বিবেচনা সেই পাণ্ডিত্য সদনদ্বিবে
 চনারহিতের পদে বিপত্তি। আর কুলের নিমিত্তে এক জনকে
 ত্যাগ করিবেক গ্রামের নিমিত্ত কুলকে ত্যাগ করিবেক দেশের নি
 মিত্তে গ্রাম ত্যাগ করিবেক আপনার নিমিত্তে পৃথিবী ত্যাগ
 করিবেক। অপর অনায়াসপূর্ণ জলই বা ভয়ের পর স্বাদু
 অন্নই বা নিশ্চয় বিচার করিয়া দেখিতেছি সেই সুখ সাহায্যে
 নির্বাহ। এই পরামর্শ করিয়া আমি নির্জম বনে আইলাম যেহে
 তুই ব্যাঘ্র ও বৃহৎ হস্তিসেবিত অরণ্যও ভাল বৃক্ষ আশ্রয় ভাল
 পল্লব ফল ও জল আহারও ভাল তৃণশয্যাও ভাল বৃক্ষের বাকল
 পরিধানও ভাল বাকল লোকের মধ্যে ধনরহিতের জীবন ভাল
 নহে। তদনন্তরও আমার পুণ্যবলহেতুক এই মিত্রকর্তৃক পুণি
 তে আমি অনুগৃহীত হইয়াছি ইদানী পুণ্যবলের পুণ্যশেতুক
 তোমার আশ্রয় স্বর্গই আমার পুণ্য হইল যেহেতুক সম্প্রসার
 রূপ বিষবৃক্ষের রসাল ফল দুটি কাব্যরূপ অমৃত রসের আশ্বাসন
 এক আর সুজনের সহিত মিলন এক। মস্তুর কহিল ধন পায়ের
 খুলার ন্যায় আর যৌবন পর্বতনদীর বেগের ন্যায় আর জল
 বিন্দু যেমন চঞ্চল এমনি অস্থির পরমায়ু আর জীবন ফেণার ন্যায়
 ইহা জানিয়া যে মন্দবুদ্ধি স্বর্গের অর্গলের উদ্ভাটক যে স্বর্গ তাহা
 না করে সে লোক পশ্চাৎ বৃদ্ধাবস্থা পুণ্য হইলে তাপিত হই
 য়া শোকরূপ অধিতে দগ্ধ হয়। তুমি অত্যন্ত সফল করিয়াছিল।

তাহার এই দোষ ষ্টন জনাশয় মধ্যস্থিত জনের বহুনেতেই যেমন জন অধিক হয় এমনি অর্জিত ধনের দানেতেই ধনের রক্ষা হয় । অপর কৃপণ লোক মৃত্তিকাতে যে নীচে ধন গোতে সে আগেতেই নীচ স্থানে যাইবার নিমিত্তে পথ করে অপর আত্মীয় দুখ নিরোধ করত যে লোক ধনোর্জন ইচ্ছা করে সে পরের নিমিত্তে তারবাহকের নায় কেবল দুগ্ধের ভাজন এবং দান ও সন্তোষ রহিত ধনেতে যদি লোক ধনবান হয় তবে সেই ধনেতে আমরাও ধনবান হই । অপর উপভোগরহিত বৃহৎকৃপণের ধন পর ধনের তুল্য ইহার এ ধন এই সম্বন্ধমাত্র আর ধন নষ্ট হইলে দুগ্ধেতে আপনি নষ্ট হয় । পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন পুণ্য ব্যাক্যসহিত দান ও অহঙ্কারহিত জ্ঞান ও ক্রমায়ুক্ত শূরভা ও দান মিত্তক ধন সৎসারে এই চারি দুর্লভ । বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন সর্বদা সঞ্চয় করিবেক কিন্তু অত্যন্ত সঞ্চয় করিবেক না দেখ অতি লক্ষ্যী শূণ্য ধনুতে নষ্ট হইল । সেই কাক ও মূখিক বলিল এ কি পুকার । মন্তুর কহিতেছে ।

কল্যাণচটক নামে গাংমে তৈরব নামে ব্যাধ থাকে সে এক দিবস মৃগ আন্বেষণ করত বিস্ফাটখী গেল । অনন্তর এক মৃগকে নষ্ট করিয়া লইয়া যাইতেছিল ইতোমধ্যে এক ভয়ানকশরীর বরাহকে দেখিল পরে সেই ব্যাধ হরিণকে ভূমিতে রাখিয়া শরতে ঐ শূকরকে মারিল শূকরও সোরতর গর্জন করিয়া ব্যাধের অণুকোষে মারিল ব্যাধ ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া মরিল । যেহেতুক জল কিম্বা অগ্নি কিম্বা বিষ কিম্বা শত্রু কিম্বা ক্ষুধা কিম্বা রোগ কিম্বা পর্বতহইতে পতন ইত্যাদি যৎকিঞ্চিৎ

নিমিত্ত পাইয়া জীব পুণ্যভাগ করে । অনন্তর বরাহ ও ব্যাধের পা আছড়ানেতে এক সর্পও মরিল । তাহার পর দীর্ঘরাক নামে শূণাল আহারের নিমিত্তে ভ্রমণ করত মৃত সেই মৃগ ও ব্যাধ ও সর্প ও বরাহকে দেখিল এবং চিন্তা করিল কি আশ্চর্য্য আজি বড় খাদ্য দ্রব্য আমার উপস্থিত হইল কিম্বা পুণিরদের দুঃখ চিন্তিত না হইলেও যেমন আইসে তেমনি সুখও মানি ইহাতে দৈবই অতিরিক্ত হন তাহা হউক সম্মুতি ইহারদের মাংসেতে আমার তিন মাস সুখেতে যাইবে আরও কহিল মনুষ্য এক মাস যাইবে মৃগ ও শূকর দুই মাস যাইবে সর্প এক দিন যাইবে অদ্য ধনুর ছিল। ভক্ষণ করিব অনন্তর পুণ্যম ক্রপাতে এই আশ্বাদন রহিত ধনুস্থিত স্নায়ুর ছিল। খাই ইহা কহিয়া তাহা করিল । পরে স্নায়ুর বন্ধন ছিঁড়লে ধনু হৃদয়ে লাগিয়া সে দীর্ঘরাক পঞ্চত্ব পাইল ।

অতএব আমি বনি সঞ্চয় অবশ্য করিবেক কিন্তু অতিশয় সঞ্চয় করিবেক না । তাহা কহিয়াছেন মৃত ব্যক্তির স্ত্রীতে ও ধনেতে অন্য লোকেরা ক্রীড়া করে অতএব যাহা দেও ও যাহা খাও সেই ধনবানের ধন অপর বিশিষ্ট পাত্রকে যাহা দেও আর পুতিদিনে যাহা ভোজন কর সেই তোমার ধন আমি এই মানি ন তুবা কাহারও ভোগ্য ধন রক্ষা কর যাউক সম্প্রতি অতিক্রান্তের বর্ণনে কি পুয়োজন যেহেতুক জ্ঞানি লোকেরা অপাণ্ড বস্তুকে অভিলাষ করিবেন। নষ্ট বস্তুকে শোক করিতে ইচ্ছা করিবেন। বিপত্তিতেও মুগ্ধ হইবেন না সেইহেতুক হে মিত্র তুমি নিরন্তর উৎসাহী হইবা যেহেতুক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও মূর্খ হয় যে পুরুষ ক্রিয়া করে সেই পণ্ডিত যেমন সূচিন্তিত ঔষধনামমাত্র

অরোগ করে না আর উৎসাহরহিতের শাস্ত্রজ্ঞান অত্যল্পও গুণ করে না অন্ধের হস্তোপরিস্থিতও পুদীপ কি ঘট পটাদি পুকান করে । সেইহেতুক এখানে হে মিত্র অবস্থাবিশেষে শান্তি কর্তব্য তুমি ইহাও অত্যন্ত কষ্ট করিয়া জানিও না যেহেতুক রাজা ও কুলস্বী ও ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রী ও মেঘ ও দত্ত ও চিকর ও মনুষ্য ও নথ এ সকল স্থানচ্যুত হইলে শোভা পায় না ইহা জানিয়া বুদ্ধিমান লোক স্বস্থান পরিত্যাগ করিবে না এ কাপুরুষের বাক্য যেহেতুক সিংহ ও সংপুরুষ ও হস্তী ইহারা স্থান ত্যাগ করিয়া যায় তাহাতেই কাক ও কাপুরুষ ও মৃগ ইহারা মরে । পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন বীরের ও পণ্ডিতের কি স্বদেশ কি বা বিদেশ যে দেশ আশ্রয় করে সেই দেশকেই বাহুবলেতে জয় করে দত্ত ও নথ ও লাঙ্গুল এই সকল অস্ত্র যে সিংহের সে যে বনে যায় তাহাতেই নষ্ট হস্তীশেষ্ঠের রক্তকরণক আপনার পিপাসা মিষ্টি করে । অপর যেমন মধুক সবল কূপকে যায় আর যেমন চন্দ্রমা দি জলপূর্ণ জলাশয়কে যায় এমনি সকল সম্মতি অবশ ইহা উদ্যোগি মনুষ্যকে পায় আর আগত দুঃখকে সেবা করিবেক এবং আগত দুঃখকেও সেবা করিবেক যেহেতুক দুঃখ ও সুখ চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করে । অপর উদ্যোগবিশিষ্ট ও অচিরক্রিয় ও কর্মজাতী ও ব্যসনেতে অসক্ত ও বীর ও কৃতজ্ঞ ও অনেকের মিত্র এতাদৃশ পুরুষকে লক্ষ্যী আপনি বাস করিবার কারণ পান । বিশেষে শূর পুরুষ ধনব্যতিরেকেও অনেক সম্মানেতে উন্নত পায় কূপন লোক ধনবান ইহা ও পরাভব পায় ইহাতে দৃষ্টান্ত স্বভাবেতে জাত অথচ গুণসমূহেতে পুষ্ট যে সিংহস্বকি কান্তি ইহা কি কুকুর স্বর্ণমালা ধারণ করিয়াও পায় । এবং ধন

স্বস্ত্যপুযুক্ত যে অহংকার সে কি গতবিভব হইয়াও বিবাদকে পায়
 অর্থাৎ বিষয় হইবে না। কেননা মনুষ্যেরদিগের পড়া ও উঠা হস্ত
 দ্বিত গাঁড়ুর ন্যায়। এবং মেঘচ্ছায়া ও খেলের পুম ও নূতন
 শস্য ও স্ত্রী ও যৌবন ও ধন এ সকল কিঞ্চিৎ কাল উপভোগের বি
 শয়। অপর ধনের নিমিত্তে অত্যন্ত চেষ্টা করিবে না। যেহেতুক
 বিধাতাই তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন কেননা গভর্নাইতে জীব জমি
 লেই মাতা দুই স্তনের দুগ্ধ করে এবং হে মিত্র যিনি হং
 সকে শুক্ল করিয়াছেন আর শুকপক্ষিকে হরিৎবর্ণ করিয়াছেন
 আর ময়ূরকে যিনি চিত্রিত করিয়াছেন তিনি তোমার বৃত্তি বি
 ধান করিবেন। আর হে মিত্র উত্তম লোকেরদের রহস্য শুন
 অর্থেপার্জনে দুঃখ জন্মায় আর নষ্টেতে তাপ জন্মায় আর সন্ম
 তিতে মোহ জন্মায় তবে অর্থ কি পুকারে সুখদায়ক হয় অপর
 ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তে যাহার ধনচেষ্টা তাহার নিশ্চেষ্টতা তাহ
 যেহেতুক কদম্বের পুঙ্কালনহইতে দূরে থাকিয়া স্পর্শ না করা
 ভাল। যেহেতুক যেমন পক্ষিরা আকাশে আমিয় ভোজন করে
 আর ব্যাঘ্রেরা পৃথিবীতে আর কুস্তীরেরা জলেতে ভোজন করে
 তেমনি স্বর্গত্বেই লোক ধনবান। অপর রাজ্যহইতে এবং জল
 হইতে এবং অগ্নিহইতে এবং চৌরহইতে এবং গনহইতেও
 ধনিরদের সর্বদা ভয় যেমন যমহইতে পুণিরদের সর্বদা ভয়
 এবং দুঃখসমূহ সৎসারে ইহার পর দুঃখ কি যাহাতে ইচ্ছা
 নুরপ সম্ভূতি হয় না আর যাহাতে ইচ্ছাও নিবৃত্তি হয় না। হে
 ভ্রাতঃ আর শুন ধন অতিদুর্লভ ধন পাইলে কষ্টেতে রক্ষা হয়
 আর পাপধনের নাশ মৃত্যুতুলা সে হেতুক ধন চিন্তা করিবে না
 ধন বিষয়ে তৃপ্তা পরিত্যাগ করিলে কে দরিদ্র কে ধনী যদি তু

ক্ষার স্থান দেয় তবে দাস্য মাথার উপর থাকে। অপর বিষয়কে যত বাঞ্ছা করে ততই বাঞ্ছা পূরিত হয় বিষয়পুঞ্জ হইলেই তা হাইহিতে বাঞ্ছানিবৃত্তি আর আমার অনেক পরিশ্রমে কি পু যোগ্যন আমারি সহিত এখানে কাল যাপন কর যেহেতুক উত্তম লোকেরদিগের পুতি মরণ পর্য্যন্ত থাকে আর কোন অত্যন্ত কালে নয় হয় আর পরিত্যাগ সঙ্গরহিত হয়। ইহা শুনিয়া নম্বুপতনক কহিতেছে মহুর তুমি অন্য তুমি পুশংসিতত্ববিশিষ্ট যেহেতুক উত্তম লোকেরদের উত্তম লোকই বিগতায়োগ্য ইহাতে দৃষ্টান্ত পরপতিত হস্তির হস্তীই উদ্ধারকর্তা। পৃথিবীতে মনুষ্যজাতির মধ্যে কেবল সেই পুতিষ্ঠিত সেই মহৎ সেই সংপূরক যে অন্য যাহার নিকটে মাচকেরা এবং শরণাপন্ন লোকেরা নিরাশ হইয়া বিমুখ হইয়া না যায়।

অনন্তর তাহার এই পুকারে আগন্ত ইচ্ছাতে আহার বিহার করত সমুদ্র হইয়া সুখেতে বাস করে পরে এক দিবস চিত্রাঙ্গনামা মৃগ কোন ব্যক্তিকর্তৃক ভীত হইয়া সেখানে আসিয়া মিলিল পরে আগন্ত মৃগকে দেখিয়া ভয় সম্ভাবনা করিয়া মহুর জলে পুরিষ্ট হইল আর উন্মুর গর্ভমধ্যে গেল আর কাকও উড়িয়া বৃক্ষে আরো হুণ করিল তাহার পর নম্বুপতনক অতিদূর পর্য্যন্ত দেখিয়া ভয়ের কারণ কিছুই আইসে না ইহা আলোচনা করিল পশ্চাৎ কাকের বাক্যেতে সকলে পূনর্ব্বার আনিয়া সেই স্থানে মিলিয়া বসিল মহুর কহিল হে মৃগ সুখেতে আইলা ইহা জিজ্ঞানিয়া কহিল আপন ইচ্ছাতে জলতৃণাদি আহার করহ এ স্থানে অবস্থান করিয়া এই বনকে সম্বাসিক করহ চিত্রাঙ্গ বলিতেছে আমি ব্যাধকর্তৃক জাসিত হইয়াছি আগন্তকারদের শরণাগত হইলাম আপনকারদিগের

সহিত সখা ইচ্ছা করিতেছি। হিরণ্যক বলিল হে মিত্র তুমি আমারদিগের সহিত অনেক কষ্টেতে মিলিয়াছ যেহেতুক মিত্র চারি পুকার হয় তাহা কহিয়াছেন ঔরস অর্থাৎ পুত্রাদি আর কৃতসম্বন্ধ অর্থাৎ যাহার সহিত মিত্রতা করা যায় আর পুরুষানুক্রমে মিত্র আর বাসনহইতে রক্ষিত এইহেতুক আপনি এখানে আপন গৃহের ন্যায় থাকুন তাহা শুনিয়া হিরণ্যক আহ্লাদিত হইয়া আপন ইচ্ছাতে আহাৰ করিয়া জলপান করিয়া জল সন্নিধিতে বৃক্ষছায়াতে বসিল অনন্তর মন্থর কহিল হে মিত্র মূগ এই নির্জন ঘনে কাহাকর্তৃক তুমি ভীত হইয়াছ এ বনে কখন কি ব্যাধ আইসে। মূগ কহিল।

কলিঙ্গদেশে রুক্মাঙ্গদ নামে ভূপাল আছেন তিনি দিগ্বিজয় করিতে আসিয়া চন্দ্রভাগা নদীর তীরে কটক সংগৃহ করিয়া বাস করিতেছেন প্রাতঃকালে তিনি আসিয়া কর্পূর সরোবর নিকটে থাকিবেন ইহা ব্যাধের মুখেতে কিম্বদন্তী শুনিতেছি সেই হেতুক এখানেতেও ভয়ের কারণ ইহা বিবেচনা করিয়া যাহা কর্তব্য হয় তাহা কর। ইহা শুনিয়া রুক্ম প ভীত হইয়া কহিল অন্য পুরুষদিগে যাই কারক এমন হিরণ্যক কহিল এই ইউকপারে হিরণ্যক হাসিয়া বলিল অন্য হুদে গেলে মন্থরের মন্ত্রল কিছু স্থলে যাইবার কি উপায় যেহেতুক জল জন্তুর জল বড় বল দুর্গবাসির দুর্গ বড় বল ব্যাঘ্রাদির স্থান বড় বল রাজার মন্ত্রী বড় বল সখা লঘুপতনক এই পরামর্শেতে সেই পুকার হইবে যেমন বণিকপুত্র আপন জীর কুচকোরক রাজপুত্রকর্তৃক মর্দিত আপনি দেখিয়া দুঃখী হইল তেমনি তুমি হইবা। তাহার বলিল এ কি পুকার! হিরণ্যক কহিতেছে।

কান্যকুব্জ দেশে বীরপুর নাম নগরে বীরসেন নামা এক রাজা
 থাকেন তিনি তরুণবল নামে রাজপুত্রকে সর্বাধারু করিলেন সে
 রাজপুত্র মহাধনী ও সুবী। এক দিবস আপন শহর ভ্রমণ ক
 রত অত্যন্ত যুবতী লাবণ্যবতী নামে বনিকপুত্রবধূকে দেখিলেন।
 অনন্তর আপন অটালিকাতে গিয়া কান্যকুলচিত্ত হইয়া তাহার
 নিমিত্তে দূতী পাঠাইলেন। যেহেতুক তাবৎপর্য্যন্ত সৎপথ থাকে
 আর তাবৎপর্য্যন্ত পুরুষ ইন্দ্রিয়েরদের পুড়ু হন আর তাবৎপ
 র্য্যন্ত লজ্জা থাকে আর তাবৎপর্য্যন্ত বিনয় আনন্দন করে যাবৎ
 পর্য্যন্ত সুন্দরী নারীরদিগের দৃষ্টিরূপ অব্যর্থ বাণ পুরুষের হৃদয়ে
 না পড়ে অন্যৎ বাণ কদাচিত্ বার্থও হয় এ বাণ কখন বার্থ হয়
 না আর অন্যৎ বাণ বংশনির্ম্মিত ধনুতে আকৃষ্ট হইয়া ক্রিষ্ট
 হয় এ শর জরূপ ধনুতে আকৃষ্ট হইয়া ক্রিষ্ট হয় আর অন্যৎ
 তীর কর্ণপর্য্যন্ত গিয়া মুক্ত হয় এ তীরও কর্ণপর্য্যন্ত গিয়া মুক্ত
 হয় আর অন্যৎ শরের নানাবর্ণ পাখা থাকে এ শরের চক্রুর পা
 তাই নীলবর্ণ পাখা। এবং সে লাবণ্যবতীও তাহার দর্শন রূপ
 অবধি কামশরের পুহারে জর্জরিতাত্ত্বকরণ হইয়া তদৈকচিত্তা
 হইল। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন নারীরদিগের অপিয় কেহ
 নাই পিয়ও কেহ নাই যেমন গরু কানমেতে নুতনৎ ঘাস সর্ব্ব
 দা অভিনায় করে এইরূপ স্ত্রীলোক নুতনৎ পুরুষ সর্ব্বদা বাঞ্ছা
 করে। অনন্তর লাবণ্যবতী দূতীর বাক্য শুনিয়া কহিল আমি
 পতিব্রতা কি পুকারে এই ভর্তার ত্যাগরূপ পাপ কর্ম্মে পুত্ৰতা
 হইব। যেহেতুক যে স্ত্রী গৃহব্যাপারে নিপুণা সেই পত্নী যে স্ত্রী
 পুত্রবতী সেই পত্নী যে স্ত্রী পতির পিয়া সেই পত্নী যে স্ত্রী

নাথী সেই পত্নী যাহাকে স্বামী তুষ্ট না হয় তাহাকে ভার্য্যাই বলি না স্বামী যাহাকে তুষ্ট হয় তাহার সকল দেবতাই সম্ভুক্ত ভর্তা। যে জীর স্বভাব ও ধর্ম্মের পুশংসা করে সেই উত্তমা যেহেতুক অগ্নি নিকটে পুশংস্যাৎ ভর্তাই জীরক্ক এইহেতুক আমার পুণনাথ যাহাং আজ্ঞা করেন তাহাই বিবেচনা না করিয়া করি। দূতী কহিল এ কথা অতিসত্য লাবণ্যবতী কহিল এ বাক্য নিশ্চয় সত্য। অনন্তর দূতী যাইয়া সেই সকল তুরঙ্গবলের সম্মুখে নিবেদন করিল তাহা শুনিয়া তুরঙ্গবল বলিল ভর্তা আনিয়া সমর্পণ করিবে ইহা কি রূপে হইবে। কুদনী কহিল উপায় করুন তাহা বিজেরা কহিয়াছেন যেহেতুক উপায়েতে যাহা করিতে শক হয় তাহা বলেতে করিতে সমর্থ হয় না। কেননা কদম পথে গমন করত শৃগালকর্তৃক হস্তা নষ্ট হইল। রাজপুত্র জিজ্ঞাসিল এ কি পুকার। কুদনী কহিতেছে।

বৃক্ষারণ্যেতে কপূরতিলক নামে এক হাতী থাকে তাহাকে দেখিয়া সকল শৃগালেরা চিন্তা করিল যদি এ কোন উপায়েতে মরে তবে ইহার শরীরে আমারদের চারি মাসের ভোজন হয় তাহাতে এক বৃদ্ধ জম্বুক পুতিজ্ঞা করিল যে আমি বুদ্ধিপূতাবেতে ইহার মরণ সাধিব। পরে সে বৃদ্ধ কপূরতিলকের নিকটে গিয়া অকীদ্ব পুণাম করিয়া কহিল হে মহারাজ দৃষ্টি পুসাদ করুন হস্তা বলিতেছে কে তুমি কোথাহইতে আইনা সে কহিল আমি শৃগাল সমস্ত বনবাসী পশুরা মিলিয়া আপনার নিকট পাঠাইয়া ছেন যে রাজা বাতিরেকে বাস করা অনুপযুক্ত এইহেতুক বন রাজ্যেতে অভিষেক করিবার নিমিত্তে সকল রাজলক্ষণেতে যুক্ত আপনাকে নিরূপণ করিয়াছে। যেহেতুক কুলাচারাদিতে অতি

পবিত্র এবং বলবান এবং ধর্ম্মিষ্ঠ এবং জানী সে ব্যক্তি পৃথিবীতে রাজার উপযুক্ত। আর দেখ পুণ্ড্র রাজাকে আশ্রয় করিবেক পশ্চাৎ ভাষ্যাকে লভিবেক অনন্তর ধনার্জন করিবেক কেননা এই পৃথিবীতে রাজা না থাকিলে কোথা ভাষ্যা কোথা ধন। অপর মেঘ যেমন বৃষ্টিদ্বারা সকল পুষ্টির জীবনোপায় এমনি রাজা সকল জীবের আশ্রয় মেঘ না থাকিলেও জীব সকল বাঁচে রাজা না থাকিলে বাঁচে না। অপর রাজদণ্ডেতেই লোক পায় আপনং উপযুক্ত কর্ম্ম করে কেননা এই পরাধীন সংসারে সচ্চরিত্র লোক দুর্লভ। ভর্তা যদি কৃশও হন বিদ্যা অজহীনও হন বিদ্যা, কৃশও হন বিদ্যা নির্ধনও হন তথাপি দণ্ডভয়েতে কুলস্ত্রী তাহাতে উপগতা হন এইহেতুক যে পুকারে লগ্নসময় না যায় সে পুকার করি যা মহারাজ শীঘ্র আসুন ইহা কহিয়া উঠিয়া চলিল। তৎপর রাজ্যলোভেতে লুন্ড হইয়া এই কপূরতিলক নামে গজ শৃগালের পথে ধাইতে বৃহৎপক্ষে পতিত হইল অনন্তর হস্তী কহিল হে বঙ্ক শৃগাল এখন কি কর্তব্য আমি পাঁকে পড়িয়া মরি ফিরিয়া দেখ শৃগাল হাস্য করিয়া কহিল হে মহারাজ আমার লাকুল আলম্বন করিয়া উঠ যেহেতুক আমার তুল্য লোকের কথাতে বিশ্বাস করি যাছ সেইহেতুক অরক্ষিত দুঃখ অনুভব কর। পণ্ডিতকর্তৃক তাহা উক্ত হইয়াছে যদি সাধু লোকেরদের সঙ্গেতে আসক্ত হইবাং তবে সঙ্কন সমূহে পড়িবাং। অনন্তর মহাপক্ষে পতিত হস্তী জম্বুককর্তৃক ভক্ষিত হইল। এই নিমিত্তে আমি বলি উপায়েতে যে করা যায় তাহা পরাক্রমে করা যায় না।

তাহার পর কুটীর উপদেশেতে সে রাজপুত্র চারুদত্ত নামা

বনিকপুত্রকে ভৃত্য করিল অনন্তর রাজপুত্র তাহাকে সকল বিশ্বাস কার্যোতে নিযুক্ত করিলেন । এক দিবস সেই রাজপুত্র স্বর্ণ ও রত্নেতে নিৰ্ম্মিত অভরণ ধারণ করিয়া স্নান করিতে উপস্থিত হইয়া কহিলেন আজি অবধি এক মাসপর্য্যন্ত আমি গৌরীবৃত্ত করিব সেইহেতুক পুতিরাজিতে এক কুলীনা যুবতী স্ত্রীকে আনিয়া দেও সে স্ত্রীর আমি যথোপযুক্ত বিধানে পূজা করিব । তাহার পর সে চারুদত্ত সেই পুকার এক নবযুবতীকে আনিয়া সমর্পণ করে পশ্চাৎ লুকায়িত হইয়া ইনি কি করেন ইহা নিরূপণ করে সে তুরঙ্গবল সে যুবতীকে স্নান করিয়া দূরহইতে বস্ত্র ও অলঙ্কার ও গন্ধদ্রব্য ও চন্দনকরণক পূজা করিয়া রক্তককে দিয়া পাঠাইয়া দেন । অনন্তর বনিকপুত্র তাহা দেখিয়া বিশ্বাস করিয়া ধনলোভেজ্ঞে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া আপন জায়া নীলাবতীকে আনিয়া সমর্পণ করিল । সেই তুরঙ্গবল অন্তঃকরণের পিয়া সে নাবণ্যবতীকে জানিয়া শীঘ্র উঠিয়া নির্ভর আলিঙ্গন করিয়া পুফুল্লনোচন হইয়া তাহার সহিত পালঙ্গেতে বিলাস করিল তাহা দেখিয়া কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্যোতে অবিবেচক বনিকপুত্র চিত্রলিখিত পুস্তলিকার পায় স্থির হইয়া অতিবড় বিষম হইলেন অতএব আমি বলি বনিকপুত্র আপন বধুর কুচ রাজপুত্রকর্তৃক মর্দিত দেখিয়া দুঃখী হইল তেমনি তুমি হইবা । মহুর সে হিতবাক্য অবজ্ঞা করিয়া বড় ভয়েতে মুগ্ধ হইয়া সে জনাশয় ত্যাগ করিয়া চলিল সে হিরণ্যক ও লঘুপতনক ও চিত্রাঙ্ক সুহৃদপুঙ্ক অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া মহুরের পশ্চাৎ গেল তাহার পর হলে যাইতেছিল যে মহুর সে অরণ্যেতে ভ্রমণ করত কোন বসধকর্তৃক পাপ্ত হইল তাহাকে পাইয়া ধরিয়া উঠাইল। ধনু

তে বাহিয়া ভ্রমণ করত শ্রমপূরিত ক্ষুধা ও পিপাসাতে ব্যাকুল হইয়া আপন গৃহের আভিমুখে চলিল। অনন্তর মৃগ ও কাক ও উন্দুক বহু বিষণ্ণ হইয়া পশ্চাৎ গেল। তৎপর হিরণ্যক বিলাপ করিতে লাগিল সমুদ্রের পারে যাওয়া যেমন অসাধ্য এমনি এক দুঃখের শেষ না পাইতে আমার দ্বিতীয় দুঃখ উপস্থিত হয় কেননা ছিদ্র উপস্থিত হইলে অমঙ্গল অনেক হয় স্বাভাবিক যে মিত্র সে ভাগ্যোতেই মিলে যেহেতুক সে অকৃত্রিম মিত্র তা বিপৎ কালেতেও যায় না স্বাভাবিক মিত্রেতে লোকের যত পুতায় হয় তত পুতায় মাতাতে হয় না এবং স্ত্রীতে হয় না এবং সহোদরে হয় না এবং আপনাতেও হয় না। ইহা বারম্বার চিন্তা করিয়া কহিল দুর্দৈব কি আশ্চর্য্য যেহেতুক স্বকীয় কৰ্ম্মবশপূরিত কালায়রেতে হয় যে ভদ্রাভদ্র জন্মান্তরে তাহার ন্যায় স্বকর্ম্মের বশপূরিত অবস্থান্তর ইহা লোকেতেই মৎকর্তৃক দৃষ্ট হইল শরীর আসক্ত মৃত্যু অর্থাৎ শরীর গৃহণ করিলে অবশ্য মৃত্যু হয় আর সম্ভবিত্বই বিপত্তির স্থান অর্থাৎ সম্ভব হইলে অবশ্য বিপত্তি হয় আর ধনাদির সমাগমই অপগম অর্থাৎ ধন সঞ্চিত হইলেই অবশ্য নষ্ট হয় এই পুকারে যাবৎ জন্য বস্তু সকল নশ্বর। পুনর্বার বিবেচনা করিয়া বলিল শোক ও শত্রুভয় হইতে রক্ষাকর্ত্তা এবং পুত্রির বিধানপাত্র রত্নস্বরূপ মিত্র এই অক্ষর দুটি কাহারকর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। অপর যে মিত্র চক্ষুর্দ্বয়ের পুত্রিরূপ রসের স্থান ও চিত্তের আনন্দজনক ও সুখ দুঃখের পাত্র সে মিত্র দুর্লভ অন্য যে ধনাকাঙ্ক্ষী মিত্র সে সম্ভবিত্বকালে সর্ব্বত্রই মিলে তাহারদিগের যথার্থ বৃক্ষিবার নিমিত্তে বিপত্তিই কট্টিপাথর স্বরূপ। এপুকারে অনেক রোদন করিয়া হিরণ্যক চিজাঙ্গ ও লঘুপ

তনককে বলিল যাবৎপর্যন্ত এই ব্যাধ বনহইতে নির্গত না হয় সে পর্য্যন্ত মন্থরকে ছাড়াইতে যত্ন কর তাহার। দুই জন বলিল শীঘ্র পরামর্শ কর। হিরণ্যক বলিতেছে চিত্রাঙ্গ জল সন্নিধিতে গিয়া আপনাকে মৃতের ন্যায় দেখাউন বায়স তাহার উপরে থাকিয়া চোটে করিয়া আঁচড়াউক তবে নিশ্চয় এই ব্যাধ সে স্থানে কচ্ছপকে রাখিয়া মৃগ মাংসের নিমিত্তে ভ্রূতে যাইবে তাহার পর আমি মন্থরের বন্ধন ছেদন করিব ব্যাধ নিকটে আইলে তোমরা দু জনে পলাইবা। অনন্তর চিত্রাঙ্গ ও লঘুপতনক ভ্রূতে গিয়া সেইরূপ করিলে পর সেই লুপ্তক শান্ত হইয়া জল পান করিয়া বৃক্ষের মূলে বসিয়া সেইরূপ মৃগকে দেখিল। অনন্তর কাতান লইয়া পুফুল্লচিত্ত হইয়া মৃগের নিকটে চলিল ইতো মধ্যে হিরণ্যক আসিয়া মন্থরের বন্ধন ছেদন করিল সে কচ্ছপ শীঘ্র জলাশয়ে পুবেশ করিল ঐ হরিণ সেই ব্যাধকে নিকটে আসিতে দেখিয়া উঠিয়া পলাইল। লুপ্তক ফিরিয়া যখন গাছের তলাতে আইল তখন কুম্মকে না দেখিয়া ভাবনা করিল। ভদ্ভাভদ্র বিবেচনা না করিয়া কন্ম করি যে আমি সে আমার এ উপযুক্তই বটে যেহেতুক যে লোক নিশ্চিত বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত বিষয় চেষ্টা করে তাহার নিশ্চিত বিষয় নষ্ট হয় অনিশ্চিত বিষয়ও নষ্ট হইয়াছে অনন্তর ঐ ব্যাধ বাস স্থানে গেল। অতএব দুর্গম বনকেও মিত্র করিবেক দেখ ব্যাধকর্তৃক বন্ধ কন্ম শ্রেষ্ঠ মুষিককর্তৃক মোচিত হইল। মন্থরপুত্র সকলে বিগদ্বস্তীর্ণ হইয়া আপন স্থানে যাইয়া সুখেতে থাকিল।

পরে রাজকুমারেরা আহ্লাদ চিত্তেতে সে সমস্ত শুনিলেন তাঁহারা সকলে সুখী হইলেন সেইহেতুক আমাদের অভিনবিত

সম্মুখ হইল। বিষ্ণুশর্মা বলিলেন এই পুসঙ্কেতে তোমাদের
 বাঞ্ছিত সিদ্ধি হইল অন্যও এই হউক। হে সাধু লোকেরা তো
 মরা মিত্রকে পাও আর জন সকলেরা সম্মতিকে পাউক আর রাজা
 সকল অনবরত স্বকীয় ধর্ম্যে থাকিয়া পৃথিবীকে পুতিপালন ক
 রুন আর নবোঢ়া নায়িকা যেমন পুরুষের মনের সন্তোষের নি
 মিত্তে হয় এমনি নীতিবিদ্যা সৎপুরুষের চিত্তের পরিতোষের নি
 মিত্তে হউক। আর ভগবান শিব লোক সকলের মঙ্গল করুন।

ইতি মিত্রলাভ কথা সমাপ্ত।

অথ সুহৃদ্ভেদঃ ।

অনন্তর রাজনন্দনেরা বলিলেন হে গুরো আমরা মিত্রলাভ শুনি
লাম সন্মুতি সুহৃদ্ভেদ শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি বিষ্মশ্রুত্যা বলি
লেন তোমরা সুহৃদ্ভেদ শুন যাহার পুংখম শ্লোকের অর্থ এই আর
ণ্যেতে লোভী অথচ খল শৃগালকর্তৃক সিংহ ও বলীবদ্দের বর্জন
শীল অতিশয় পেম নাশিত হইল । রাজকুমারেরা কহিলেন
এ কি পুরাকার বিষ্মশ্রুত্যা বলিতেছেন ।

দক্ষিণা পথে সুবর্ণবতী এক নগরী থাকে তাহাতে বর্তমান
নামে এক বনিক বাস করে তাহার অনেক বিভব থাকিতেও অন্য
বান্ধবেরদিগকে ঐশ্বর্য্যবান্ দেখিয়া পুনর্বার ধন বাড়ান কর্তব্য
এই বুদ্ধি হইল যেহেতুক আপন অপেক্ষা ক্ষুদ্র লোককে দেখত
কাহার মহত্ত্ব না বাড়ে আর আপন অপেক্ষা বড় লোককে দে
খত সকল লোকেই দরিদ্র হয় । অপর যাহার অনেক ধন থাকে
সে লোক ব্রহ্মঘ্ন হইলেও পূজনীয় হয় চন্দ্রের তুল্য বংশ হই
লেও দরিদ্র লোক অপমানিত হয় । অপর যুবতী স্ত্রী যেমন বৃদ্ধ
পতিকের গৃহণ করিতে বাঞ্ছা করে না এমনি অব্যবসায়ী ও অলস
ও দৈবপর ও সাহসরহিত পুরুষকে সন্মুতি নংগুহ করিতে অভি
লাষ করে না । আর আলস্য ও স্ত্রীসেবা ও রুগ্নতা ও জন্মস্থানের
স্নেহ ও পরিভোষ ও অতিশয় ভয় এই ছয় মহত্ত্বের পুতিবন্ধক ।

যেহেতুক যে মনুষ্য অত্যন্ত সঙ্গতিতে আপনাকে স্বচ্ছ করিয়া
 মানে ইহাতে আমি এই বুঝি যে বিধাতা আপনাকে কৃতকৃত্য
 জানিয়া তাহার সঙ্গতি আর বাড়ান না । অপর উৎসাহরহিত
 ও আনন্দরহিত ও পরাক্রমরহিত ও শত্রুপক্ষের আত্মদমনক এ
 তাদৃশ পুরুষকে কোনই নারী না জম্মাউক । বিজ্ঞকর্তৃক তাহা ক
 থিত আছে অপাপ্ত যে ধন তাহা পাইবার চেষ্টা করিবেক পাপ্ত
 যে ধন তাহা চোরাদিহইতে রক্ষা করিবেক রক্ষিত যে ধন তাহা
 কে নানা পুকারে বাড়াইবেক বর্জিত যে ধন তাহা সৎকর্মেতে ব্যয়
 করিবেক । ধনসম্বন্ধে অপাপ্ত ধন পাইবার নিমিত্তে চেষ্টা করে
 যে লোক তাহার ধনের পুাপ্তি হয় লব্ধ নিধিরও রক্ষা না করিলে
 আপনি তাহার নাশ হয় । আর মনী যেমন অত্যন্ত ব্যয় হই
 লে কালেতে ক্ষয় পায় এইরূপ অবর্জিত অর্থ অত্যন্ত ব্যয় হই
 লেও কালেতে নাশ পায় । যে অর্থ ভুজ্যমান না হয় সে নিম্ন
 যোজনই তাহা কথিত আছে যে না দেয় ও না খায় তাহার ধনে
 কি পুয়োজন যে বৈরিকে দমন না করে তাহার পরাক্রমে কি পু
 যোজন যে পুণ্যানুষ্ঠান না করে তাহার অধ্যয়নে কি পুয়োজন যে
 জিতেন্দিয় না হয় তাহার শরীরে কি পুয়োজন । যেহেতুক জল
 বিম্ব পত্তনেতে যেমন ক্রমেতে ঘট পরিপূর্ণ হয় এইরূপ সকল
 বিদ্যা ও ধর্ম ও ধনের ক্রমেতে বৃদ্ধি হয় । দান ও ভোগ ব্যতি
 রেক যাহার দিবস সকল যায় সে কাম্যারের ভদ্রার ন্যায় শ্বাস থা
 কিতেও জীবিত নয় । এই চিন্তা করিয়া নন্দক সঞ্জীবক নাম দুই
 বলীবর্দকে শকটে যোজনা করিয়া নানা পুকার দ্ব্যবোধে শকট
 পরিপূর্ণ করিয়া বাণিজ্য করিতে কাশ্মীর দেশে গেল । অপর কা

মির নাশ এবং বল্লীকের সঞ্চয় দেখিয়া দান এবং পাঠ এবং
 বাণিজ্যাদি কর্ম্মেতে দিন নিরর্থক করিবে না। যেহেতুক বলবানের
 ভার কি ব্যবসায়ির দূর কি গুণবানের বিদেশ কি পুণ্যভায়ির পর
 কি। অনন্তর সুদুর্গনামে মহারণ্যে গমন করত তাহার সঞ্জীবক
 ভগ্নপদ হইয়া পড়িল তাহাকে দেখিয়া বর্জমান চিত্ত করিল নী
 তিভক্ত লোক ইতস্ততো ব্যবসায় করুক কিন্তু ইহার ফল পুনঃ তা
 হাই হয় যাহা বিধাতার মনে থাকে কিন্তু সকল কর্ম্মের বিপ্লব যে
 বিষয় ইহা সর্ব্ব পুকারে ত্যাজ্য সেইহেতুক বিষয়কে পরিত্যাগ
 করিয়া সাধ্য কর্ম্মেতে সিদ্ধি বিধান কর। ইহা ভাবনা করিয়া সঞ্জী
 বককে সেইস্থানে পরিত্যাগ করিয়া বর্জমান পুনঃ আর আপনি
 ধম্মপুরনাম নগরে গিয়া বৃহৎ শরীর এক অন্য বলীবর্দকে আনিয়া
 ভার যোজনা করিয়া চলিল। অনন্তর সঞ্জীবকও কোন পুকারে
 তিন খুরেতে ভর করিয়া উঠিল যেহেতুক অগাধ জলেতে মগ্ন ও
 পর্যন্তহইতে পতিত ও তরঙ্গকর্তৃক দৃষ্ট ইহারদের মর্ম্মকে পর
 মায়ু রক্ষা করে। শত শরেতে বিদ্ধ হইলেও পুণী অকালে
 মরে না কুশাগেতে দৃষ্ট হইলেও কালপুষ্প হইলে বাঁচে না অন্ত
 রঙ্গকর্তৃক অরক্ষিত ব্যক্তিও দৈবরক্ষিত হইলে থাকে অন্তরঙ্গকর্তৃ
 ক সুন্দররূপে রক্ষিত ব্যক্তিও দৈবহত হইলে নষ্ট হয় কাননেতে
 ত্যক্ত অনাথ ব্যক্তিও বাঁচে গৃহেতে যত্ন করিলেও বাঁচে না। অ
 নন্তর এক দিন গেলে পরে সঞ্জীবক আপন ইচ্ছাতে আহাৰ বি
 হার করিয়া অরণ্যে ভ্রমণ করত হুটপুটাজ হইয়া নাদ করিল।
 সেই বনেতে পিজল নামে এক সিংহ আপন বাহুবলোপাঙ্কিত
 রাজ্য সুখানুভব করত বাস করে। সে কথা পণ্ডিতেরদিগের ক
 র্তৃক কথিত আছে মূগেরা সিংহের অভিযেক করে না সঙ্ক

রও করে না কিন্তু আপনি পরাক্রমার্জিত রাজ্যের মূর্গেশ্বর হয়। সেই সিংহ এক দিবস তৃষ্ণার্ত হইয়া পানীয় পান করিবার নিমিত্তে যমুনার তীরে গেল সেই সিংহ ঐ স্থানে মেঘগর্জনের ন্যায় সঞ্জীবকের শব্দ শুনিল তাহা শুনিয়া জল পান না করিয়া সভয় হইয়া ফিরিয়া আপন স্থানে আসিয়া এ কি ইহা আলোচনা করত চুপ করিয়া থাকিল। ইহার মন্ত্রিপুত্র করটক দমনক দুই শ' গাল সিংহকে সেই পুকার দেখিল। তাহাকে সেই পুকার দেখিয়া দমনক করটককে বলিল হে মিত্র করটক এই জল পানার্থী রাজা কেন জল পান না করিয়া ভীত হইয়া আস্তে অবস্থান করিতেছেন। করটক বলিতেছে সখে দমনক আমার মতে ইহার সেবাই করা যায় না যদি তাহা হয় তবে এ স্বামীর চেষ্টা নিরুপণে আমারদের কি পুয়োক্তন যেহেতুক ঐ রাজাকর্তৃক অপরাধ ব্যতিরেকে আমার অবজ্ঞাত আর বহুদিন বড় দুঃখ পাইয়াছি। আরও দেখে ভূত্যেরা সেবার দ্বারা ধনেচ্ছা করত যে করে তাহা দেখে শরীরের যে স্বাভাব্য তাহাও মূর্খকর্তৃক হারিত হয় অপর পরাশ্রিত লোক শীত ও বাতাস ও রৌদ্রেতে যে ক্লেশ সহ্য করে বুদ্ধিমান লোক তাহার একাংশেতেও তপস্যা করিয়া সুখী হয়। অপর পরের অনধীন যে জীবিকা এই জগতের সাফল্য তাহার পরাধীনতাকে পাইয়াছে তাহারা যদি বাঁচে তবে কে মরিয়াছে। এবং আইস যাও পড় উঠ মৌনাবলম্বন কর এই পুকার আশীর্বাদ গুহেতে গুপ্ত যাচকেরদের সহিত ধনবানেরা ক্রীড়া করে। আর বেশ্যা যেমন ধন পাইবার নিমিত্তে বেশ করিয়া আপন শরীরকে পরের উপকারক করে এমনি মৃত লোক ধনলাভের নিমিত্তে বেশ করিয়া আপন শরীরকে পরের উপকারক করে আর অপ

বিক্রেতেও পড়ে স্বভাবত চঞ্চল যে স্বামির দৃষ্টি সে দৃষ্টিকেও ভু-
 তোরী বড় করিয়া মানে। অপর সেবা ধর্ম অত্যন্ত দুজ্জের্য যো-
 গিরদেরও অবোধ্য কেননা যদি মৌনেতে থাকে তবে তাহাকে
 মূর্থ বলে যদি বাকপটু হয় তবে তাহাকে পাগল বলে কিম্বা ব-
 হুভাষী বলে যদি ক্রমা থাকে তবে তাহাকে ভীরু বলে যদি কিছু
 সহ্য না করে তবে তাহাকে গুয় অনভিজাত বলে যদি সমীপে
 বৈলে তবে তাহাকে ধুষ্ট বলে যদি দূরেতে থাকে তবে তাহাকে
 মদু বলে বিশেষে বড় হইবার নিমিত্তে নক্ত হয় জীবনের নিমি-
 ত্তে পুণ পরিভ্যাগ করে সুখের নিমিত্তে দুঃখী হয় অতএব চাক-
 রহইতে অন্য মূর্থ আর কে। দমনক রজিতেছে হে মিত্র কোন
 পুকারে মনেতেও ইহা কর্তব্য নয় যেহেতুক যাহারা তুষ্ট হই-
 লে অল্প কালেতেই মনকামনা পূর্ণ করে এমন যে ধনি লোক তা-
 হারা কেন যত্নেতে সেবা নয়। আরও দেখ সেনারহিতের চাম-
 রেতে উদ্ধৃত সন্নদ কোথা আর উদগু ও শ্বেতচ্ছত্র ও অশ্ব ও গজ
 ও সেনা কোথা। করটক বলিতেছে তথাপি আমারদের এ ব্যা-
 পারে কি পুয়োজন যে নিমিত্তে এ ব্যাপারেতে ব্যাপার সর্ব পুকা-
 রে ভ্যাজ্য দেখ যে লোক অব্যাপারেতে ব্যাপার করিতে বাঞ্ছা
 করে সে কীলোৎপাটি বানরের ন্যায় নষ্ট হইয়া ভূমিতে শয়ন
 করে। দমনক জিজ্ঞাসিতেছে এ কি পুকার করটক কহি-
 তেছে।

মগধ দেশে ধর্ম্মারণ্যের নিকটে পৃথিবীতে শুভদত্ত নামে কায়স্থ
 কেলিগৃহ করিবার নিমিত্তে আরম্ভ করিয়াছিল তাহাতে করাত
 দ্বারা বিদ্যার্যামণ এক শুষ্কের কিয়ৎপর্য্যন্ত দুই খণ্ড হইয়াছিল
 ঐ খণ্ডদ্বয়ের মধ্যে সূত্রধার এক কীলক নিধান করিয়া রাখিয়া

ছিল তাহাতে বানরের পাল ক্রীড়া করিতেছিল এক বানর কাল পুরিতের ন্যায় সেই কীলককে দুই হাতে ধরিয়া বসিল সেই কাঠঘরের মধ্যে তাহার দুই অণ্ডকোষ লম্বা হইয়া পড়িয়াছিল। অনন্তর সে স্বভাবত চাপলাহেতুক বড় পুরাসেতে এই কীলক টানিল কীলক আকর্ষণ করিলে পরে দুই অণ্ডকোষ বিদীর্ণ হইয়া পঞ্চতু পাইল। এই জন্মে আমি বলি যে লোক অব্যাপারেতে ব্যাপার করিতে ইচ্ছা করে ইত্যাদি।

দমনক বলিতেছে তথাপি স্বামির চেকী নিরূপণ সেবকের অংশ্য কর্তব্য করটক বলিতেছে সমস্ত কার্য্যেতে নিযুক্ত যে পুখান মন্ত্রী সেই করুক যেহেতুক ভৃত্যেরদের পরাধিকার চর্চ্চা কোন পুকারে কর্তব্য নহে দেখে যে জন পুতু হিতেচ্ছাতে পরাধিকার চর্চ্চা করে সে বিষয় হয় যেমন চীৎকারেতে গদর্ভ ভাঙিত হইয়াছিল। দমনক পুশু করিতেছে ইহা কি পুকার করটক কহিতেছে।

কাশীতে কপূরপটক নামে এক রজক থাকে সে নবশূন্যতা বধূর সহিত রতি করিয়া নির্ভর আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছে তৎপরে তাহার ঘরের দ্বা সৰল চুরি করিবার নিমিত্তে চোর পুবেশ করিয়াছে। তাহার উঠানেতে এক গাধা বাঁধা থাকে এক কুহুরও বসিয়া থাকে। অনন্তর গাধা কুহুরকে বলিল হে মিত্র তোমার এই ব্যাপার তবে কেন তুমি উচ্চৈঃস্বরেতে পুতুকে না জাগাও কুহুর কহিতেছে হে সখা আমার কথের চর্চ্চা তোমার কর্তব্য নয় তুমি ইহা কি জান না যেহেতুতে দিবা রাত্রি তাহার গৃহ রক্ষা করি যেহেতুক চিরকাল নিবৃত্ত এই ব্যক্তি আমার উপযোগিতা জানে না সেইহেতুক এখন আমার অহোরদানেতে অ

নাদর হইয়াছে যেহেতুক বৈকুণ্ঠ দর্শন বাতিরেকে ভূত্যাতে স্বামির মন্দাদর হয় গর্দভ বলিতেছে শুন রে বর্বর কার্য্য কালে যে যাক্কা করে সে কি দাস আর সে মিত্রইবা কি আজ্ঞাপাশ না হইলেও যে জন অন্য কর্তব্য ব্যাপারও করে সেই মিত্র কুন্তুর কহিতেছে কার্য্য কালে যে লোক ভূতোরদিগকে সম্ভাষা করে সে কি পুত্ৰ যেহেতুক আশুতেরদিগের পোষণেতে এবং স্বামি সে বাতে এবং পুণ্যানুষ্ঠানেতে এবং সম্ভান জ্ঞানেতে পুতিনিধি নাই । অনন্তর গাধা ক্রোধ করিয়া কহিল আরে দুর্বুদ্ধি তুই পাপিষ্ঠ যেহেতুক বিপত্তিতে পুত্ৰকার্য্যে উশেকা করিলি ইউক যে পুকারে স্বামী জাগেন তাহা আমার কর্তব্য । যেহেতুক পৃথ্বেতে সূর্য্যকে সেবা করিবেক উদরেতে অগ্নিকে সেবা করিবেক সর্ব্ব পুকারে পুত্ৰকে সেবা করিবেক মায়াবাহিত্যাতে পরলোককে সেবা করিবেক ইহা বলিয়া অতিবড় চীৎকার শব্দ করিল । পরে সে রজক সেই চীৎকার শব্দে জাগুৎ হইয়া নিদ্রা ভঞ্নের ক্রোধেতে উঠিয়া লম্বড়দ্বারা গাধাকে মারিল তাহাতে ঐ গর্দভ পঞ্চতু পাইল ।

এই জনো আমি বলি পরাধিকারচর্চা কর্তব্য নহে ইত্যাদি । দেখ পশুরদের অন্য বিষয় অন্বেষণ করাই অসম্মিযোগ সম্প্রতি স্বনিয়োগের চর্চা কর কিন্তু আজি সে চর্চাতেও গুয়োজন নাই কেননা আমারদের দুই জনের ভুক্তাবশিষ্ট আহার যথেষ্ট আছে । দমনক কোপ করিয়া কহিল তুমি সি কেবল আহারের নিমিত্তেই রাজাকে সেবা কর ইহা তুমি অনুপযুক্ত কহিলা যেহেতুক বন্ধু লোকেরদিগের উপকারের নিমিত্তে আর শত্রুর অপকারের নিমিত্তে রাজার আশ্রয় গণ্ডিতেরা অভিনাব করে কেবল আপন পেটকে

না ভরে যাহার বাঁচাতে বাঞ্ছন ও মিত্র ও বান্ধব বাঁচে তাহারই জীবন সার্থক আপনার নিমিত্তে কে না বাঁচে অপর যে বাঁচিলে অনেক বাঁচে সেই বাঁচুক নতুন। কাকও কি ক্ষুধিত করিয়া আপন উদর পূরণ করে না দেখে কোন মনুষ্য পাঁচ কাহ্নেতে দাসত্ব পায় উপযুক্ত কেহ লক্ষ কার্যপাণেতে দাসত্ব পায় কোন লোক লক্ষ কাহ্নেতে ও লভ্য হয় না অপর সমান যে মনুষ্য জাতি তাহাতে দাসত্ব বড় নিম্নিত তাহাতেও যে পুণ্য নয় সে কি জীবিতের মধ্যে গণনীয়। পণ্ডিতকর্তৃক তাহা কথিত আছে ঘোড়া ও হস্তী ও লোহের এবং কাষ্ঠ ও পুস্ত্র ও বস্ত্রের এবং স্ত্রী ও পুরুষ ও জলের যে অন্তর সে অনেক অন্তর। আর অত্যন্ত ও অতিরিক্ত হয় অত্যন্ত নদী ও মেদ অবশিষ্ট মলিন মাংসসহিত অগ্নিও পাইয়া কুন্তুর সন্তোষ পায় তাহার ক্ষণ নিবৃত্তির নিমিত্তে হয় না সিংহ ক্রোধেতে পুণ্ড্র শূণালকেও ত্যাগ করিয়া হৃদিকে নড় করে সমস্ত পুণ্ড্র কষ্ট পাইলেও আপন উপযুক্ত ফল বাঞ্ছা করে। অপর সেবা ও সেবকের অন্তর দেখে কুন্তুর দ্বাশ পরিমিত অনাদাতার নিকটে লাঙ্গুল লাড়ে আর পানতলে পড়ে তার ভূমিতে পড়িয়া মুখ ও উদরের দর্শন করে উত্তম হস্তী মন্দ্র অবলোকন করে অল্পে ভোজন করে। অপর মনুষ্যকর্তৃক খ্যাত হইয়া বিজ্ঞান ও পরাক্রম ও কীর্তিতে অভিজ্ঞান এক জনও যে বাঁচন পণ্ডিতেরা কাহ্নাকেই জীবিত করিয়াছেন কাকও চিরকাল বাঁচে বলিও ভোজন করে। অপর যে আপনার উপদেশক নয় আর দাসবর্গে দয়া না করে আর দরিদ্র লোকে দয়া না করে আর মিত্রবর্গে দয়া না করে মনুষ্যালোকে তাহার জীবন কি ফল বায়স ও অনেক কাল বাঁচে বলিও ভোজন করে। অপরও বেদোক্ত আচারেতে

গ্রহিত ও অনেক লোককর্তৃক তিরস্কৃত ও উদরভরণমাত্রাভিলাষি ও
 ভদ্রাভদ্রবিবেচনারহিতান্তকরণ যে পুরুষ পণ্ড তাহার আর অন্য
 পণ্ডর ভেদ কি। করটক বলিতেছে আমরা দুই জন অপুখান ভবে
 আনারদের এ বিচারে কি পুয়োজন। দমনক বলিতেছে মজ্জিরা
 কত কালে পুখান্য কিম্বা অপুখান্য পায় মোহেতুক স্বভাবেতেই
 কেহ কাহারও অভিমত হয় না খলও হয় না স্বকীয় চেষ্টিতই
 মনুষ্যকে মহত্ত্ব কিম্বা ক্ষুদ্রত্ব পাওয়ায় আর যেমন পর্বতেতে অ
 তান্ত পুয়াসে পুস্তর উঠায় অত্যল্প কালেতেই নীচেতে ফেলে সেই
 রূপ গুণ ও দোষেতে আস্বা। কূপের শমনকর্ত্তা যেরূপ নীচে
 তে যায় এবং পুচীরকর্ত্তা যাদৃশ উচ্চেতে যায় এইরূপ মনুষ্য
 আপন কর্ম্মদ্বারাই নীচেতে যায় এবং উচ্চেতে যায় সে ভাল স
 কলের আস্বা আপন পুয়াসে আয়ত্ত। করটক বলিতেছে ইহার
 পর তুমি কি বল সে কহিল এই রাজা পিঙ্গলক কি কারণেতে স
 ভয় হইয়া ফিরিয়া বসিয়াছেন। করটক কহিতেছে তুমি কি যা
 খার্থ্য জান দমনক বলিতেছে ইহাতে অজ্ঞাত কি আছে বিজ্ঞ
 কর্তৃক কথিত আছে কথিত বিষয় পণ্ডতেও বুঝে আদেশিত হই
 লে অশ্বেরা ও হস্তিরা বহন করে পণ্ডিত লোক অকথিত হইলেও
 বিতর্ক করে যেহেতুক বুদ্ধি পরের ইঙ্গিতজ্ঞা হয়। আকারদ্বারা
 ও ইঙ্গিতদ্বারা ও গমনদ্বারা ও চেষ্টাদ্বারা ও কথনদ্বারা ও চক্ষু
 আর মুখের বিকারদ্বারা মন অন্তঃকরণস্থ বিষয় জানে। এই ভয়
 পুনর্জন্মে বুদ্ধিপুত্তাবেতে আমি এই রাজাকে আশ্রয় করিব যে
 হেতুক পুত্তাবের তুল্য বাক্য ও সন্তাবের তুল্য পুিয় ও আপন শ
 ক্তিতুল্য ক্রোধ যে জানে সেই পণ্ডিত। করটক বলিতেছে হে
 বন্ধো তুমি সেবানভিজ দেখ যে আহুত না হইলে নিকটে যায়

ও জিজ্ঞাসিত না হইলে অনেক কহে ও আপনাকে রাজার পুত্র ক
 রিয়া জানে সে লোক নির্দোষ । দমনক বলিতেছে হে রিত্র কেন
 আমি সেবানভিজ্ঞ দেখে স্বভাবেতে সুন্দর কিম্বা কুৎসিত কি আছে
 যাহাতে যাহার রূচি সেই তাহার সুন্দর হয় । যেহেতুক যাহার
 যে ভাব সেই ভাবেতে সেই মনুষ্যকে পুবেশ করিয়া বুদ্ধিমান
 লোক স্ববশ করিবে । অপর এখানে কে ইহা জিজ্ঞাসিলে আমি
 অতীত ইহা কহিবেক এবং আজ্ঞা করুন ইহা কহিবেক ও শতাব্দী
 ন্যারে রাজার আদেশলঙ্ঘন করিবে না । এবং অল্লাকাঙ্ক্ষী ও ধৈ
 র্যবান্ বিজ্ঞ লোক ছাত্রার ন্যায় সর্বদা অনুরক্ত থাকিবেক আত্মা
 পুষ্ট হইলে আজ্ঞালঙ্ঘন করিবে না সে লোক রাজ্যস্থানে বাস
 করে । করটক বলিতেছে অসময়েতে পুবেশের কারণেতে পাছে
 রাজা তোমাকে অপমান করেন সে কহিল এ হটক তথাপি স্বামির
 সাক্ষাৎ ভৃত্যের অবশ্য কর্তব্য যেহেতুক দোষের ভয়েতে যে ক
 ঞ্চের আরম্ভ না করা সে কাপুরুষের লক্ষণ হে ভ্রাতঃ অজীর্ণ ভয়েতে
 কে নিকটস্থ ভোজন পরিত্যাগ করে । দেখে নির্গুণ ও অকুলীন ও
 অশিক্ষিত বা নিকটস্থ মনুষ্যকে রাজা অনুগৃহ করেন কেননা পুত্র
 রাজারা ও স্ত্রী লোকেরা ও লতা সকল নিকটে যে বাস করে তা
 হাকে বেষ্টিত করে । করটক বলিতেছে অনন্তর সেখানে গিয়া
 তুমি কি বলিয়া নে কহিল তুমি আশাতে পুত্রে অনুরক্ত কিম্বা বি
 রক্ত ইহা জানিব করটক বলিতেছে সে জ্ঞানের চিহ্ন কি দমনক
 কহিতেছে তুমি নূরহইতে দেখা আর হাস্য আর পুশ্কেতে অশিশ্র
 আদর আর অসাক্ষাৎকারেও গুণের প্রশংসা আর উত্তম দ্ব্য দে
 খিলে মনে করা ও সেবা যে না করে তাহাতেও আনুক্রমিক আর

পুত্র বাক্যের সহিত দান আর দোষেতেও গুণগুহণ অনুরক্তে
 এই সকল চিহ্ন অপর পুত্রাশার কাল যাপন করা আর ফলরহি
 ত বাড়ান বুদ্ধিমান লোক এই সকল দ্রিক্ত রাজার চিহ্ন জানি
 বেক ইহা জানিয়া যে পুকারে ইনি আমার বশীভূত হন তাহা
 করিব যেহেতুক অপায় দর্শনেতে জন্মে যে বিপত্তি এবং উপায়
 দর্শনেতে জন্মে যে মঙ্গল তাহাকে মেধাবি লোকেরা নীতি শাস্ত্র
 দ্বারা অণুতে পুকাশমানের ন্যায় দেখে । করটক বলিতেছে ত
 থাপি পুসঙ্গ উপস্থিত না হইলে কহিতে যোগ্য হইবে না যেহে
 তুক বৃহস্পতিও অপুসঙ্গিক বাক্য কহত নিবুদ্ধিতা এবং বহু
 কালব্যাপক অবমান পান । দমনক বলিতেছে হে সখে ভয় করি
 ও না আমি অপুসঙ্গিক বচন বলিব না যেহেতুক বিপৎ কালেতে
 এবং পথ ভাগ করিয়া যাওনের কালেতে এবং কার্যকালের
 অতিক্রম হইলে জিজ্ঞাসিত না হইলেও হিতৈষি দাসেরা জিজ্ঞাসা
 করিবেক আমি অবশ্য কাল পাইয়াও যদি মঙ্গল্য না বলি তবে
 আমার মন্ত্রিহুই ব্যাহত হয় যেহেতুক যে গুণেতে জীবিকা হয়
 আর যে গুণেতে পৃথিবীতে পণ্ডিতেরা প্রশংসা করে গুণি লোক
 সে গুণ রক্ষা অবশ্য করিবেক এবং বাড়াইবেক এই নিমিত্তে
 হে ভবু আমাকে অনুমতি কর যাত্রা করি । করটক বলিতেছে
 মঙ্গল হউক পথে তোমার মঙ্গল হউক যাহা বাঞ্ছিত তাহা কর।
 তবনন্তর সে বিশ্বম্ভূতপত্রের ন্যায় পিঙ্গলকের সমীপে গেল পরে দু
 রহইতেই আদ্যেতে রাজাকর্তৃক পুবেশিত হইয়া অষ্টাঙ্গ পুণাম
 করিয়া বসিল । রাজা কহিলেন অনেক কালের পর দেখা হইল
 দমনক বলিতেছে যদ্যপি আমাতৃত্যেতে ত্রিযুত মহারাজের পা
 যের কিছু পুয়োজন নাই তথাপি সেবকেরা সময়বিশেষে অবশ্য

সাক্ষাৎ করিবেক এই জন্যে আমি আইলাম । অপর হে মহারাজ
 দন্তের যত্নকারক আর কর্ণের কণ্ঠ্যনকারক ঘাসেতেও রাজার নি-
 গের কার্য হয় তবে অঙ্গ বাধ্য হস্তবিশিষ্ট মনুষ্যেতে যে কার্য
 হয় তাহা কি বলিব যদ্যপি বহুকাল দেবপাদকর্তৃক অবজ্ঞাত আ-
 মার বুদ্ধি নাশের শঙ্কা হয় সে শঙ্কাও কৰ্তব্য নয় যেহেতুক অ-
 বজ্ঞাত হইলেও ধৈর্যাবস্থি লোকের বুদ্ধি নাশ শঙ্কানীর নহে কেন
 না আমি অধঃকৃত হইলেও শিখা কখন অধেতে যায় না । হে ম-
 হারাজ এইহেতুক সর্বপুকারে রাজা বিশেষজ্ঞাতা হইবেন যেহে-
 তুক পায়েতে মণি সূতি ৫ হয় মস্তকেতে কাঁচ খুঁত হয় যে যে পু-
 কার আছে সে সেই পুকারেই থাকে যে কাঁচ সে কাঁচই থাকে
 যে মণি সে মণিই থাকে । অপর যখন বিশেষ জ্ঞানরহিত হইয়া
 সকল প্লাগিতে সমানরূপে বর্তেন তখন সমর্থ শত্রুপক্ষের যুদ্ধা-
 দিতে উদ্যোগ হয় আর উৎসাহ নষ্ট হয় । আর হে মহারাজ
 উত্তম মধ্যম অধম তিন পুকার পুরুষ হয় তিন পুকার কর্ম্মতে
 এই তিন পুকার পুরুষকে নিয়োগ করিবেক যেহেতুক ভূতা আর
 অনাকার উপযুক্ত স্থানেতেই নিয়োগ করিবেক কেননা পায়েতে
 চুড়ামণি পরে না নূপুর মস্তকে পরে না । অপর স্বর্ণালঙ্কারে শ্ৰ-
 চিত করিবার উপযুক্ত মণি যদি সীসকে শ্ৰচিত করে তবে সে মণি
 রোদন করে না শোভাই পায় না কিন্তু যোজনকর্তারই নিন্দাতা
 হয় । আর মুকুটেতে স্থাপিত কাঁচ আর পাদাভরণে স্থাপিত মণি
 ইহাতে মণির দোষ নাই কিন্তু সাধু ব্যক্তির অবিদগ্ধতা । দেখ
 এই ব্যক্তি বুদ্ধিমান অথচ অনুরক্ত এই ব্যক্তি শূর ইহাই ইহে ভাষা
 এইরূপে ভূত্যের উদ্ভূতমু বিবেচনাকর্তা রাজা ভূত্যেতে পরিপূর্ণ

হয়। তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন অথ আর শত্রু আর শত্রু আঁঠু
 বীণা আর বাঁকা আর পুরু আর স্ত্রী ইহারা মনুষ্য বিশেষকে
 পাইয়া যোগ্য এবং অযোগ্য হয়। অপর অশক্ত অনুরক্ত ভৃত্য
 তে কি পুয়োজন অপকারক সমর্থ দাসেতেই বা কি পুয়োজন।
 হে মহারাজ তুমি অশ্রুত সমর্থ আমাকে অবজ্ঞা করিতে তুমি যোগ্য
 হও না। যেহেতুক বিজ্ঞ পরিবার লোক অবজ্ঞাতে নিখুঁদ্বি হয় অ-
 নন্তর সেই দৃষ্টিতে নিকটে পণ্ডিত লোক থাকে না। পণ্ডিতকর্তৃক
 রাজা তাক্ত হইলে নীতি গুণবতী হয় না। নীতি নষ্ট হইলে সমস্ত
 জগৎ বিযথ হয়। এবং রাজানুগৃহীত লোককে দেশস্থ সর্ব জনে
 তেই উপাসনা করে আর রাজাকর্তৃক অবজ্ঞাত যে জন সে সকল
 লোককর্তৃক অবমানিত হয়। আর বালক হইতেও নান্য বাঁকা
 পণ্ডিতেরা গৃহণ করিবের কেননা যে দেশে সূর্য্য নাই সে দেশে
 কি পুরীণের পুকাশ নাই। পিঙ্গলক বলিল উদ্ভূত মননক এ কি
 তুমি আমার পুত্ৰান মন্ত্রির পুত্র এত কালপর্য্যন্ত কোন খেলের বা
 কোতে আইস নাই এখন কি পুকার মানস তাহা বল। মননক
 বলিতেছে হে মহারাজ পুশু করি কিস্থিৎ বলুন জলাখী মহারাজ
 পানীয় পান না করিয়া কেন বিস্ময়াপন্নের ন্যায় রহিয়াছেন।
 পিঙ্গলক কহিল তুমি বিলক্ষণ কহিয়াছ কিন্তু এ রহস্য বলিবার
 নিমিত্তে কোন পুতায়স্থান নাই তথাপি নির্জন করিয়া কহি শুন
 ইদানী এই বন অপূর্ণ পানিতে অধিষ্ঠিত হইয়াছে অতএব আ-
 মারদিগের তাজ্য এই নিমিত্তে বিন্ধরাপা হইয়াছি এবং আ-
 মিও বড় আশ্চর্য্য শব্দ শুনিয়াছি। শব্দানুসারেতে এ পানির বড়
 বল হইবে। মননক বলিতেছে হে মহারাজ এ বড় ভয়ের কারণ
 বটে সে শব্দ আমরাও শুনিয়াছি কিন্তু সে কি মন্ত্রী যে আগে

তেই স্থান ত্যাগ দণ্ডায় যুদ্ধ উপদেশ করে আর এই ক্রিয়ার স
 ক্ষেহেতে দাসেরদের উপযোগিতা জানিবেক যেহেতুক মিত্র ও
 স্ত্রী ও দাসবর্গের আর বুদ্ধির আর বলের আর শরীরের শারদ্ব নি
 পত্তিরূপ কৃষ্টি পাথরেতে লোক জানে । সিংহ বলিতেছে তদু
 আমার বড় শঙ্কা হইতেছে দমনক মনেতে পুনরার কহিল এই
 রূপ না হইলে রাজ্য সুখ পরিভাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবার নি
 মিত্তে আনাকে সম্ভাষ করিতেছ দমনক স্নেহ করিয়া বলিতেছে
 হে মহারাজ যাবৎ পর্যন্ত আমি বাঁচিয়া আছি তাবৎ পর্যন্ত ভয়
 কর্তব্য নয় কিন্তু করটক পুত্তিকেও আশ্বাস করুন যেহেতুক বি
 পদের পুতীকারের সময়ে পুরুষসমূহ পাওয়া দুর্লভ । অনন্তর
 সেই দমনক করটক রাজকর্তৃক সর্বস্বদ্বারা সম্মানিত হইয়া ভয়ের
 পুতীকার করিতে পুতিজ্ঞা করিয়া চলিল । করটক গমন করত
 দমনককে কহিল হে মিত্র ভয়ের কারণ কি পুতীকারের বোণা
 কিয়া পুতীকারের অযোগ্য ইহা না জানিয়া ভয়ের শাস্তি করিতে
 পুতিজ্ঞা করিয়া কি পুকারে এ মহাপুমান গৃহন করিল যেহেতুক
 উপকার না করিয়া কাহারও উপাটোকন লইবে না বিশেষে রা
 জার দেখে যাহার পুসনতাতে সৃদ্ধি হয় এবং পরাক্রমেতে জয়
 হয় এবং ক্রোধেতে মৃত্যু হয় অতএব সেই তেজঃপুঞ্জ তাহাই
 জানি পিত্ত রাজাকে এ মনুষ্য ইহা বলিয়া অবজ্ঞা করিবেক না যে
 হেতুক এ মহতী দেবতা মনুষ্যরূপে থাকে । দমনক হাসিয়া ব
 লিল হে সখে চূপ করিয়া থাক আমি ভয়ের কারণ জানিয়াছি
 আড়িয়া গরুর শব্দ সে বলীবর্দ আমারদের ভরুণীয় সিংহের
 পুনু কি । করটক বলিতেছে যদ্যপি এখন তবে পুতুর ভয় কি
 সেই স্থানেতে কেন ভীতি ধ্বংস করিল না । দমনক বলিতেছে

যদি রাজার ভয় সেইখানেতেই যায় তবে কি পুকার এ মহাপু
সাদ লাভ হয়। এবম্ ভৃত্যকর্তৃক স্বামী কখন নিরপেক্ষ কর্তব্য
নয় পুত্ৰকে নিরপেক্ষ করিয়া ভৃত্য দখিকর্ণের ন্যায় হয়। কর
টক পুশ করিতেছে এ কি রূপ দমনক করিতেছে।

উত্তরাপথে অরুদশিখর নামে পর্বতে মহাপরাক্রমবিশিষ্ট দু
র্দান্ত নামে এক সিংহ থাকে পর্বতের গহ্বরেতে নিদ্রিত তাহার
কেশাগু কোন উদ্ভূর পুতাহ কাটে তদনন্তর কেশাগু ছিন্ন দেখি
য়া ক্রুদ্ধ হইয়া গর্তমধ্যে স্থিত মূষিককে না পাইয়া ভাবনা করিল
যে ক্ষুদ্র শত্রু হয় পরাক্রমেতে ধরা না যায় তাহাকে নষ্ট করিবার
নিমিত্তে তাহার তুল্য সেনা করিবেক এই আলোচনা করিয়া
সেই সিংহ গুপ্তে গিয়া বিশ্বাস করিয়া দখিকর্ণ নামে বিড়ালকে
যত্নেতে আনিয়া মাংস আহার দিয়া আপন কন্দরেতে রাখিল
অনন্তর সেই ভয়েতে মূষিকও বিদরহইতে বাহির হয় না সেই
হেতুক ঐ সিংহ অচ্ছিন্নকেশ হইয়া সুখেতে নিদ্রা যায় যখন
উদ্ভূর শব্দ শুনে তখন মাংস ভোজনদ্বারা সে বিড়ালকে
সম্বর্ধনা করে। তাহারপর এক দিবস সেই মূষিক ক্ষুধার্ত হইয়া
বাহিরে চরত মার্জারকর্তৃক পুষ্ট হইয়া মরিল তদনন্তর সেই
সিংহ অনেক কালপর্যন্ত মূষিককে দেখে না তাহার শব্দও
শুনে না তখন তাহার অনুপযোগিতাহেতুক বিড়ালেরও আহার
দানেতে মন্দাদর হইল পরে অমাহারহেতুক দখিকর্ণ দুর্বল হই
য়া অবসন্ন হইল। এই নিমিত্তে আমি বলি পুত্ৰকে নিরপেক্ষ ক
রিয়া ইত্যাদি।

তৎপরে দমনক করটক সঞ্জীবকের নিকট গেল সেখানে
করটক গাহের জন্যে জাটোপ করিয়া বসিল দমনক সঞ্জীবক

সমীপে যাইয়া বলিল আরে বলদ এই আমি রাজা গিঙ্গলক
 কর্তৃক বন রক্ষার নিমিত্তে নিযুক্ত করটক নামে সেনাপতি আজ্ঞা
 করিতেছেন শীঘ্র আইস নতুবা এই বনহইতে দূরে যা অন্যথা
 তোমার মন্দ ফল হইবে না জানি পুতু কুপিত হইয়া কি করি
 বেন তাহা শুনিয়া সঞ্জীবক আইল। রাজারদিগের আজ্ঞাভ্রম
 ব্যাঘ্রেরদিগের অনাদর স্ত্রীরদের গৃণক্ শয্যা শত্রুব্যতিরেকে
 নশ। তাহারপর দেশাচারানভিজ্ঞ সঞ্জীবক ভীত হইয়া নিকটে
 গিয়া করটককে সান্নিধ্য পুণাম করিলেক। তাহা পণ্ডিতেরা
 কহিয়াছেন বনহইতে বৃষ্টিই বড় যাহার না থাকিতে ইন্দির এই
 অবস্থা। অনন্তর সঞ্জীবক সশঙ্ক হইয়া কহিল হে সেনাপতে
 আমার কি কর্তব্য তাহা কহন করটক বলিতেছে হে বৃষভ এই
 বনেতে থাক আমারদিগের ভূপতির পাদপদ্মকে পুণাম কর সঞ্জী
 বক বলিতেছে অস্ত্র বাক্য আমাকে দেও তবে যাই। করটক
 কহিতেছে শুন রে অতিথি এ শঙ্কা মিথ্যা শপমান চেদিরাজাকে
 পরাতনর না দিরা তুচ্ছ মেনের শব্দে তুল্য গুণি করিলেন যেহে
 তুচ্ছ শিষ্ণু শূন্যের শব্দ কর না। সর্ব পুকারে নীচেতে নমু
 ও কোমল হৃদয়কে বায়ু উন্মুলন করে না অতিউচ্চ বৃক্ষ সকল
 কেই উৎপাটন করে কেননা বড় লোক বড় লোকেতে পরাজয়
 করে। তদনন্তর তাহারা সঞ্জীবককে কিছুদূরে রাখিয়া গিঙ্গলক
 সন্নিধানে গেল। তাহারপর রাজা তাহারদিগকে সাদরে দেখি
 লেন তাহারা পুণাম করিয়া বলিল ভূপাল কহিলেন সে তোমার
 দুষ্ট হইয়াছে দমনক বলিল মহারাজ দেখিছাছি কিন্তু মহারাজ
 হাহা জানিচ্ছিলেন সেই রূপ এ অতিবচ মহারাজকে দেখিতে
 অভিলাষ করে কিন্তু এ অতিশয় বলবান অতএব সমজ্ঞ হইয়া

বসিয়া দেখুন শব্দ মাত্রেতেই ভয় করিবেন না বিজ্ঞকর্তৃক তাহা কথিত আছে ভয়ের কারণ না জানিয়া শব্দমাত্রে ভয় কর্তব্য নয় শব্দের নিমিত্ত জানিয়া কুটনী গৌরব পাইয়াছিল। রাজা জিজ্ঞা সিনেন এ কি পুকার। দমনক কহিতেছে।

ঐশ্বর্যতের মধ্যে বুদ্ধপূর নামে নগর থাকে তাহার শিখরের এক পুদেশে ঘণ্টাকর্ণ নামে এক রাক্ষস বাস করে এই জনরব শুনা যায়। এক দিবস ঘণ্টা লইয়া পলায়মান কোন চোর ব্যাঘ্র কর্তৃক ভক্ষিত হইল তাহার হাতহইতে পতিত ঘণ্টা বানরেরা পাইল বানর সেই ঘণ্টা সর্বজন বাজায় তাহারপর নগরস্থ লোকে রা সেই মনুষ্যকে ভক্ষিত দেখিল আর সর্বদা ঘণ্টারবও শুনে তাহারপর ঘণ্টাকর্ণ ক্রুটি হইয়া মনুষ্য সকলকে খায় ঘণ্টাও বা জায় ইহা বলিয়া সকল লোক নগরহইতে পলাইল। অনন্তর করালী নামে কুটনী পরামর্শ করিয়া অনুক্ষণ এই ঘণ্টাবাদ্য হয় তবে কি বানরেরা ঘণ্টা বাজায় ইহা আপনি জানিয়া রাজাকে জানাইল হে মহারাজ যদ্যপি কিছু ধন ব্যয় কর তবে আমি এই ঘণ্টাকর্ণকে সাধন করি তাহারপর রাজা তাহাকে ধন দিল কুটনী মণ্ডল আঁকিয়া গণেশাদি পূজার বড় বাহুল্য দেখাইয়া আপনি মর্কটেরদিগের পুষ্প ফল লইয়া বনে পুবেশ করিয়া ফল স ফল ফেলিয়া দিল তৎপরে বানরেরা ঘণ্টা পরিত্যাগ করিয়া ফলাসক্ত হইল কুটনী ঘণ্টা লইয়া নগরে আসিয়া সর্ব জনের মান্যা হইল অতএব আমি বলি ভয়ের কারণ না জানিয়া শব্দমাত্রে তেই ভয় কর্তব্য নয়।

অনন্তর সজীবককে আনিয়া দেখা করাইলেক। পঞ্চাং সেই

জ্ঞানেতেই আশ্রিত হইয়া পরস্পর অভ্যন্তর পুণ্ডিতে বহু কাল
 বাস করে। অমন্তুর কদাচিৎ সেই সিংহের ডাঙা শুদ্ধকর্ণনামা
 সিংহ আইল তাহার আতিথ্য করিয়া বসিয়া শিল্পলক তাহার
 ভোজনের নিমিত্তে পশু নষ্ট করিতে চলিল ইত্যবসরে সঞ্জীবক
 বলিতেছে হে মহারাজ আদ্রি নষ্ট মূগের মাংস কোথায় ভূপতি
 কহিল দমনক করটক জানে সঞ্জীবক বলিতেছে জানুন কি
 আছে বা নাই সিংহ বিবেচনা করিয়া বলিল তাহা নাই সঞ্জী
 বক বলিতেছে তাহার। কি পুকারে এত মাংস খাইল রাজা ব
 লিল খাইয়াছে বায় করিয়াছে অবজ্ঞাও করিয়াছে পুতাই এই
 রূপ সঞ্জীবক বলিতেছে শ্রীযুত মহারাজের চরণের অভ্যাতে কি
 রূপে ওদন করে নৃপতি কহিলেন আমার অগোচরেতেই করে।
 অমন্তুর সঞ্জীবক বলিল ইহা উপযুক্ত নহে বিজেরা ইহা কহিয়া
 ছেন হে মহারাজ বিপৎ পুতীকার ব্যতিরেকে স্বামিকে নিবে
 দন না করিয়া আপনি কোন কৰ্ম করিবেন না অপর যেমন আরি
 মুন্সের দ্বারা অনেক জলাদির গৃহণ করে নালের দ্বারা অত স্ন ত্যাগ
 করে এইরূপ মন্ত্রি লোক অনেক মূদুদি আদায় করিলেক অ
 ত্যন্ত বায় করিবেন কেননা হে মহারাজ কোন সময়েতে পুরুষ
 কি মূৰ্খ হয় কি দরিদ্র হয় কিম্বা তুচ্ছ হয় যেহেতুক সেই মন্ত্রী
 সর্বদা ভাল যে পাঁচ গুণা কড়িও বাড়ার কোষাধিকারির কোষই
 পূর্ণ রাজার পূর্ণ পূর্ণ নহে। আর অন্য কূলাচায়েতে পুরুষ
 মান্য হয় না কেননা নির্ধন হইলে আপন স্ত্রীও ত্যাগ করে পর
 কি। রাজার এ বড় দোষ ধনাদির অতিরিক্ত বায় আর না দেখা
 আর অধ্যক্ষ্যেতে উপার্জন তার অধিক দান আর দূরে রাখা এই

সকল ভাণ্ডারের বাসন যেহেতুক আর না দেখিয়া আপন ইচ্ছা
তে শীঘ্র ব্যয় করিলে কুবেরের তুলা ধনবানও ক্ষুদ্র হয় । শুদ্ধ
কর্ণ বলিতেছে তখন ভাই এই দমনক করটক চির কালের আশ্রিত
সন্ধি বিগৃহ কার্যোতে নিযুক্ত ধনাধিকারেতে নিয়োগ কর্তব্য
নহে । আর নিয়োগের পুনর্বেতে আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা
আমি কহি বুদ্ধগণ ক্রত্বিয় বাসব ইহারা অধিকারেতে পুশস্ত নয়
বুদ্ধগণ ন্যায়া ধনও কষ্টেতেও দেয় না । ক্রত্বিয় ধনেতে নিযুক্ত
হইলে অবশ্য অজ্ঞ দেখায় বন্ধু জাতিভাষেতে সর্বস্ব আক্রমণ
করিয়া গৃহ করে বহু কালের দাস নিযুক্ত হইয়া অপরাধেও
শকারিত হয় সে পুত্ৰকে অনাস্থা করিয়া যথেষ্টাচরণ করে উ
পকারক ব্যক্তি অধিকারী হইয়া আপন অপরাধ মানে না উপ
কারকে ধ্বজাতে করিয়া সমস্তই লুকায়ে ক্ষুদ্র স্বরেতে পরামর্শ
কারক মন্ত্রী আপনি রাজার ন্যায় আচরণ করে সে লোক সর্বদা
পরিচরেতে নিশ্চয় অবজ্ঞা করে অন্তঃকরণ দুষ্ট ক্রমাবান্ লোক
নিশ্চয় সকল অনর্থকারক হে মহারাজ ইহাতে দৃষ্টান্ত শকুনি
আর শকটীর । অমাত্য সর্বদা সাধ্য নহে কেননা সকলেই ধন
বান্ হয় যেহেতুক সিদ্ধ লোকেরদিগেহু এই আজ্ঞা যে ধন চি
ত্তের বিকারকে করে পুণ্ড্র ধনের সৎগুহু এবৎ দুবোরবিনি
য় এবৎ উপরোধ এবৎ উপেক্ষা এবৎ নির্বুদ্ধিতা এবৎ উপ
ভোগ এই সকল মন্ত্রির দোষ । নিযুক্ত লোকের স্থানে ধন লই
বার উপায় আর রাজপুরুষেরদিগের পুতায় পরীক্ষা আর পুতি
পত্তি করান আর অধিকারের পরিবর্ত এ সকল দুষ্ট যুগ যেমন অ
তিশয় পীড়িত হইলে অন্তরহ পূয়াদিকে উদ্ধার করে তেমনি হে
মহারাজ অধিকারহ লোকেরা অতিশয় পীড়িত হইলে অন্তরহ

বন্ধকে বাহির করে। হে মহারাজ নিযুক্ত লোকেরদিগকে বার
 স্বার বুঝিবেক একবার গীড়ন করিলে কি স্তানবস্ত্র শীঘ্র জলত্যাগ
 করে এই সকল সময়ানুসারে জানিয়া ব্যবহার কর্তব্য। সিংহ
 বলিতেছে এই পুকার বটে কিন্তু ইহারা দুই জন সর্বথা আমার
 বচনকারী নয়। শুদ্ধকর্ণ বলিতেছে এসকল সর্বপুকারে অনুপ
 যুক্ত যেহেতুক আদেশের লঙ্ঘনকারক আপন পুত্রেরদিগকেও
 রাজা ক্রমা করিবেন না রাজার অন্তঃকরণই অনুরাগের বিশেষ
 কি। স্তব ব্যক্তির যশ নষ্ট হয় অশিষ্ট লোকের মিত্রতা নষ্ট হয়
 অজিতেন্দ্রিয়ের কুল নষ্ট হয় ধনপর ব্যক্তির ধর্ম্য নষ্ট হয় বাসনি
 লোকের বিদ্যা নষ্ট হয় কপণ জনের সুখ নষ্ট হয় যে রাজার মন্ত্রী
 পুমত্ত হয় তাহার রাজ্য নষ্ট হয়। অপর চোরহইতে এবৎ
 নিয়োগি পুরুষহইতে এবৎ বিপক্ষহইতে এবৎ রাজার পুত্র
 লোকহইতে আর আপন লোভহইতে রাজা পিতার ন্যায় পুজার
 দিগকে রক্ষা করিবেক। হে ভ্রাতঃ সর্বপুকারে আমার বাক্য কর
 আমরাও ব্যবহার করিয়াছি এই সঙ্গীতক শস্যভক্ষক অর্থাধি
 কারে ইহাকে নিয়োগ কর। এই কথাতে তাহা করিলে পরে
 সমস্ত বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় সুখেতে পিঙ্গলক সঙ্গী
 বকের কাল যাইতেছে। অনন্তর দাসেরদেরও আহারদানেতে
 শৈথিল্য দর্শনহেতুক দমনক করটক পরস্পর ভাবনা করিতেঃ দম
 নক করটককে কহিল হে মিত্র কি কর্তব্য আশ্রয়ত এ দোষ
 আপনি দোষ করিলে খেদ করা অনুচিত। তাহা পণ্ডিতেরা
 কহিয়াছেন আমি স্বর্ণ রেখাকে দর্শ করিয়া আর দূতী আপনা
 কে বাঙ্কিয়া আর সাধু রত্ন লইতে ইচ্ছা করিয়া আপন দোষে

তে ইহার। মুখিত। করটক বলিতেছে এ কি পুকার। দমনক
কহিতেছে।

কাশ্মিরপুর নাম নগরে বীরবিক্রম নামী এক রাজা থাকে তাহার
ধর্ম্মাধিকারিকর্তৃক বধ্যভূমিতে নীয়মান কোন নাপিতের এই
লোক বধ্য নয় ইহা কহিয়া কন্দর্পকেতু নামে সন্ন্যাসী বস্ত্রের আঁ
চলে খরিল রাজপুরুষেরা কহিল কেন এ বধ্য নহে। সন্ন্যাসী কহি
তেছে সিংহলদ্বীপেতে জীমূতকেতু রাজার কন্দর্পকেতু নামা পুত্র
আমি একদিন আমি ক্রীড়া কাননে থাকিয়া পোতবণিকের মুখেতে
শুনিলাম যে এই সমুদ্র মধ্যে চতুর্দশী তিথিতে আবির্ভূত কন্যা
বৃক্ষের তলেতে রত্নসমূহের কিরণদ্বারা মনোহর পালঙ্কেতে উপ
বিষ্ট। সর্বাঙ্গরূপে ভূষিত। লক্ষ্মীর ন্যায় সুন্দরী বীণা বাজাইতে
ছেন এমন কোন কন্যা দেখা যান। অনন্তর আমি পোতবণিক
কে লইয়া নৌকাতে আরোহণ করিয়া লেখানে গেলাম। তাহার
পর সন্ধ্যানে গিয়া পর্য্যটকেতে অর্দ্ধরাত্রে সেই পুকার তাহাকে অ
বলোকন করিলাম তৎপরে সে সখীর সহিত সাগরমধ্যে মগ্না হ
ইয়া অদৃশ্য হইল। তাহার পর তাহার সৌন্দর্য্যপ্রণেতে আ
কৃষ্ট হইয়া আমিও তাহার পশ্চাৎ কল্প দিলাম তদনন্তর এক
স্বর্ণনগর পাইয়া সুবর্ণপাসাদে সেইরূপ খাঁড়িতে স্থিত। বিদ্যাধরী
কর্তৃক সেব্যমান। আমাকর্তৃক দৃষ্ট। হইল। সেও আমাকে দূর হ
ইতে দেখিয়া সখীকে পাঠাইয়া আমারেতে সম্ভাষ করিল। তা
হার সখী আমাকর্তৃক পৃষ্ট। হইলে কহিল কন্দর্পকেলি নামে
বিদ্যাধর চক্রবর্ত্তির রত্নমঞ্জরী নামে কন্যা ইনি ইহার নিয়ম আ
ছে যে ব্যক্তি আসিয়া আপন চক্ষুতে কনক পতন দেখিবেক সেই
পিতার অগোচরেতেও আমাকে বিবাহ করিবেক এই মনের পু

ভিন্ন। এই হেতুক ইহাকে গান্ধর্ব বিবাহেতে আপনি স্বীকার করেন। অনন্তর গান্ধর্ব বিবাহ হইলে পরে তাহার সহিত ক্রীড়া করত সেই স্থানে আমি থাকি। তাহার পরে এক দিবস নির্জনেতে সে কহিল হে নখ আপন ইচ্ছাতে এই সমস্ত উপভোগ কর কিন্তু চিত্রিত এই স্বর্ণরেখা নামে বিন্যাসরীকে কদাচ স্পর্শ করিবা না। পশ্চাৎ আমি কৌতুকাবিস্ট হইয়া স্বর্ণরেখাকে আগন হস্তেতে স্পর্শ করিয়া চিত্রিতাও সেই স্বর্ণরেখাকর্তৃক পাদপদ্ম দ্বারা তাড়িত হইয়া আসিয়া আপন দেশেতে পড়িলাম অনন্তর বাথিত হইয়া সম্মানী হইয়া পৃথিবীতে ভ্রমণ করত এই নগরীকে পাইলাম।

পরে গত দিবসে গোপগৃহেতে শয়ন করিয়া দেখিলাম সন্ধ্যাকালে অন্তরঙ্গের পালন করিয়া গোপ আপন গৃহে আসিয়া আপন ভাৰ্য্যাকে দূতীর সহিত কোন পরামর্শ করিতে দেখিল তাহার পর সেই গোপীকে তাড়না করিয়া স্তম্বেতে বন্ধন করিয়া শয়ন করিল অনন্তর অভরাত্রেতে ঐ নাপিতের স্ত্রী দূতী সেই গোপীর নিকট যাইয়া কহিল তোমার বিরহরূপ অনলদগ্ধ ঐ ব্যক্তি কন্দর্পবাণেতে জজ্বরিত মুগ্ধমুতুলা আছে পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন রাজিতে চন্দ্রকর্তৃক অন্ধকার বিনাশিত হইলে কন্দর্প দেখিয়া যুবাদিগের মন বেধ করে তাহার সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণ হইয়া তোমার অনুবর্তিতে আসিয়াছি সেই হেতুক আমি এখানে আপনাকে বান্ধিয়া থাকি তুমি দেখা নে যাইয়া তাহাকে পরিতোষ করিয়া ত্রাতে আসিবা সেই পুকার করিলে পরে সে গোপ জাগিয়া বলিল সন্ধ্যাতি রে পাপাত্মা তোরে উপপতির নিকটে লই। অনন্তর যখন এ কিছুই না বলিল

তখন গোপ রুট ইইয়া অহকারেতে আমার বাক্যেতে উত্তরও দিলি না ইহা করিয়া রোষেতে সে ছুরি লইয়া ইহার নাসিকা কাটিল তাহা করিয়া পুনর্বার শুইয়া নিদ্রা গেল। অনন্তর গোপী আসিয়া দূতীকে জিজ্ঞাসা করিল বৃত্তান্ত কি দূতী কহিল আমাকে দেখ মুখই বৃত্তান্ত কহিতেছে। ইহার পর সেই গোপী ঐ রূপ করিয়া আপনাকে বান্ধিয়া থাকিল ঐ দূতী সেই ছিন্ন নাসিকা লইয়া আপন গৃহে পুবেশ করিয়া থাকিল। তাহার পর পুণ্ড্রসময়েতেই ঐ নাপিত আপন অর্ঘ্যার নিকট ক্ষুরভাণ্ড চাহিলে পরে একখানি ক্ষুর দিলেক। তদনন্তর সমস্ত ভাণ্ড না পাইয়া জাতক্রোধ ইইয়া ঐ নাপিত সেই ক্ষুর দূরহইতে ঘরেতে ফেলিয়া দিল। অনন্তর দূতী আত্মবধি করিয়া এ ব্যক্তি অপরাধ ব্যতিরেকে আমার নাসিকা ছেদন করিল ইহা বলিয়া ধর্ম্মাধিকারির নিকটে ইহাকে আনিলেক। ঐ গোপী সেই গোপকর্তৃক পৃষ্ঠা ইইয়া কহিলেক অরে গোপ মহাসতী আমাকে কে নিরুপণ করিতে পারে আমার নিষ্কাপ ব্যবহার অষ্ট দিকপালেরা জানেন যেহেতুক সূর্য্য চন্দ্র বায়ু অগ্নি স্বর্গ পৃথিবী জল অন্তঃকরণ যম দিবা রাত্রি দুই সন্ধ্যা ধর্ম্ম ইহারা মনুষ্যের চরিত্র জানেন যদ্যপি আমি পরম সতী হই তোমাকে ত্যাগ করিয়া অন্যকে না জানি অন্য পুরুষকে যপ্নেতেও না ভজি তবে সেই পুণ্ড্রোতে আমার ছিন্ন নাসা অচ্ছিন্ন হইউক আমি তোমাকে ভয় করিতে পারি কিন্তু তুমি ভর্তা লোকভয়েতে উপেক্ষা করি দেখ আমার মুখ তাহার পর যখন গোপ পুণ্ড্র জ্বালিয়া তাহার মুখ দেখে তখন তুঙ্গনাসিক মুখ দেখিয়া তাহার পায়েতে পড়িল আমি ধন্য যাহার গৃহিণী এতাদৃশা পরম সতী। এই বিবরণ শুনিয়া

সেই রাজা সেই দূতীকে আর গোপীকে গুমহইতে বাহির করিয়া দিল নাপিত গৃহে গেল ।

এই যে সন্ন্যাসী আছেন ইহার বৃত্তান্তও বলি ইনি নিজ গৃহ হইতে বাহির হইয়া দ্বাদশ বৎসরেতে মলয় সমীপহইতে এই পুরী পাইয়াছেন এ স্থানে বেশ্যা গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন সেই কুটুমীর গৃহদ্বারেতে কাষ্ঠনির্মিত বেতান ছিল তাহার সম্মুখে তে এক উত্তম রত্ন থাকে তাহাতে এই লোভি মাণু রাজিতে উঠিয়া মণি লইবার নিমিত্তে যত্ন করিলেন তখন সেই বেতানকর্তৃক সূত্রসঞ্চারিত হস্তদ্বয়ের দ্বারা ধৃত হইয়া এই ব্যক্তি আত্মস্বর করিল । অনন্তর কুটুমী উঠিয়া কহিল পুত্র মলয়ের নিকটহইতে তুমি আনিয়াছ সে সকল রত্ন ইহাকে দেও নতুবা এ তোমাকে ছাড়িবে না এ চেষ্টক এই পুকার । তদনন্তর ইনি সমস্ত রত্ন সমর্পণ করিলেন যে পুকারে ইনি হৃতসর্ব্ব হইয়া আসিয়া আমার দিগের সহিত মিলিলেন । এই সকল শুনিয়া রাজপুরুষেরা নায়েতে ধর্ম্মাধিকারিকে পূর্ব্বত করাইলেক । অতএব আমি বলি স্বর্ণ রেখাকে আমি স্মর্শকরিয়া ইত্যাদি ।

অনন্তর এই দোষ স্বয়ংকৃত ইহাতে ক্রন্দন উচিত নয় কিঞ্চিৎ কাল বিবেচনা করিয়া কহিল হে মিত্র ইহারদিগের যেমন পোহা নষ্ট আমি করাইয়াছি তেমনি সুহৃদ্ভেদও আমি করিব যেহেতুক চিত্রকর লোকেরা যেমন সমান স্থানকেও উচ্চ নীচ দেখায় তেমন অচিন্ত্য ঋণ লোকেরা মিথ্যাকেও সত্য করিয়া দেখায় । অপর কার্য্য উপহিত হইলে যাহার বুদ্ধি ভ্রংশ না হয় সে লোক বিপৎ সকলকে তরে যেমন গোপীদুই উপগতি করিয়া বিপৎ হইতে তরিয়াছিল । করটক জিজ্ঞাসা করিলেক এ কি পুকার । দমনক কহিতেছে ।

ঝারবতী নামে পুরীতে কোন গোপের বধু থাকে সে ভুট্টা গুঃ
 মের কোটালের এবং তাহার পুত্রের সহিত ক্রীড়া করে পণ্ডিতে
 রা তাহা কহিয়াছেন কাঠেতে অগ্নি তৃপ্ত হয় না নদীতে সমুদ্র
 তৃপ্ত হয় না সমস্ত পুণিতেও যম তৃপ্ত হয় না পুরুষেতে স্ত্রী লো
 ক তৃপ্ত হয় না। অপর স্ত্রী লোক দানেতে তৃপ্ত হয় না ও সম্মা
 নেতে তৃপ্ত হয় না ও সারল্যেতে তৃপ্ত হয় না ও সেবাতে তৃপ্ত
 হয় না ও শত্রেতে বশীভূতা হয় না ও শাস্ত্রেতে বশীভূতা হয়
 না যেহেতুক স্ত্রী জাতিরা সৰ্ব্ব পুকারে বিষম। অনন্তর এক দিন সে
 দণ্ডনায়কের পুত্রের সহিত ক্রীড়া করত থাকে পরে দণ্ডনায়কও
 ক্রীড়া করিবার নিমিত্তে সে স্থানে আইল। তাহাকে আসিতে দে
 খিয়া তাহার পুত্রকে ডোলেতে ফেলিয়া দণ্ডনায়কের সহিত সেই
 পুকারেই ক্রীড়া করিতেছে অনন্তর তাহার ভর্তা গোপ গোষ্ঠহই
 তে আইল তাহাকে দেখিয়া গোপী কহিল হে কোটাল তুমি
 লগ্ভ লইয়া ক্রোধ দেখাইয়া শীঘ্র যাও কোটাল সেই পুকার
 করিলে পরে গোপ গৃহেতে আসিয়া পত্নীকে জিজ্ঞাসিলেক কি
 নিমিত্তে দণ্ডনায়ক এ স্থানে আসিয়াছিল সে কহিতেছে এ ব্যক্তি
 কোন কার্যের নিমিত্তে পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছে সে পুত্রও
 তাড়মান হইয়া এখানে আসিয়া পুৰিষ্ট হইয়াছে আমি তাহা
 কে ডোলে ফেলিয়া রাখিয়াছি তাহার পিতা অন্বেষণ করিয়া
 দেখিতে পাইল না এই নিমিত্তে এক্ষণে হইয়া যাইতেছে তাহার
 পর সে কোটালপুত্রকে ডোলহইতে বাহির করিয়া দেখাইল।
 তাহা পণ্ডিতকর্তৃক কথিত আছে স্ত্রী লোকেরদিগের আহাৰ দি
 গুণ বুদ্ধি চতুর্গুণ ব্যবসায় ছয়গুণ কাম অষ্টগুণ অতএব আমি
 বলি কার্য উপস্থিত হইলে যাহার বুদ্ধি নষ্ট না হয় ইত্যাদি।

করটক বলিতেছে এই পুকার হউক কিছু ইহার পর পরস্পর স্বভাবেতে উপজাত অতিবড় সুখ কি পুকারে ভেদ করাইতে শক্য দমনক বলিতেছে উপায় কর পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন উপায়েতে যাহা করিতে শক্য হয় বিক্রমেতে তাহা করিতে শক্য হয় না যেমন কাকী স্বর্ণসূতের দ্বারা কাল সর্পকে নষ্ট করিয়াছিল। করটক জিজ্ঞাসা করিতেছে এ কি পুকার। দমনক কহিতেছে।

কোন বৃক্ষেতে কাকদম্বতী বাস করে বৃক্ষ কোটরে স্থিত তাহারদিগের সন্তান সকল কাল সর্পেতে খায়। তদনন্তর পুনর্বার কাকী অন্তরাপত্য। হইয়া কাককে কহিল হে স্বামি এ বৃক্ষ ত্যাগ কর এই তরুতে অবস্থিত কৃষ্ণসর্প সর্বদা আমারদিগের সন্তানকে ভক্ষণ করে যেহেতুক ভুট্টা স্ত্রী খল মিত্র পুত্ৰান্তরদায়ক দাস আর সর্পের সহিত বর্তমান গৃহেতে বাস এই সকল মৃত্যুর স্বরূপ ইহাতে সন্দেহ নাই। বায়স বলিতেছে হে পুত্রয়ে ভয় কর্তব্য নয় মুহুমুহু আমি ইহার অতিশয় অপরাধ সহিয়াছি সম্মুতি আর ক্ষমা কর্তব্য নয়। বায়সী কহিল কি পুকারে এই বলব। নের সহিত তুমি যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবা। কাক কহিতেছে এ শঙ্কা বৃথা যেহেতুক যাহার বুদ্ধি তাহার বল নিরুদ্ধির কোথায় বল দেখ শশককর্তৃক মদোন্মত্ত সিংহ বিনাশিত হইল। কাকী কহিল ইহা কি পুকার। কাক কহিতেছে।

মন্দর নাম পর্বতে দুর্দান্ত নামে এক সিংহ থাকে সে নিরন্তর পশুরদিগের বধ করে অনন্তর সকল পশুরা মিলিয়া সেই সিংহকে নিবেদন করিল হে সিংহ কি নিমিত্তে এক কালেতেই পশু বধ কর যদি অনুগ্ৰহ হয় তবে আমরাই আপনকার আহ্বারের

নিমিষে পুতাহ এক পশু উপঢৌকন দেই অনন্তর সিংহ বলিল
 তোমাদের যদি এই অভিমত তবে তাহাই হউক তদবধি
 সেই সিংহ এক পশু উপঢৌকন ভক্ষণ করত থাকে। অনন্তর
 এক দিবস এক বৃদ্ধ শশকের পান্না আইল সে চিন্তা করিল জীব
 তাশাহেতুক ভয়পুষ্টক বিনয় করে যদি পঞ্চতু পাই তবে সিং
 হের অনুময়ে আমার কি পুরোজন এইহেতুক মন্দ গমন করি।
 তাহার পর সিংহও ক্ষুধার্ত হইয়া কোপেতে তাহাকে কহিল কি
 নিমিষে তুই বিনয় করিয়া আসিতেছিস শশক বলিল মহারাজ
 আমি অপরাধী নই পথেতে আগমন করত আমি অন্য সিংহ
 কর্তৃক বলেতে ধৃত হইয়াছিলাম তাহার সাক্ষাৎ পুনশ্চ আগম
 নের নিমিষে দিব্য করিয়া পুতুকে নিবেদন করিতে এখানে আই
 লাম সিংহ রুট হইয়া কহিল শীঘ্র গিয়া দেখা সে দুটোয়া কোথা
 থাকে তাহারপর শশক তাহাকে লইয়া এক গভীর কূপ দেখা
 ইবার নিমিষে গেল সেখানে যাইয়া খুড়ু আপনি দেখুন ইহা
 কহিয়া সেই কূপ জলে সিংহ আপনারি পুতিবিন্দু দেখিল অন
 ন্তর ঐ সিংহ কোপেতে ক্রুদ্ধ হইয়া অহঙ্কারেতে তাহার উপ
 রে আপনাকে পুষ্কপ করিয়া পঞ্চতু পাইল। অতএব আমি বলি
 যাহার বুদ্ধি তাহার বল ইত্যাদি।

বায়সী কহিল আমি সকল শুনিলাম ইদানী যে পুকার কর্তৃ
 ক তাহা বল বায়স কহিল এই সম্বন্ধিবার্ত্তি সরোবরে রাজ
 পুত্র পুতাহ আসিয়া স্নান করেন স্নান কালে তাহার শরীরই
 তে নারিত জল সমীপস্থ পুস্তরেতে স্থাপিত স্বর্ণসূত্র চক্ষুতে করিয়া
 ধরিয়া আনিয়া এই কোটরে রাখিবা। অনন্তর কোন দিন স্নান
 করিবার নিমিষে রাজকুমার জলে পুবেশ করিলে কানী তাহা

করিল পরে রাজপুরুষেরা দর্শনভ্রমের অনুসারে গিয়া সেই বৃক্ষ কো
টরে কাল সপাকে দেখিল এবং মারিল : অতএব আমি বলি
উপায়েতে যাহা করিতে শক্ত হয় ইত্যাদি ।

করটক বলিতেছে যদি এইরূপ তবে তুমি গমন কর তোমার
পথে মঙ্গল হউক । অনন্তর দমনক পিঙ্গলকের নিকট গিয়া পুণ্যম
করিয়া কহিল হে মহারাজ অতিশয় কোন মহাভয়জনক কার্য্য জা
নিয়া আইলাম যেহেতুক বিপৎ কালেতে এবং উৎপথ গমন সম
য়েতে এবং কার্য্যকালের অতিক্রমণেতে সুস্থ লোক জিজ্ঞাসিত
না হইলেও মঙ্গল বাক্য কহিবেক অপর রাজা ভোগের পাত্র কা
র্য্যের পাত্র রাজা নহে রাজকর্ম্ম নষ্টকারক মন্ত্রী দোষেতে লিপ্ত
হয় তাহা দেখ মন্ত্রিদ্বিগের এই ক্রম পুণ পরিত্যাগও ভাল ম
স্তকের ছেদনও ভাল স্বামির পুত্ৰপুত্রপুত্রপুত্রপাতককে ইচ্ছা
করে যে লোক তাহার উপেক্ষা করা ভাল নয় । পিঙ্গলক আদর
করিয়া কহিল ইহার পর তুমি কি বলিতে ইচ্ছা কহিতেছ দম
নক বলিতেছে হে মহারাজ সঞ্জীবককে তোমার উপর অনুপযুক্ত
ব্যবহারির ন্যায় দেখিতেছি আর আমারদের সাক্ষাৎ জীবিত হ
হারাজের চরণের পুভাব উৎসাহমন্ত্ররূপ শক্তিব্রয়ের নিন্দা করি
য়া রাজত্ব বাঞ্ছা করিতেছে । ইহা শুনিয়া পিঙ্গলক ভীত হইয়া
চমৎকার মানিয়া চুপ করিয়া থাকিল দমনক পুনশ্চ বলিল হে
পুভো সমস্ত মন্ত্রিদ্বিগকে ত্যাগ করিয়া এক এই সঞ্জীবককে যে
তুমি সর্বাধিকারী করিয়াছ সেই দোষ রাজা ও মন্ত্রী অভ্যুচ্ছিত
হইলে সম্ভ্রান্তি পাদবয়কে অবলম্বন করিয়া থাকেন সে সম্ভ্রান্তি স্ত্রী
স্বভাবহেতুক ভর না সহিতে পারিয়া তাহার দুয়ের মধ্যে অন্য

তরুকে ত্যাগ করেন অপর রাজা যখন এক মন্ত্রীকে রাজকর্মেতে
 পুমাণ করেন তখন মোহপুযুক্ত অহঙ্কার তাহাকে আশ্রয় করেন
 সেই মন্ত্রী অহঙ্কারেতে হয় যে আনন্দ তাহাতে নির্ভিন্ন হয় সেই
 নির্ভিন্ন মন্ত্রির অন্তঃকরণেতে কর্তৃত্বকরণেচ্ছা বাস করে তদনন্তর
 কর্তৃত্বকরণেচ্ছাহেতুক সে অমাত্য রাজার পুণ্যকেনক্য করিতে ইচ্ছা
 করে । আর বিবাক্ত অন্ন ও চলিত দত্ত ও দুক্ট অমাত্য এই সক
 লের মূলোৎপাটনই সুখ । আর যে রাজা সম্ভ্রান্তিকে মন্ত্রির অধীন
 করে তাহার বিপৎ হইলে পরে সে ভূপতি অন্ধের তুল্য সঞ্চারক
 ব্যতিরেকে অবসন্ন হয় বিশেষে অমাত্য কখন সাধ্য নয় কেননা
 সকল অমাত্যই ধনবান হয় যেহেতুক সাধু লোকেরদিগের এই
 আত্মা যে ধন অন্তঃকরণের বিকার করে । সকল কর্ম্মেতে আপন
 ইচ্ছাতে পূবৃত্ত হয় ইহাতে মহারাজই পুমাণ পণ্ডিতেরা তাহা
 কহিয়াছেন পৃথিবীতে এতাদৃশ পুরুষ কেহ নাই যে পরের সম্ভ্রান্তি
 অভিলাষ না করে কেননা পরের রমণীয়া যুবতী স্ত্রীকে কোন
 পুরুষ আনরেতে না দেখে । সিংহ বিবেচনা করিয়া কহিল ভদ্র
 যদ্যপি এমন তথাপি সঞ্জীবকের সহিত আমার বড় পুণ্ডিত দেখ
 যে পিয় সে অপিয় কর্ম্ম করিলেও পিয়ই থাকে উত্তম গৃহদাহ
 করিলেও অগ্নিতে কাহার আদর নাই । দমনক পুনর্বার কহিল
 হে মহারাজ সেই বড় দোষ যেহেতুক নৃপতি যে পুত্রেতে কিম্বা
 উদাসীনেতে চক্ষুকে অধিক আরোহণ করান সে লোক সম্ভ্র
 তির আশ্রয় হয় শুন হে মহারাজ অপিয় অথচ পথ্য ইহার শেষ
 সুখদায়ক হন যাহাতে বক্তা ও শ্রোতা থাকে তাহাতে ঐশ্বর্য্য
 জীড়া করেন তুমি পুমান দাসেরদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আগ
 ন্তকের পুরস্কার করিয়াছ ইহা অনুচিত করিয়াছ যেহেতুক মূল

ভূত্যদিগকে পরিভাগ করিয়া আগন্তুককে পুষ্টিপালন করিবে না কেননা ইহাই হইতে আর বড় দোষ নাই যেহেতুক রাজত্বের নষ্টকারী। সিংহ বলিতেছে কি চমৎকার আশ্রি অভয় বাঁকা দিয়া আনিয়াছি এবং বাড়াইয়াছি তবে কি গুলারে আমাকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে। দমনক বলিতেছে হে মহারাজ নিরন্তর সে ব্যাঘ্র হইলেও দুষ্ট লোক সারল্য পায় না যেমন তাপ ও তৈলাদি মর্দনদ্বারা কুকুরের লাজুল সোজা হয় না অপর কুকুরের গুচ্ছ স্বেদিত ও মর্দিত ও রজ্জুকরণক বেধিত হইলেও দ্বাদশ বর্ষের পর মৃত হইলে পুনশ্চ আপনার স্তাব পায়। এবং সন্ধানকে বাড়াইলেও খেলের পুষ্টির নিমিত্ত কোথায় যেমন বিষবৃক্ষ সুধা সিক্ত হইলেও পথ্যকে ফলে না। অতএব আশ্রি বলি যাহার পরাজয় ইচ্ছা না করিবেক তৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত না হইলেও হিত বা কা বলিবেক উত্তম লোকেরদিগের এই ধর্ম্ম যাহার পরাজয় ইচ্ছা করিবেক তৎকর্তৃক পৃষ্ঠ হইলেও অধম লোক হিত কহিবে না পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন যে লোক অমঙ্গল হইতে বারণ করে সেই বয়স্য সেই কর্ম্মে নিম্নলিখিত সেই স্ত্রী যে সহকারিণী সেই বুদ্ধিমান যে পণ্ডিতকর্তৃক সন্মানিত হয় সেই ঐশ্বর্য্য যে মন্ত্রতা না জন্মায় সেই সুখী যে তুম্বারহিত সেই মিত্র যে অকৃত্রিম সেই পুরুষ যে ইন্দ্রিয়ের বশ নয়। সঙ্ঘবক ব্যসনেতে পীড়িত মহারাজ বিজ্ঞাপিত হইলেও যদ্যপি নিবৃত্ত না হন তবে অস্বভূতভাবে দোষ নাই তাহা জান। রাজা কামাসক্ত হইয়া কার্য্য গণন করে না আর হিতও গণনা করে না মত্ত হস্তির ন্যায় স্বচ্ছন্দ হইয়া যথেষ্ট গমন করে অনন্তর অপমানিত হইয়া সে যখন শোকরূপ অরণ্যেতে পড়ে তখন ভূতোতে দোষ ক্ষেপণ করে স্বকীয় অভিনয় জানে

না। পিঙ্গলক অন্তঃকরণে ভাবনা করিলেক যে পরের অপরাধেতে পরের দণ্ড করিবে না। আপনি জ্ঞাত হইয়া দমন করিবেক কিম্বা সম্মান করিবেক তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন অহংকারপুযুক্ত সৰ্প মুখেতে হস্ত দেওয়া যেমন আপনার নাশের নিমিত্ত হয় তেমনি এন দোষ নির্ণয় না করিয়া অনুগৃহ করা আপন নাশের নিমিত্ত হয়। স্মৃতি করিয়া বলিতেছে তবে সম্ভাবককে কি আজ্ঞা করিব দমনক সম্মুখেতে বলিল হে ভূপতে এই পুকার না এই পুকার না একপে মন্ত্র ভেদ হয় তাহা কথিত আছে যে রূপ অত্যন্ত ভেদ না হয় সেই রূপে এ মন্ত্ররূপ বীজ গোপনে রক্ষা করিবে কেননা সে বীজ ভিন্ন হইলে অক্ষুর হয় না। আর মূৰ্খ যোদ্ধা সর্বাঙ্গ আবৃত হইলেও যেমন পরহইতে ভেদশঙ্কাপুযুক্ত চিরকাল যুদ্ধস্থলেতে থাকিতে পারে না। এইরূপ মন্ত্র সর্বাঙ্গ আবৃত হইলেও পরহইতে ভেদশঙ্কাপুযুক্ত চিরকাল থাকিতে পারে না কিম্বা এ লোক দৃষ্টদোষ হইলেও দোষহইতে নিবৃত্তি করিয়া সন্ধি কর্তব্য সে অত্যন্ত অনুপযুক্ত যেহেতুক একবার দোষেতে দুষ্ট যে মিত্র তাহাকে পুনর্ব্বার সন্ধি করিতে যে ইচ্ছা করে সে মৃত্যু কেই গৃহণ করে খচরী যেমন গর্ভ গৃহণ করে। অপর অন্তঃকরণ দুষ্ট অথচ ক্রমাবান্ লোক নিশ্চয় সমস্ত অনর্থকারী হে মহারাজ ইহাতে দৃষ্টান্ত শকুনি আর শকটীর। সিংহ বলিতেছে জান এ ব্যক্তি আমারদিগের কি করিতে সমর্থ হয়। সে বলিল হে মহারাজ অজ্ঞানি ভাব না জানিয়া কি পুকার শক্তির নিশ্চয় হইবে দেখ টিটিভ পক্ষীই সমুদ্রকে ব্যাকুল করিয়াছিল সিংহ পুশু করিতেছে ইহা কি পুকার। দমনক কহিতেছে।

দক্ষিণ সম দতীয়ে টিটিভেরা জ্ঞী পরসে বাস করে তাহাতে পু

সব কাল নিকট হইলে টিটিভী পাতিকে বলিল হে নাথ পুসরো
 পযুক্ত নির্জন স্থান অনুসন্ধান কর। টিটিভ বলিল হে পুরে এই
 স্থান সে বলিল এ স্থান সমুদ্র বেলাকর্তৃক আক্রান্ত হয় টিটিভ
 বলিল সমুদ্র কি আমাকে নিগূহ করিবেন টিটিভী হাসিয়া বলিল
 হে স্বামি তোমাতে আর সমুদ্রেতে বিস্তর অন্তর টিটিভ বলিল
 যে লোক জানে না অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি নাই সে দুঃখের পরি
 ক্ষেপ করিতে পারে না আর যাহার বুদ্ধি আছে সে কষ্টেতেও অ
 বসন্ন হয় না অনুগত কার্যের আরম্ভ ও অন্তর্যঙ্গের সহিত
 বিরোধ ও চলবানের সহিত আশ্রয় ও শ্রীলোকেরদিগেতে বিশ্বাস
 এই চারি মৃত্যুর দ্বার অনন্তর পতির বাক্যহেতুক সে ঐ স্থানে
 তেই পুসব হইল। এই সকল শুনিয়া সমুদ্রও তাহার সামর্থ্য
 জানিবার নিমিত্তে সেই অণু সকল অপহরণ করিলেন। তাহার
 পর টিটিভী শোকাবুদ্বা হইয়া ভক্তাকে বলিল হে পুণনাথ দুঃখ
 উপদ্রিত হইল আমার সেই সকল অণু নষ্ট হইল টিটিভ বলিল
 হে পুরে ভয় করিও না ইহা বলিয়া পক্ষিরদিগের মিলন করিয়া
 পক্ষিরদিগের পুখান গরুড়ের নিকট গেল সেখানে যাইয়া টিটিভ
 সকল বৃত্তান্ত ভগবান গরুড়ের অগ্রেতে নিবেদন করিল হে পুভো
 আপন গৃহেতে অবস্থিত আমি অপরাধ ব্যক্তিকে সমুদ্রকর্তৃক
 নিগূহীত হইয়াছি। অনন্তর তাহার বচন শুনিয়া সৃষ্টি হি তি পু
 নয়ের কারণ ভগবান নারায়ণ পুত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়া সমুদ্রকে
 অণু ধানের নিমিত্তে আদেশ করিলেন তাহারপর সমুদ্র ভগবা
 নের আজ্ঞা মস্তকে করিয়া সে অণু সকল টিটিভকে সমর্পণ করি
 লেন। অতএব আমি বলি অস্বাস্থ্যভাব না জানিয়া ইত্যাদি।

রাজা বলিল ইনি হিন্দুসক ইহা কি পুকারে জানিব ভগবান

বলিতেছে যখন ঐ সঞ্জীবক গর্হিত হইয়া শূঙ্গাণুরূপ অস্ত্রাভিমুখ হইয়া আসিবেক তখন পুড়ু জানিবেন । এইরূপ করিয়া সঞ্জীবক নিকটে গেল সে স্থানে গিয়া অল্পে নিকটে গমন করত বিশ্ব রূপনের ন্যায় আপনাকে দেখাইল সঞ্জীবক আদর করিয়া কহিল হে মিত্র তোমার মঙ্গল । দমনক বলিতেছে ভৃত্যদের কুশল কোথায় যেহেতুক যাহারা রাজার আশ্রিত তাহারদিগের সপত্তি পরায়ত্ত আর অন্তঃকরণ সর্বদা দুঃখিত আর স্বকীয় পুণ্যেতেও অপুতায় । অপর কোন লোক ধন পাইয়া অহঙ্কৃত না হয় আর কোন বিষয়ির বিপৎ না হয় আর পৃথিবীতে কাহার মন স্ত্রী কর্তৃক খণ্ডিত না হয় আর রাজার পুত্র কে হয় আর যমের হস্ত ধরের মধ্যে কে না যায় আর কোন যাচক শ্রীরূপ পায় আর কোন পুরুষ দুর্জন বাস্তবাস্তে পতিত হইয়া মঙ্গল পায় । সঞ্জীবক কহিল হে সখে বল । দমনকও বলিল মন্দভাগ্য আমি কি বলিব দেখ সমুদ্রে সঞ্জন করিয়া সর্পকে অবলম্বন পাইয়া যেমন ভাগ করিতে পারে না ধরিতেও পারে না সেইরূপ ইদানী আমি মুগ্ধ হইতেছি যেহেতুক এক পুকারে রাজার পুতায় নষ্ট হয় অন্যত্র বাস্তব নষ্ট হয় অতএব কি করি কোথা যাই দুঃখার্ণবে পতিত হইয়াছি ইহা কহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল । সঞ্জীবক বলিতেছে তুমি আমার কৃতজ্ঞ তথাপি হে সখে অন্তঃকরণস্থ তাবৎ কহ । দমনক নির্জনে কহিল যদ্যপি রাজবিশ্বাস বক্তব্য নয় তথাপি আমার পুত্রেতে তুমি আদিয়াছ এবং আহ সেইহেতুক পরলোভাখী আমি তোমার হিত অবশ্য কহিব শুন এই পুড়ু তোমার উপরে বিকারপাপ্তচিত্ত হইয়া নির্জনেতে কহিলেন সঞ্জীবককে নষ্ট করিয়া নিজ পরিবারকে তর্পণ করিব । ইহা শুনিয়া সঞ্জীবক

বহু বিবৰ্ণ হইলেন দমনক পুনশ্চ কহিল বিবৰ্ণতা নিবৰ্ণক কালো
 পযুক্ত কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান কর। সম্ভাবক কিস্কিৎকাল বিবেচনা করিয়া ক
 হিল ইহা নিশ্চয় বটে জীলোকেরা পুণ্য দুষ্টি লোককে গমন করে
 রাজা পুণ্য অপাত্রপোষক হয় আর ধন পুণ্য কপণানুগত হয় আর
 দেবতা পুণ্য পৰ্ব্বতেতে ও সমুদ্রেতে বৃষ্টি করেন অপর লক্ষ্মী নীচ
 কে আশ্রয় করেন বিনা অকুলীনকে আশ্রয় করেন জীলোক অ
 পাত্রকে ভজে ইন্দু পৰ্ব্বতে বৃষ্টি করে। মনে পুনর্ব্বার বিতর্ক করিল
 স্বগত কিম্বা ঋণ চেষ্টিত জানিতে পারি না তাহার ব্যবহারও নি
 রূপণ করিতে সমর্থ হই না যেহেতুক কোন অসাধু লোক আশ্রয়
 সৌন্দর্য্যহেতুক শোভাধারণ করে যেমন মলিন কঙ্কলও কমিনী
 চক্ষুপ্লাপ্ত হইয়া শোভা ধারণ করে কি পুকার ইহা কহিতে ছন
 অত্যন্ত আয়াসেতে সেব্যমান নরপাতি ভুক্তি পান না এ কি আ
 শ্চর্য্য দেখে এই যে চমৎকৃত পুতিমা ইনি আরাধ্যমান হইলে বৈী
 হন ইহার পুতিকার অশকাই যেহেতুক যে লোক কোন কাৰণ
 উদ্দেশ্য করিয়া ক্রোর করে সে কারণ গেলে সে লোক নিশ্চয় পু
 সন্ন হয় যাহার মন নিমিত্তবাহিরেতে ঘেষি হয় কি রূপে লোক
 তাহাকে সম্বন্ধ করিবেক। আর কহিল রাজার অপকার আমি কি
 করিয়াছি রাজারা সর্ব্বদা অপকারক হয় দমনক বলিতেছে এই
 পুকার তন বিজ্ঞ মিত্রকর্তৃক উপকৃত হইলেও কিস্কিৎ শত্রুতাচরণ
 করেন আর অন্যকর্তৃক সাহায্য অপকৃত হইলেও তুষ্ট হন সত্য
 অনবস্থিতচিত্তের চরিত্র কি অত্যাশ্চর্য্য সেবাধর্ম্ম অভিষয় দু
 জ্জের যোগিরদেরও অবোধ্য। অপর পাণাশ্রিতে পূর্ণ শত নষ্ট
 মূর্খেতে শত কথিত নষ্ট অবচনকারিতে বচন শত নষ্ট অচেত
 নেতে বুদ্ধি শত নষ্ট আর সেবাধর্ম্ম অত্যন্ত দুজ্জের যোগিরদেরও

অবোধ্য কেননা যদি মৌনেতে থাকে তবে তাহাকে মূর্থ বলে
 যদি নাকপটু তবে তাহাকে বাতুল বলে কিহা বহুভাষী বলে
 যদি কিছু নহা না করে তবে তাহাকে পুায় অনভিজাত বলে যদি
 সন্নীপে নৈসে তবে তাহাকে ধুষ্ট বলে যদি দূয়েতে থাকে তবে
 তাহাকে মূদু বলে। অপর ভোগ বিষয়েতে অতিশয় সুখ পাইয়া
 গল লোকেরা গুণঘাতক হয় কেননা চন্দন বৃক্ষেতে সর্পেরা থাকে
 আর ডলেতে পদ্ম সকল তাহাতে মকরাদি জলজন্তু থাকে এই
 পুত্ৰ মিষ্টান্নাদি বিষতুল্যান্তঃকরণ ইহা আমাকর্তৃক জাত হইল যে
 হেতুক দুঃখহইতে উদ্ধৃতহয় এবং সন্মানচক্ষু এবং অভ্যাগন
 দাতা এবং নির্ভর আলিঙ্গনে তৎপর এবং পুর বাক্যের জিজ্ঞা
 সাত্তে কৃতাদর এবং চিত্তেতে গুপ্ত বিষ এবং বাহ্যেতে মধুময়
 এবং অতিশয় মায়াপটু এ চমৎকৃত নর্তক কে যে দুর্জয়কর্তৃক
 শিক্ষিত হইয়াছে। তাহা কহিতেছেন নির্বায়ুতে পাশা মত্ত
 হস্তির গর্ভ বিনাশের নিমিত্তে অক্ষুণ্ণ দুহুর জলসমূহ তরণেতে
 নৌকা অন্তর্যারোপস্থিতিতে পুদীপ এই পুকারে পৃথিবীতে তাহা
 নাই যাহার উপায়চিন্তা বিধাতা না করিয়াছেন আমি এই
 জানি যে খলান্তঃকরণ চরিত্রহরণেতে বিধাতাও নিরুদ্যোগ হই
 যাছেন। সম্ভবক পুনর্ব্বার নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল ও হে কি ব্যা
 মোহ শস্যভক্ষক আমি কেন সিন্ধুকর্তৃক বিনাশিত হইব! পুন
 র্ব্বার চিন্তা করিয়া কহিল আমার উপরে এই রাজা কোন লোক
 কর্তৃক বিষটিত হইয়াছেন আমি জানি না বিহারপুষ্ট রাজাহই
 তে সর্ব্বদা ভয় কর্তব্য যেহেতুক নৃপিকের বলাকে সন্ধান করিতে
 যেমন কেহ সমর্থ হয় না তেমনি পৃথিবীপতির অন্তঃকরণ মস্তি
 কর্তৃক বিষটিত হইলে কেহ সন্ধান করিতে শক্ত হয় না অপর

বহু আর রাজবিধটন দুই অত্যন্ত ভয়ানক ইহার মধ্যে বহু এক স্থানেতেই পড়ে অন্য যে রাজবিধটন সে সর্বত্র পড়ে সেইহেতুক যুদ্ধেতে সূতাকেই স্বীকার করি এখন তাহার আজ্ঞা পুতিপালন অনুপযুক্ত যেহেতুক মরিলে স্বর্গ পাঠিব কিম্বা শত্রুকে নষ্ট করিলে সুখ পাইব যেহেতুক বীরেরদের এ দুই গুণ দুর্লভ সংগ্রামের এ সময় যখন যুদ্ধ না করিলেও অবশ্য মৃত্যু যুদ্ধেতেও পুনঃ সংশয় পাণ্ডিতেরা সে কালকেই যুদ্ধের কাল বলেন ইহা চিন্তা করিয়া সম্ভাবক বলিল হে মিত্র কি পুত্রে জীবিত যে এ দুর্ঘটিকা আমাকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছে ইহা বহু দমনক বলিতে ছে যখন এই শুভকর্ষণ উর্জলাঙ্গুল হইয়া সঙ্গতপাদ হইয়া বিস্তারিত মুখ হইয়া তোমাকে দেখিলেক তখন তুঁতিও আগুন পরাক্রম দেখাইবা যেহেতুক নিমেষজ লোক বলবান হইলেও তাহার পরাজয়ের স্থান না হয় দেখে লোকেরা শঙ্করহিত হইয়া ভয়ানক শিতে পাই দেয় কিন্তু গোপনেতে এই সকল অনুষ্ঠান কর্তব্য নতুবা তুমিও থাকিবা না আমিও থাকিব না ইহা কহিয়া করটকের নিকটে গেল। করটক কহিল কি সম্মত হইল দমনক কহিল পরস্পর ভেদ নিম্ণা হইল করটক বলিল সন্দেহ কি যেহেতুক দুর্জনের বান্ধব কে অধিক যাচিত হইলে কে জুড় না হয় ধনেতে কে তৃপ্ত না হয় নিমিত্ত কর্মেতে কে পাণ্ডিত নয় অপর ধূর্ত লোকেরা আহুতিচ্ছাতে উত্তম লোককেও দুষ্টরিত্র করে কেননা বহির নায় শলসংসর্গ কি না করে। দমনক পিজলকের সম্মিধানে গিয়া কহিল হে মহারাজ এই পাণ্ডিত আইল অতএব সমজ্ঞ হইয়া থাক ইহা কহিয়া পূর্বোক্ত আকার করাইল অনন্তর সম্ভাবকও আইল

সেই পুকার বিকারপাশ্বে সিংহকে অবলোকন করিয়া নিজানু
 ক্রমে পরাক্রম করিল তাহার পর তাহারদিগের বড় যুদ্ধ হইলে
 গারে সিংহকর্তৃক সঞ্জীবক বিনাশিত হইল তাহার পর পিঙ্গলক
 সঞ্জীবকে নষ্ট করিয়া বিশ্রাম করিয়া সশোকে ন্যায় থাকিয়া
 রহিল নির্দয় আশীর্ভূত কি দারুণ কৰ্ম্মকৃত হইল যেহেতুক
 সিংহ যেমন হস্তিবধপুষ্প পাপভাগী আপনি হয় মুক্তাদি অন্য
 কর্তৃক উপভুক্ত হয় এইরূপ রাজা ধর্মের অতিক্রমণে আপনি
 পণের আশ্রয় হন রাজা পরকর্তৃক উপভুক্ত হয়। অপর উর্বার
 ভূমির নাশ আর বুদ্ধিমান দাসের নাশ ইহার মধ্যে ভূত্যের নাশ
 রাজারদিগের মরণতুল্য কেননা ভূমি ভুট্টা হইলেও পুনশ্চ মিলে
 ভূত নষ্ট হইলে দুলভ। দমনক বলিতেছে পুত্র এ কি নূতন
 ন্যায় যে বৈরিকে নষ্ট করিয়া সন্তাপ করিতেছে বিজকর্তৃক তাহা
 কথিত আছে পিতা কিম্বা ভ্রাতা কিম্বা পুত্র কিম্বা বন্ধু ইহারাও
 যদি জীবনবিনাশকারক হয় তবে ঐশ্বর্য্য ইচ্ছা করেন যে রাজা
 তৎকর্তৃক বধা হয় আর ধর্ম্ম অর্থ কামের স্বার্থজ্ঞাতা লোক একা
 স্ত দয়ালু হইবেন যেহেতুক ক্রমায়ুক্ত লোক করস্থিত ধনকেও
 রক্ষা করিতে শক্ত হয় না অপর শত্রুতে এবং মিত্রেতে যতিরদি
 গেরই ক্রমা ভুষণ রাজারদিগের অপরাধি লোকেতে সেই ক্র
 মাই দোষ অপর রাজ্যলোভপুষ্প অহঙ্কারেতেই স্বামির পদ যে
 ইচ্ছা করে তাহার পুণত্যাগই এক প্রায়শ্চিত্ত অন্য নয় অপর
 স্বর্ণায়ুক্ত রাজা ও সর্বভক্ষক ব্রাহ্মণ ও অবশীভূতা ভায়া ও দুষ্ট
 স্বভাব সহায় ও পুতিকুল ভূতা ও অনবধানী নিযুক্ত লোক ও যে
 লোক কৃতকে মানে না এ সাত জন ত্যাজ্য। বিশেষতো বেশ্যার
 দ্বারা রাজনীতি অনেকরূপ হয় সত্যভাষিণী এবং মিথ্যাভাষি

নীও হয় নিষ্ঠুরভাবিনী এবং পিয়বানিনীও হয় হননশীলা এবং
 দয়ালুও হয় কৃপণা হয় এবং দানশীলাও হয় ও অনবরত বায়
 শীলা হয় এবং পুচুর মিত্রধনাগমাও হয় এইরূপ দমনককর্তৃক
 পিঙ্গলক পরিতোষিত হইয়া স্বকীয় স্বভাবপাপ্ত হইয়া সিংহা
 মনে উপবিষ্ট হইলেন। দমনক পুফুল্লচিত্ত হইয়া মহারাজ জয়
 হউক ইহা কহিয়া পরমাহুদে থাকিল।

বিষ্ণুমার্মা কহিলেন তোমাদের কর্তৃক সুহৃদ্ভেদ শ্রুত হইল।
 রাজকুমারেরা কহিলেন আপনকার অনুগৃহেতে শুনিলাম আমরা
 আহ্লাদিতও হইলাম। বিষ্ণুমার্মা বলিলেন আরও এই পুকার
 হউক আপনকারদিগের অরিগৃহে সুহৃদ্ভেদ হউক আর কালক
 কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া খল লোক পুত্রহ পুত্রকে পাউক আর লোক
 সকল সুখজনক ঐশ্বর্য্যেতে পরিপূর্ণ হউক আর এই রমণীয় কথা
 রম্ভে সর্ষদা বালকও ক্রীড়া করুন।

ইতি সুহৃদ্ভেদকথা সমাপ্তা।

অথ বিগৃহঃ ।

পুনর্বার কথারম্ভকালে রাজপুত্রেরা কহিলেন হে গুরো আমরা রাজনন্দন এইহেতুক বিগৃহ শুনিবার নিমিত্তে আমরাদিগের কৌতুক আছে । বিষ্ণুশর্মা বলিলেন তোমারদিগের যাহাতে কুচি হয় তাহা কহি শুন । যাহার পুত্রের শৌকার্থ এই মহুরেরদিগের তুলা পরাক্রম হংসের সহিত যুদ্ধেতে কাককর্তৃক শত্রুগৃহে থাকিয়া পুত্ৰায়োৎপাদন করিয়া হংস বধিত হইল রাজকুমারেরা কহিলেন এ কি পুকার বিষ্ণুশর্মা কহিতেছেন ।

কপূরদ্বীপেতে পদ্যুৎকলি নামে সরোবর থাকে তাহাতে হিরণ্যগর্ভনামে রাজহংস বাস করে সকল জনচর পক্ষিকর্তৃক মিলিয়া পক্ষিরাজ্যেতে সে অভিষিক্ত হইল । যেহেতুক সন্মাক পুকার না যক নৃপতি যদি না থাকে তবে সমুদ্রেতে কর্ণধাররহিত নৌকা যেমন বিপ্লুতা হয় এমনি পুজারা উপদ্রুত হয় আর রাজা পুজাকে রক্ষা করেন পুজা রাজাকে বাড়ান বর্দ্ধনহইতে রক্ষণ মঙ্গলদায়ক কেননা রক্ষণ না করিলে বিদ্যমান ও অবিদ্যমান হয় । এক দিন এই রাজহংস অতিশয় বিস্তারিত স্বর্ণনির্মিত কোমল পর্য্যাক্ষেতে পরিবার লোকেতে বেষ্টিত হইয়া সুখোপবিষ্ট আছেন অনন্তর দীর্ঘমুখ নামে বক কোন দ্বীপহইতে আনিয়া পুণাম করিয়া বসিল রাজা বলিলেন হে দীর্ঘমুখ তুমি অন্য দেশহইতে আইলা বৃত্তান্ত কহ সে বলিল হে মহারাজ বহু বাস্তী আছে তাহা কহিবার নিমিত্তেই আমি ত্বরিতে আইলাম তাহা শুন ।

জম্বুদ্বীপেতে বিদ্যা নামে পর্বত আছে তাহাতে চিত্রবর্ণ নামে
 ময়ূর পক্ষিরদের রাজা বাস করে তাহার অনুচর পক্ষিকর্জুক দক্ষা
 রণ্য মণ্ডোতে চরত আমি দৃষ্ট হইলাম আর জিজ্ঞাসিত হইলাম
 কে তুরি ফোথাইহিতে আইলা তখন আমি কহিলাম আমি কপূর
 দ্বীপচক্রবর্তী হিরণ্যগর্ত নামে হংসরাজের অনুচর কৌতুকপু
 য়ক দেশান্তর দেখিতে আসিয়াছি। তাহা শুনিয়া পক্ষিরা কহিল
 তবে এই দুই দেশের মধ্যে কোন দেশ বড় ভাল কোন রাজা বা
 বড় ভাল। অনন্তর আমি কহিলাম আমি কহিতেছি অনেক
 অন্তর গেহেতুক কপূরদ্বীপ স্বর্গই ব্রাহ্মহংস দ্বিতীয় স্বর্গপতি
 ইন্দুতলা এই মন্তব্যেতে পক্ষিরা তোমরা কি কর আমার দেশে
 আইব অন্তর আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই পক্ষিরা সরোষ
 হইল পক্ষিতোষের কর্তৃক তাহা উক্ত আছে সর্পেরদের দুষ্ক
 পান কেবল বিষবর্জক হয় ও মূঢ়েরদিগের উপদেশ ক্রোধের
 নিমিত্তই হয় শান্তির নিমিত্তে হয় না অপর গাণ্ডিতই উপদেশ
 করণোপযুক্ত মুখ কদাচ নয় মুঢ় বানরেরদিগকে উপদেশ করিয়া
 পক্ষিরা হানভুট হইয়াছিল। রাজা কহিলেন এ কি পুকার দীর্ঘ
 মুখ কহিতেছে।

নন্দদাতীরে এক অতিবৃদ্ধ শীতানুলি বৃদ্ধ থাকে সেই তরিতে আ
 পন চঞ্চু করণক নির্মিত নীড়মণ্ডো পক্ষিরা বর্ষান্তেও বৃক্ষেতে বাস
 করে অনন্তর নীলবর্ণ ছবির তুল্য মেঘসমূহেতে গগনমগন আ
 ছর হইলে পরে স্থল পারাণ্ডে অতিবৃদ্ধ বৃদ্ধি হইলসেই তরতলে
 তে বানরেরদিগকে আদুর্ভূত শীতানুলি কল্পিতকলেবর দেখিয়া
 করুণাপূরক পক্ষিরা কহিল ও হে বানরেরা তুমি আমারদিগের
 কর্তৃক চঞ্চুমাতে আহত তৃণকরণক নীড় নির্মিত হইয়াছে

পানি পানাদিবিধিকে তোমরা কেন এই পুকারে অবসন্ন হইতেছ
তাহা শুনিয়া জাতক্ৰোধ বাসরেনা আলোচনা করিল বায়ুরহিত
নীড়মধ্যে অবস্থানপুষ্ট স্ত্রী পক্ষিরা আমারদিগকে নিন্দা ক
রিতেছে ভাল বৃষ্টির উপশম হউক। তাহার পর জনবর্ষণ নিবৃতি
হইলে সেই মর্কটেরা বৃক্ষ আরোহণ করিয়া সকল বাসা ভংগিল
তাহারদিগের অণ্ড সকলও নীচেতে ফেলাইয়া দিল। অতএব
আমি বলি পণ্ডিতই উপদেশকরনোপযুক্ত ইত্যাদি।

বক বলিতেছে অনন্তর পক্ষিরা ক্রোধেতে কহিল তোর রাজ
হংস কাহাকর্তৃক রাজা কৃত হইয়াছে তাহার পর আমিও জাত
ক্রোধ হইয়া কহিলাম তোমাদের ময়ূর কাহাকর্তৃক রাজা কৃত
হইয়াছে ইহা শুনিয়া তাহারা সকলে আমাকে নষ্ট করিতে উদ্য
ত হইল। তাহার পর আমিও নিজ পরাক্রম দেখাইলাম যোহ
তুক স্ত্রীলোকেরদিগের যেমন লজ্জা ভূষণ এমন অন্যাকর্তৃক পরাভব
কালব্যতিরিক্ত কালেতে কুমাই পুরুষেরদিগের ভূষণ এতৎ কতি
কালেতে স্ত্রীলোকেরদিগের যে রূপ নির্লজ্জতা ভূষণ এইরূপ তদা
কর্তৃক পরাভব কালেতে পুরুষের পরাক্রমই ভূষণ। রাজা হাস্য
করিয়া কহিলেন যে জন আপনার ও পরের বলাবল দেখিয়া অহং
না জানে সে জন শত্রুকর্তৃক তিরস্কৃত হয় অপর বায়ু চর্ম্মাবৃত
নির্বুদ্ধি গর্দভ ক্রোড়েতে বহুকালপর্যন্ত পুতাহ শস্য ভক্ষণ কৃত
বাক্য দোনেতে নষ্ট হইল। বক পুশু করিতেছে এ কি পুকার
রাজা কহিতেছেন।

হস্তিনানগরে বিলাস নামে রজক থাকে তাহার এক গর্দভ অ
শিষ্য বহনপুষ্ট দুর্বল মুমূর্ষুর তুল্য হইল অনন্তর সেই রজক
ঐ গাংগাকে বায়ুচর্মেতে আচ্ছাদন করিয়া কাননসমীপে শস্য

মধ্যে নিযুক্ত করিল তাহার পর দূরহইতে তাহাকে দেখিয়া ব্যাধু
 যুদ্ধিতে কেন্দ্রপালকেরা পলায় । অনন্তর এক দিবস কোন শস্য
 পালক ইহৎ পাণ্ডুবর্গ কল্পনেতে শরীরাক্ষাদন করিয়া তীর ধনুক
 সজ্জা করিয়া সঙ্কুচিত শরীরেতে নির্জনেতে থাকিল যথাভিনয়িত
 শস্যাহারপুষ্পক জাতবল পুষ্টকলেবর সেই গর্দভ তাহাকে দূরহ
 ইতে দেখিয়া গর্দভী জ্ঞান করিয়া উচ্চেতে শব্দ করত তাহার স
 ম্মুখে ধাবন করিল । তদনন্তর সে শস্যাক্রমক গর্দভ এই ইহা দীর্ঘ
 কার শব্দেতে নিশ্চয় করিয়া অনায়াসেতে নষ্ট করিল-অতএব
 আমি বসি ব্যাধুচম্বাবৃত ইত্যাদি ।

দ্বৈর্ঘমুখ বলিতেছে তাহার পর পক্ষিরা কহিল অরে পাপ দূত
 বক আমারদিগের স্থানে চরত আমারদিগের স্বামিকে নিন্দা করি
 • তেহিস এইহেতুক তোমারদিগকে এখন মম্মা করা নয় ইহা
 কহিয়া সকলে চঞ্চকরণহ আমাকে ত ডনা করিয়া রম্য ইইয়া
 কহিল দেখ রে মূর্খ তোমার রাজা সেই হংস সর্পপুকারে মদু তা
 হার রামোতে অধিকার নাই যেহেতুক নিতান্ত মদু ব্যক্তি হস্ত
 তলস্থিতও ধনকে রক্ষাকরিতে অসমর্থ সে কি পুকারে পৃথবী শা
 সন করিবেক তাহার রাজ্যই বা কি কিন্তু তুমি কুপমণ্ডুক এইহে
 তুক সে আশুরকে উপদেশ করিতেছ তন ফল এ২০ হায়াতে
 যুক্ত বৃক্ষ সেবাকরণোপযুক্ত কেননা দৈবাৎ যদি ফল না থাকে
 তবে হায়া কে বারণ করে অপর কুন্দুর সেবা কর্তব্য নয় মহ
 তের আশুরই কর্তব্য কেননা শৌণ্ডিকহস্তস্থিত দুগ্ধকেও লোকেরা
 মদিরা বলে। সিংহের অনুগৃহেতে ছাগলও বনেতে নির্ভয় ইই
 বা চরে অপর আশুরাশ্রিত সম্বন্ধপুয়ুক্ত হস্তিশেষ্টও যেরূপ ধর্শ

শেষ ক্ষুদ্রতাকে পায় এইরূপ ভগবান মহালোকও ক্ষুদ্রের আশ্রয়ে
তে তুচ্ছ থাকে পায় । বিশেষত অতিসমর্থ রাজ্যে ছলোক্তি
তেও কার্য সঙ্গর হয় কেননা শশকেরা চন্দ্রস্বস্তি ছলোক্তি দ্বারা
সুগোতে আছে । আমি কহিলাম এ কি পুকার পক্ষিরা কহিল ।

কোন সময় বর্ষাকালে অনাবৃষ্টিহেতুক তৃষ্ণাতুর গজযুথ যুথপ
তিকে কহিল হে পুত্রে আমারদিগের জীবনের নিমিত্তে কি উপায়
ক্ষুদ্র জন্তুরদিগের মজ্জন স্থান নাই আমরা অবগাহনস্থানের অভাব
পুষ্টক মৃতের ন্যায় আছি কি করিব কোথা যাইব তাহার পর
গর্ভরাজ গিয়া সমীপে এক ভাল জলাশয় দেখিল । অনন্তর ষিছু
দিন গেলে পরে সেই সরোবর সমীপস্থি ষিছু শশকেরা হস্তি প
দাঙ্গাতদ্বারা চূর্ণ হইল শিলীমূখ নামে শশক ভাবনা করিল তৃ
ষ্ণার্ন্ত এই হস্তিযুথ পুতাহ এই স্থানে আনিবেক অতএব আমার
দের কুল নষ্ট হইবেক । তদনন্তর বিজয় নামে বৃদ্ধ শশক বলিল
বিবশ হইও না ইহাতে আমি পুতিকার করিব তাহার পর পুতি
জা করিয়া চলিল ও গমন করত সে আলোচনা করিল হস্তিযুথ
সন্নিপায়ে থাকিয়া কি পুকারে বলিব যেহেতুক হস্তী স্নর্শ করত নষ্ট
করে সর্প স্থান করত নষ্ট করে রাজা পলায়ন করত নষ্ট করে দু
র্জন হাস্য করত নষ্ট করে অতএব পর্বত শিখরে আরোহণ করিয়া
যুথপতিকে কহি তাহা করিলে যুথপতি কহিল কে তুমি কোথা হ
ইতে আইলা । সে বলিল আমি শূশক ভগবান চন্দ্র আপনকার
নিকটে পুরণ করিয়াছেন যুথনাথ কহিল কার্য্য কহ বিজয় বলি
তেছে শত্রু উখিত হইলেও দূত অনাথা কহে না গেহেতুক দূত
অবধ্যভাবেতে সর্বদাই যথার্থের বক্তা হয় সেইহেতুক আমি তাঁ
হার আজ্ঞাতে বলি এখন যে এই চন্দ্র সরোবরের রক্ষক শশকেরা

তোমাকর্তৃক দূরীকৃত হইয়াছে তাহা অনুচিত করিয়াই সে শশ
কেনা বহুকাল আমারদের রক্ষিত অতএব আমার নাম শশাক এই
পুসিদ্ধি আছে। এই পুকারে দূত কহিলে পরে যুথদ্বামী ভয়েতে
ইহা কহিল অবধান কর অজ্ঞানপুয়ুত ইহা করিয়াছি পুনর্বার
করিব না দূত বলিল যদি এইরূপ তবে এই সরোবরে কোপেতে
কল্লিতকলেবর ভনবান্ শশাককে পুণাম করিয়া পুসন্ন করিয়া
গমন কর। অনন্তর রাত্রিতে যুথপতিকে লইয়া জলেতে ফেল চন্দ্র
মণ্ডল দেখাইয়া যুথদ্বামিকে পুণাম করাইল আর সে কহিল হে
চন্দ্র অজ্ঞানপুয়ুত ইনি অপরাধ করিয়াছেন তাহা ক্ষমা কর নারা
স্তর এরূপ করিবেন না ইহা কহিয়া পুধান করাইল। অতএব
আমি বলি অতিসমর্থ রাজাতে ইত্যাদি।

তাহার পর আমি কহিলাম সেই মহাপুতাপী অতিসমর্থ আ
মারদের স্বামী রাজহংস তাঁহাতে ত্রিভুবনের কর্তৃত্ব উচিত হয়
রাজা কি। তখন আরে দুষ্ট তুই আমারদের স্থানেতে চরিত্তজিস
ইহা কহিয়া পক্ষিরা আমাকে চিত্রবর্ণের সমিধানে লইয়া গেল
তদনন্তর রাজার অগ্রেতে আনাকে দেখাইয়া তাহারা পুণাম করি
য়া কহিল হে মহারাজ অবধান করুন এই দুষ্ট বক যে আমার
দের দেশে চরতও মহারাজের চরণের নিন্দা করে। রাজা কহিল
কে এ কোথাইহিতে আসিয়াছে তাহারা কহিল হিরণ্যগর্ভ নামে
রাজহংসের অনুচর কর্পূরধীপইহিতে আসিয়াছে। অনন্তর গৃধ্র
মজ্জিকর্তৃক আমি জিজ্ঞাসিত হইলাম সেখানে পুধান মজ্জী কে
আমি কহিলাম সকল শাস্ত্রার্থবেত্তা সর্বজ্ঞ নামে চক্রবাক। গৃধ্র
বলিতেছে উপযুক্ত বটে এ ব্যক্তি স্বদেশজাত যেহেতুক নিজ দেশ

জাত কুলাচারবেত্তা উৎকোচধনাগাহক পবিত্র মন্ত্রজাতা বাসন
 রহিত ব্যাভিচারদোষেতে রহিত ব্যবহারজ্ঞ উত্তম বংশজাত
 খ্যাত পণ্ডিত ধনের উৎপাদক এতাদৃশ ব্যক্তিকে রাজা মন্ত্রি করি
 বেক । ইত্যবসরে শ্রুত কহিল হে রাজাধিরাজ কপূরদ্বীপপুভূতি
 ক্ষুদ্রদ্বীপ জম্বুদ্বীপের মধ্যেই তাহাতেও মহারাজের চরণের পুভূত
 তাহার পর রাজকর্তৃকও কথিত হইল এই বটে যেহেতুক মদিরা
 পানাদিপুয়ুক্ত মত্ত ও বালক ও অবिवেচক ও ধনগর্ষিত ইহার দূ
 ঙ্গাপ্য বস্তুকেও অভিনাষ করে যাহা পুংপ্য হয় তাহার কথা কি ।
 তদনন্তর আমি কহিলাম যদি বাক্যমাত্রেতেই স্বামিত্বসিদ্ধি হয়
 তবে জম্বুদ্বীপেতেও আমারদের স্বামি হিরণ্যগর্ভের পুভূত আছে
 শ্রুত বলিতেছে ইহাতে কি নিশ্চয় আমি কহিলাম যুদ্ধই । রাজা
 হাস্য করিয়া কহিলেন আপন পুভূকে গিয়া পুস্তত কর তখন
 আমি কহিলাম আপন দূতকেও পাঠাও । রাজা বলিলেন দৌত্য
 কর্ম্মেতে কে যাইবে যেহেতুক এই পুকার দূত কর্তব্য অনুরক্ত গুণ
 বান্ পবিত্র নিপুণ বাবদূক বাসনরহিত ক্রমায়ুক্ত পরমর্ম্মবেত্তা
 বুদ্ধগ অনুভবদ্বারা কার্য্যবোধী এতাদৃশ লোক দূত হয় । গৃধ্র
 বলিতেছে অনেক দূত আছে কিন্তু বুদ্ধগই কর্তব্য যেহেতুক মহা
 দেবের কণ্ঠলগ্ন কালকূটেরও মালিন্য যায় নাই ইহা দেখিয়া
 স্বামির পুসন্নতাকেই করে ঐশ্বর্য্যকে অভিনাষ না করে অর্থাৎ এ
 তাদৃশ লোককেই দৌত্যাদি কর্ম্মেতে নিযুক্ত করিবেক । সেইহে
 তুক শ্রুতই গমন করুন হে শ্রুত তুমিই ইহার সহিত গমন করিয়া
 আমারদের বাঞ্ছিত বল শ্রুত বলিতেছে মহারাজ যে পুকার আজ্ঞা
 করেন কিন্তু এই বক দুর্জন এইহেতুক ইহার সহিত গমন করিব
 না তাহা পণ্ডিতকর্তৃক উক্ত আছে এল লোক দুষ্কর্ম্ম করে সজ্জ

নেতে অবশ্য ফলে রাবণ সীতাকে হরণ করিল সমুদ্রের বন্ধন হইল অপর দুষ্ট লোকের সহিত থাকিবে না গমনও করিবে না কেননা কাক সমভিব্যাহারে হংস থাকত এবং বর্তক গমন করত নষ্ট হইল । রাজা বলিলেন ইহা কি রূপ শুক কহিতেছে ।

উজ্জয়নীর পাথের মধ্যে এক পুষ্ক বৃক্ষ থাকে তাহাতে হংস আর কাক বাস করে গুণ্ডা কালেতে এক দিন কোন পক্ষি শান্ত হইয়া তরুতলেতে ধনু ও শর রাখিয়া নিদ্রা গেল তাহাতে কিঞ্চিৎ কালের পর তাহার মুখহইতে বৃক্ষদ্বারা গেল । তদনন্তর সখ্য কি রণবাপ্ত তাহার মুখ দেখিয়া ঐ বৃক্ষস্থিত হংস দয়াহেতুক পক্ষ দ্বয় বিস্তার করিয়া পুনর্বার তাহার মুখেতে ছায়া করিল তাহার পর সে অতিশয় নিদ্রা গেল সুখেতে মুখ ব্যাদান করিল অনন্তর স্বভাব দুর্জনতাহেতুক পরসুখাসহনশীল ঐ কাক সেই মুখেতে বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া পলাইল তৎপরে যখন ঐ পক্ষি উচিয়া উঠে তে অবলোকন করিল তখন তৎকর্তৃক সে হংস নিরীকৃত হইয়া বাণকরণক বিদ্ধ হইয়া বিনাশিত হইল । বর্তকের কথাও কহি ।

এক দিবস ভগবান্ গরুড়ের যাত্রাপ্রসঙ্গেতে সকল পক্ষিরা সমুদ্র ভীরে গেল তদনন্তর কাকের সঙ্গেতে বর্তক চলিল । তাহার পর যাইতেছিল যে গোপ তাহার ভাঙহইতে পুনঃ সেই কাক দধি খাইতে লাগিল । অনন্তর যখন ঐ গোপাল দধিভাঙকে ভ্রমিতে রাখিয়া উদ্ধেতে নিরীক্ষণ করিল তখন তাহাকর্তৃক কাক ও বর্তক অবলোকিত হইল তদনন্তর তাহাকর্তৃক দ্রুত হইয়া কাক পলাইল বর্তক স্বভাবতো নিরপরাধ মন্দগতি তাহাকর্তৃক পাপ হইয়া ব্যাপাদিত হইল । এই নিমিত্তে আমি বলি দুষ্ট লোকের সহিত থাকিবে না ইত্যাদি ।

তাহার পর আমি বলিলাম ভ্রাতা শুক এ কি বলিতেছ আমার
পুতি শ্রীধর মহারাজ যে রূপ আপনিও সে রূপ শুক করিল এই
বটে কিন্তু দুর্জয়কর্তৃক পুয় অথচ সম্মত কথিত হইলেও অকাল
পুত্রের ন্যায় ভয় জন্মায় আপনকার বচনেতেই দুর্জনত্ব অংগত
হইয়াছে যে এই দুই রাজার সংগৃহীতে আপনকার বাক্যই
কারণ দেখে সাক্ষাৎও অপরাধ করিলে মূর্খ মানুষের তে তুষ্ট হয় কে
ননা উপপতির সহিত আপন জায়াকে রথকার মস্তকেতে করিয়া
ছিল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন এ কি পুকার শুক বলিতেছে।

যৌবনশ্রী নগরে মন্দমতি নামে রথকার ষাঁকে সে আপন পত্নী
কে দুষ্টরিয়া করিয়া জানে কিন্তু উপপতির সহিত একস্থানে নিজ
চক্ষুতে কখন দেখে না। তারপর ঐ রথকার আমি অন্য গায়ে গ
মন করি ইহা করিয়া চলি ন কিছু দূর গিয়া পুনশ্চ আনিয়া পর্য্যক
তলে নিজগৃহে পুচ্ছন হইয়া থাকিল। অনন্তর রথকার গায়া
স্তরে গিয়াছে ইহাতে সেই জার জাতপুতায় হইয়া সাংস্কে
তেই আইল অনন্তর তাহার সহিত সেই খট্টাতে ক্রীড়া করত প
র্য্যাক্ততলম্বিত স্বামির কিঞ্চিৎ অঙ্গল্লর্শেতে স্বামিকে রূপটী জানিয়া
বিষণ্ন হইল তাহার পর উপপতি করিল কেন তুমি অদ্য আমার
সহিত গাঢ় রমণ করিতেছ না তুমি আমার সম্বন্ধ বিমিতার ন্যায়
পুতিভা পাইতেছ। সে কহিল হে অনভিজ্ঞ সে আমার পুণনাথ
যাঁহার সহিত আমার বাল্যাবধি বন্ধুতা তিনি আজি গুমাস্তরে
গিয়াছেন তাঁহাব্যতিরেকে সমস্ত মনুবাতে গুম পূর্ণ থাকিলেও
আমার পুতি কাননতুল্য পুকাশ পাইতেছে কি হইবে তিনি
পরস্থানে কি ভ্রমণ করিয়াছেন কি পুকারে বা শয়ন করিয়াছেন
এই নিমিত্তে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। জার কহিতেছে

তোমার কি এই পুকার স্নেহস্থান রথকার। বন্ধনী বলিল করে বরষ
 কি বলতেছি। তখন আমি বর্জ্যক যে স্ত্রী নিখর বাক্যও কথিত হয়
 ও কোপচক্রেতে দৃষ্ট হয় সে সুপুনামসী স্ত্রী ভর্তার ধর্মভাগিনী হয়
 অপর নগরস্থই বা হউক বনস্থই বা হউক অপরিচিতই বা হউক ন
 বিদ্রুই বা হউক স্বামী যে স্ত্রীলোকেরদি গর পিয় হয় সেই স্ত্রীলো
 কেরদিগের উত্তম স্বর্গ হয় অপর নারী জনের অলঙ্কারবিত্তি কেও
 স্বামী উত্তম অলঙ্কার ভর্তৃকর্জক দিহিহিতা যে নারী সে শোভিতা
 হইয়াও শোভিতা নয় তুমি উপপতি দৃষ্টমতি অন্তঃকরণে চাকল্য
 প্রযুক্ত পুরু তাহ্মুলের নায়ক হইয়াছি সেবা হও কদাচিত্ত সেবা না
 হও। তিনি ভর্তা আমার বিক্রয় করিতে ও দেবতার ও বুদ্ধনকে
 দিতে পুত্ৰ হন কি বিস্তর কহিব তিনি কহিলে বাঁচি তাঁহার মরণ
 হইলে অনুমরণ কহিব এই পুতিজা আছে যেহেতুক মনুষ্যশরীরে
 সার্বভিন কোটি লোম আছে যে স্ত্রী স্বামির সহিত সহমরণ করে
 সে স্ত্রী তাবৎকাল স্বর্গেতে বাস করে এবং ব্যালগাহী যেমন গর্ভ
 হইতে সর্গকে উদ্ধার করে সেইরূপ পাতিকে উদ্ধার করিয়া নাইয়া
 স্বর্গেতে যায় অপর যে পুয়া স্ত্রী চিতাতে মৃত পাতিকে আনিজন
 করিয়া আপনার শরীরকে ভাঙ্গা করে শতমন্ধ্যাও পাপ করিয়া
 এই স্ত্রী স্বামিকে গুহন করিয়া দেবলোকে গমন করে। এই সকল
 কনিয়া রথকার বলিল আমি অন্য যাহার এতাদৃশী পিতৃভাষিণী
 স্বামিবৎসলা পত্নী ইহা কন্তুকরণে করিয়া স্ত্রীপুরুষ সহিত সেই
 খটাকে মড়কে করিয়া আছাড়দেতে নড়া করিল। এই নিমিত্ত
 আমি বলি সাক্ষাৎও অপরায় করিলে ইত্যাদি।

তাহার পর সেই রাজা ব্যবহারানুসারে আমাকে সম্মান করিয়া
 বিদায় করিলেন ওকণ্ড আমার পশ্চাৎ আসিতেছে এই সকল আ

নিয়া যাহা কর্তব্য তাহা অনুসন্ধান কর। চক্রবাক হাস্য করিয়া
 কহিল হে মহারাজ বক দেশান্তরে গিয়া সামর্থ্যানুসারে রাজকার্য্য
 অনুষ্ঠান করিয়াছে কিন্তু হে ভূপাল মুখেরদের এই স্বভাব যেহে
 তুক শতও দিবসক তথাপি বিবাদ করিবেন না। ইহা পণ্ডিতের স
 ম্মত কারণ ব্যতিরেকে ও যুদ্ধ ইহা মুখের লক্ষণ। রাজা কহিলেন
 অতীতের অনুভবেতে কি পুরোজন উপস্থিত অনুসন্ধান কর। চক্র
 বাক বলিতেছে হে মহারাজ নির্জনে বলিব যেহেতুক বর্ণদ্বারা
 আকারদ্বারা পুতিধুদ্বারা চক্ষুর্বিকারদ্বারা মূগবিকারদ্বারা পণ্ডি
 তেরা মানস তর্ক করে সেইহেতুক নির্জনে মন্তব্য করিবেন অপর
 আকারদ্বারা ইঙ্গিতদ্বারা গমনদ্বারা চেষ্টাদ্বারা বাক্যদ্বারা চক্ষুর
 বিকারদ্বারা মুখের বিকারদ্বারা অন্তর হৃত মন জ্ঞাত হয়। রাজা
 ও মন্ত্রী সে স্থানে থাকিল অন্য লোকেরা স্থানান্তরে গেল চক্রবাক
 বলিতেছে হে মহারাজ আমি এইরূপ বুঝিতেছি আমারদের কোন
 নিয়োগি লোকের পুনর্গতের নিমিত্তে বক এই অনুষ্ঠান করিয়া
 ছেন যেহেতুক চিকিৎসকেরদিগের রোগীই মঙ্গল অধিকারি লো
 কেরদের ব্যসনি ব্যক্তিই মঙ্গল পণ্ডিতেরদের মুখই জীবন রাজার
 দিগের উত্তম জাতিই জীবন। রাজা বলিল হউক ইহাতে হেতু
 পাশ্চাৎ নির্ণয় করা যাইবে ইদানী মাহা কর্তব্য তাহা নিরূপণ কর।
 চক্রবাক বলিতেছে হে মহারাজ দূত পুহান করুক তবে অনুষ্ঠান
 এবং বলাবল জানিব নিজদেশের ও পরদেশের কার্য্যাকাংক্ষার
 ধর্শনেতে পৃথিবীপতির দূতই চক্ষু হয় যাহার চর নাই সে অন্ধই।
 সে দ্বিতীয় বিশ্বস্ত লোককে লইয়া যাউক তাহার সহিত ও দূত
 আপনি সে স্থানে অবস্থান করিয়া দ্বিতীয় মনুষ্যকে সে স্থানের
 মঙ্গলারস্থান নিরূপণ করিয়া কহিয়া পাঠাউক বিজ্ঞকর্তৃক তাহা

উক্ত আছে তীর্থস্থানভেদে এবং দেবস্থানেতে শাস্ত্রজ্ঞানহেতুক
তপস্বিচিহ্নেতে চিহ্নিত স্বকীয় দূতদ্বারা সমস্ত জ্ঞাত হইবেক যে
জলে ও স্থলে চরে সেই গুঢ় চার সেই হেতুক এই বককেই নি
য়োগ কর এইরূপ দ্বিতীয় কোন বক যাউক তাহার গৃহের লো
কেরা রাজদ্বারে থাকুক কিন্তু হে রাজাধিরাজ ইহাও অত্যন্ত গোপ
নে কর্তব্য যেহেতুক মন্ত্রণা ঘটকর্ন ইহিলে ভিন্ন হয় আর বার্তা
পুষ্প হইলে ভিন্ন হয় এই নিমিত্তে রাজা আপনি দ্বিতীয় মন্ত্রির
সহিত মন্ত্রণা করিবেক দেখ হে নৃপতি মন্ত্রভেদ ইহিলে যে দোষ
হয় তাহা সমাধান করিতে শক্য হয় না নীতিজ্ঞেরদিগের মত এই
রাজা বিবেচনা করিয়া কহিলেন আমি উত্তম চর পাইয়াছি।
মন্ত্রী বলিতেছে তবে যুদ্ধেতে জয়ও পাইলা ইত্যবসরে ধারী পু
বেশ করিয়া পুণাম করিয়া বলিল হে মহারাজ জয়দ্বীপহইতে
শুক আসিয়া দ্বারেতে আছে। রাজা চক্রবাককে অবলোকন করি
লেন চক্রবাক কহিল আশাসেতে গিয়া থাকুন পশ্চাৎ আনিয়া
দেখা যাইবে দ্বাররক্ষক তাহাকে আশাস্থানে লইয়া গেল রাজা
কহিলেন সৎগুণ উৎপন্ন চক্রবাক বলিতেছে হে মহারাজ পুথ
মেতে রণ কর্তব্য নয় যেহেতুক সে কি দাম আর সে কি মন্ত্রী যে
অগ্নেতেই নৃপতিকে বিচার না করিয়া রণের উদ্যম করিতে এবং
স্বকীয় স্থান ত্যাগ করিতে পরামর্শ দেয়। অপর বিপক্ষকে জয়
করিবার নিমিত্তে সামাদিদ্বারা যত্ন করিবেক সৎগুণদ্বারা কদাচ
করিবে না যেহেতুক যুধ্যমান দুই জনের মধ্যে কাহার জয় ইহা
নিশ্চয় জানা যায় না অপর সাম দান ভেদ ইহার পুত্রেকে কিহা
সমস্তেতে বিপক্ষকে সমাধান করিতে যত্ন করিবেক কদাচ যুদ্ধে

তে করিবে না। অপর অকৃতযুদ্ধ সকল লোকই বীর কেননা পরের শক্তি না দেখিয়া কে গর্হিত না হয় আর মনুষ্যকর্তৃক যেমন কাষ্ঠ করণক পাষাণ উত্থাপিত হয় তেমন মনুষ্যকর্তৃক কাষ্ঠবাতিরেকে পুস্তর উত্থাপিত হয় না অল্প উপায়েতে যে মহৎকার্য্য নিষ্পন্ন হয় ইহা মন্ত্রণার বড় ফল কিন্তু সংগ্ৰাম উপস্থিত দেখিয়া ব্যবহার কর যেহেতুক সময়ানুগারে উদ্যোগেতেই যেমন কৃষি ফল বভী হয় সেইরূপ হে মহারাজ রক্ষণহেতুক এই নীতি চিরকালে তে ফলে। অপর অনাসন্ন কার্য্যেতে বড় লোকের ভীততা গুণ কার্য্য আসন্ন হইলে শৌর্য্যই গুণ আর সল্লোকেরা বিপত্তিতে ধৈর্য্যাবলম্বন করে অপর পুথমত উত্তাপ নিশ্চয় সকল কার্য্যের বিঘ্ন কেননা অত্যন্ত শীতল হইয়াও জন কি পরিত্রক ভেদ করে না বিশেষে মহাবল ঐ চিত্রবর্ণ রাজা যেহেতুক বলবানের সহিত যুদ্ধ করিবেক ইহা নিদর্শন নাই কেননা মনুষ্যেরদিগের হস্তির সহিত যে যুদ্ধ সে মরণকে উপস্থিত করে। অপর সময় না পাইয়া বলবান অপকারকে যে বস্ত্রে সে মূর্খ কেননা যেমন পিপীলিকা দির পালকের উৎপত্তি এইরূপ বলির সহিত কলহ। আর কমঠ শরীরের ন্যায় সঙ্কোচ পাইয়া পুহারকেও সহ্য করিবেক নীতিজ্ঞ ব্যক্তি সময়ানুসারে খল সর্পের ন্যায় উঠিবেক উপায়জ্ঞ ব্যক্তি বড় বিষয়েতে কিম্বা অল্প বিষয়েতে সমানই ক্রম হয় নদীবেগে যেমন তৃণ সকলকে উন্মুলন করে এইরূপ বৃক্ষ সকলকেও উন্মুলন করে অতএব তাহার মূতকেও আশ্বাস করিয়া তাবৎপর্য্যন্ত রাখ যাবৎপর্য্যন্ত দুর্গ সসজ্জ না হয় যেহেতুক প্রাকারস্থ ধনুর্ধর এক ব্যক্তি শত লোকের সহিত যুদ্ধ করে শত লোক লক্ষ লোকের সহিত যুদ্ধ করে সেইহেতুক দুর্গ প্রশস্ত হয়। আর অদুর্গ দেশ কোন

বৈরিকর্তৃক পরাভব হান না হয় নৌকাচ্যুত মনুষ্যের ন্যায় অদুর্গ
 রাজা আশুয় কর্তব্য নয় পর্বত নদী মরুভূমি অরণ্য আশুরেতে
 উচ্চ প্রাকারযুক্ত অতিশয় খাত সমস্ত সজল দুর্গ করিবেক বিস্তীর্ণ
 অতিবিষম ও ধন ধান্য লবণাদিযুক্ত ও পুবেশ নির্গমরহিত এই
 সাত দুর্গ সঙ্গতি। স্বামী অমাত্য সূক্ত কোষ রাষ্ট্র দুর্গ বল
 ইহার পরম্পর উপকারি সপ্তাঙ্গ রাজ্য হয় দুর্গাধ্যক্ষ বনাধ্যক্ষ
 শনাধ্যক্ষ রাজা দূত পুরোহিত দৈবজ বৈদ্য ইহার। মন্ত্রকারক
 হয়। রাজা বলিলেন দুর্গের অনুসন্ধানেন্তে কে নিযুক্ত হইবে চক্র
 বাক বলিতেছে যে কথ্যেতে যে দক্ষ সেই কথ্যেতে তাহাকে নি
 যোগ করিবেক অদৃষ্টকর্ম্ম। যে লোক সে শাস্ত্রজ হইদেও কথ্যে
 মুগ্ধ হয় সেহেতুক সারসকে আহ্বান কর তাহা করিলে পর সা
 রসকে আগত দেখিয়া রাজা বলিলেন ও হে সারস তুমি শীঘ্র দু
 র্গের অনুসন্ধান কর সারস পুণ্য করিয়া বলিল হে মহারাজ এই
 বৃহৎ সরোবর অনেক কাল দুর্গ নিরূপিত আছে কিন্তু এই মধ্য
 বর্ত্তি দ্বীপে দুব্য সঙ্গুহ করুন যেহেতুক হে মহারাজ সকল সঙ্
 গুহইতে ধান্যের সঙ্গুহ উত্তম কেননা মুগ্ধেতে নিকৃষ্টরত্ন যে
 জন সে জীবন ধারণ করে না এবং সকল রসের মধ্যে লবণরস
 উত্তমরূপে খাত তাহা ব্যতিরেকে ব্যঞ্জন গোমুয়ের ন্যায় হয়
 রাজা কহিলেন ত্বরিতে গিয়া সমস্ত অনুষ্ঠান কর। পুনর্বার পু
 বেশ করিয়া দ্বারী বলিতেছে হে রাজা পিরাজ সিংহলদ্বীপইতে
 মেঘবর্গ নামে কাক সপরিবারে আসিয়া দ্বারেতে আছে মহারা
 জার চরণ দেখিবার নিমিত্তে বাঞ্ছা করিতেছে রাজা বলিলেন কা
 কেরা সর্বজ্ঞ হয় এবং বহুদর্শী হয় অতএব সঙ্গুহ কর্তব্য

ইহা বৃক্ষিতেছি চক্রবাক বলিতেছে হে মহারাজ এই বটে কিন্তু
কাক হুলচর সেই জনো আমারদিগের বিপক্ষেতে মিত্রকৃতি
পুকারে সঙ্গীত করা যায়। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন যে
লোক স্বপক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া পরপক্ষতে আসক্ত হয় সে
মূর্খ নীলবর্ণ শূণালের ন্যায় পরকর্তৃক হত হয় রাজা কহিলেন
এ কি পুকার মজী কহিতেছে।

কাননেতে কোন শূণাল থাকে সে আপন ইচ্ছাতে নগরোপান্তে
ভ্রমণ করত নীলীভাণ্ডে পড়িল অনন্তর তাহাইহিতে উঠিতে পারিল
না পুভাত কালে আপনাকে মৃতের ন্যায় দেখাইয়া থাকিল।
তার পর নীলীভাণ্ডের স্বামী ইহা জানিয়া তাহাইহিতে উঠাইয়া
দূরে লইয়া ফেলিল সে স্থানইহিতে জম্বু পলাইল অনন্তর এ শূ
ণাল অরণ্যে গিয়া নিজ শরীরকে নীলবর্ণ দেখিয়া চিন্তা করিল
আমি উত্তমবর্ণ হইয়াছি তবে আমি আপনার উৎকৃষ্টতাকে কেন
সাধন না করি এই আলোচনা করিয়া শূণালেরদিগকে আহ্বান
করিয়া সে কহিল ভগবতী বনদেবতার্তৃক স্বহস্তদ্বারা সর্বৌষধি
করণক বনরাজ্যেতে আমি অভিষিক্ত হইয়াছি এইহেতু আজি
অবধি কাননেতে আমার আজ্ঞাতে কর্ম কর্তব্য। শূণালেরা তাহাকে
উত্তম বর্ণ দেখিয়া অষ্টাঙ্গ পূজা করিয়া কহিল হে মহারাজ আ
পনি যে রূপ আজ্ঞা করেন এই পুকারে সমস্ত বনবাসি পশুতে তাহা
র পুভুত্ব হইল অনন্তর সে স্বকীয় জাতিতে পরিবৃত্ত হইয়া মহত্ব
সাধন করিল তাহার পর সে ব্যাঘ্র সিংহাদি উৎকৃষ্ট পরিজনকে
পাইয়া সভাতে শূণালেরদিগকে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া সকল জা
তিকে অপমান করিয়া দূর করিল তদনন্তর শূণালেরদিগকে বিমনা
দেখিয়া কোন বৃদ্ধ জম্বুক এই পুতিজ্ঞা করিল তোমরা বিষয় হইও

না নীতিজ্ঞ মর্ষাবিৎ আমরা এই অনভিজ্ঞকর্তৃক যে পরাজিত হইয়াছি সেইহেতুক যেরূপে এ নষ্ট হয় তাহা কর্তব্য এই ব্যাধু পুত্ৰ তিরা বর্ণ মাত্র দেখিয়া শূণ্য ন জানিয়া ইহাকে রাজা করিয়া মানে তবে এ যেরূপে পরিচিত হয় সেইরূপ কর তাহাতে এই পুকার কর্তব্য সকলে সায়েৎকালে সমীপেতে এক কালেই অতি শয় শয় করিবা তাহার পর সেই শয় শব্দ করিয়া জাতিসভার হেতুক সেও রব করিবেক। অনন্তর সেই পুকার করিলে তাহা হইল যেহেতুক তাহার যে স্বভাব আছে সে সর্বদাই অপরিহার্য কেননা যদি কুকুর রাজা কৃত হয় তবে সে কি চক্ষুপানকা ভোজন করে না তাহার পর শব্দেতে জ্ঞান করিয়া ব্যাধু সে শূণ্যমকে নষ্ট করিল। বিজেরা তাহা কহিয়াছেন ছিদ্র ও মর্ষ ও বল সমস্তই নিজ বিপক্ষ লোক জানে আর অগ্নি যেমন শুষ্ক বৃক্ষকে দাহ করে এইরূপ অন্তঃকরণস্থ ব্যাপারকে দাহ করে অতএব আমি বলি যে লোক স্বপক্ষকে তাগ করিয়া ইত্যাদি।

রাজা কহিলেন যদ্যপি এইরূপ তথ্যপি দেখ এ ব্যক্তি দূরহইতে আসিয়াছে তাহার সংগৃহেতে বিচার করা যাইবে। চক্রবাক বলি তেছে হে মহারাজ চর পাঠান গিয়াছে দুর্গও পুস্তত হইয়াছে অতএব শুককে আনিয়া পাঠান যেহেতুক বলবান দূতের নিয়োগ দ্বারা নন্দনামে রাজা চানক্যকে নষ্ট করিয়াছেন সেই নিমিত্তে বীরযুক্ত হইয়া দূরহইতে ব্যবহিত দূতকে দেখিবেক। অনন্তর সভা করিয়া শুক এবং কাককে আহ্বান করিল শুক কিঞ্চিৎ উর্ধ্ব মস্তক হইয়া দস্তাননে বসিয়া বলিতেছে ও হে হিরণ্যগর্ভ তোমা কে মহারাজাধিরাজ ক্রীমন্দিবর্ণ আজ্ঞা করিয়াছেন যদি পুণে কিম্বা সম্ভবিত্তে পুয়োজন থাকে তবে শীঘ্র আসিয়া আমার চর

যেতে পুণ্যম কর নতুবা অবস্থানের নিমিত্তে স্থানান্তর চেষ্টা কর
 রাজা হুটু হইয়া কহিলেন আঃ আমার অণুতে কেহ নাই যে ই
 হাকে গলাতে হাত দিয়া বাহির করিয়া দেয় । মেঘবর্ণ উঠিয়া
 বলিতেছে হে মহারাজ আজ্ঞা করুন দুই শতকে নষ্ট করি সর্ব্বজ্ঞ
 রাজাকে এবং কাককে সন্তুষ্ট করত বলিতেছে শুন যে সভাতে
 বৃদ্ধ নাই সে সভাই নয় যে বৃদ্ধেরা ধর্ম্ম বলে না তাহার বৃদ্ধই নয়
 যে ধর্ম্মেতে সত্য নাই সে ধর্ম্মই নয় যে সভাতে হল আছে সে
 সভাই নয় যেহেতুক এই ধর্ম্ম ঘোলু দূতও অবধা হয় যেহেতুক
 রাজা দূতমুখ অতএব শত্রু উত্থিত হইলেও দূত অন্য পুকার বলে
 না আর কোন ব্যক্তি দূতের বাক্যেতে আপনাকে অধম করিয়া ও
 পরকে উত্তম করিয়া মানে দূত সর্ব্বদাই অকম্বাভাবেতে সমস্তই
 বলে । তাহার পর রাজা এবং কাক আপন সভাবকে পাইল
 শতও উঠিয়া চলিল পশ্চাৎ চক্রবাককর্তৃক আনয়ন করিয়া পু
 বোধ করিয়া স্বর্ণালঙ্কারাদি দিয়া পুরিত হইয়া গেল । শতও
 বিজ্ঞাচলের রাজাকে পুণ্যম করিল । রাজা কহিলেন শত বৃত্তান্ত
 কি এ দেশ কি রূপ শত বলিতেছে হে মহারাজ সংক্ষেপেতে
 এই বার্তা ইদানী সংগৃহের উদ্যোগ করুন এ কর্পূরদ্বীপ দেশে
 স্বর্গের এক দেশ রাজাও দ্বিতীয় স্বর্গপতি কি পুকারে বর্ণনা
 করিতে সমর্থ হই । অনন্তর সকল শিষ্টেরদিগকে আহ্বান ক
 রিয়া মজ্ঞা করিবার নিমিত্তে বসিলেন আর কহিলেন সংপুতি
 কর্তব্য যুদ্ধেতে যে পুকার কর্তব্য তাহা উপদেশ কর কিন্তু যুদ্ধ
 অবশ্য কর্তব্য । তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন সম্ভব রাজারা যে
 মন নষ্ট হয় এমনি অসম্ভব ব্যাকরণেরা নষ্ট হয় এবং লজ্জিতা
 বেশ্যারা নষ্ট হয় এবং মির্জজ কুনজীরা নষ্ট হয় । দূরদর্শী

নামে গৃধু বলিতেছে হে মহারাজ বাসনিভূহেতুক যুদ্ধ বিহিত নয়
 যেহেতুক মিত্র মন্ত্রী সূর্য্য সকল যখন অনুগত হয় আর বিপ
 ক্ষেরদিগের ইহার বিপরীত হয় তখন রণ কর্তব্য অপর ভূমি মিত্র
 স্বর্গ এই তিন সঙ্গামের ফল ইহা যখন নিশ্চিত হয় তখন বিগৃহ
 কর্তব্য । রাজা বলিলেন হে মন্ত্রী আমার সৈন্য নিরীক্ষণ কর
 আর উহারদের উপযোগিতা জান এবং মৈবজকে আহ্বান কর
 স্তত লগ্ন মিত্র করিয়া দেম । মন্ত্রী বলিতেছে তথাপি অকস্মাৎ
 যাত্রা উপযুক্ত নয় যেহেতুক যে মূঢ় লোকেরা শত্রুর বল বিচার
 না করিয়া সহসা সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করে তাহারা নিশ্চয় শত্রু
 ধারালিঙ্গন পায় । রাজা কহিলেন হে মন্ত্রী আমার উৎসাহ তজ্জ
 সর্ব্বথা করিও না জয়েচ্ছু ব্যক্তি যে পুকারে পর হানাক্রমণ করে
 তাহা কর । গৃধু বলিতেছে তাহা কহি কিন্তু তাহার অনুষ্ঠানই
 ফলদ হয় ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন শাস্ত্রজ্ঞ নৃপতির অনুষ্ঠান
 না করিলে মন্ত্রণাতে কি পুয়োজন যেহেতুক ঔষধ জানেতে রো
 গের শমতা কোথাও হয় না রাজা আর দেশ অতিক্রমণীয় নয়
 যে রূপ শুনিয়াছি তাহা নিবেদন করি শুনুন । হে নরপতি যেহ
 স্থানে নদী গিরি কানন দুর্গেতে ভয় আছে সেই স্থানে বাহী
 কৃত সৈন্যের সহিত সেনাপতি যাউক উৎকৃষ্ট বীর পুরুষের
 সহিত সেনাধ্যক্ষ অগ্রেতে যাউক মধ্যোক্তে ত্রীলোক পুত্রে ভাগ্য
 আর উত্তম যে বল ইহার যাউক দুই পার্শ্বেতে ঘোটকেরা ঘো
 টকের পার্শ্বেতে রথ সকল রথের পার্শ্বেতে হস্তি সকল হস্তির
 পার্শ্বেতে পদাতিরা যাউক পশ্চাৎ সেনাপতি খিদামান সেনাকে
 আশ্রয় করত অগ্রে যাউক মন্ত্রির এবং উত্তম যোদ্ধার সহিত
 রাজা সৈন্য লইয়া কলযুক্ত পর্ব্বতবিশিষ্ট উচ্চনীচ দেশ হস্তিতে গমন

ভূমি দেশ অশ্বৈতে জলে নৌকাতে সর্বত্রই পদাতিতে যাইবেক ।
 বর্ষাকালে হস্তির অন্য কালে ঘোড়ার সর্বদাই পদগের গমন পুশন্ত
 পর্বতেতে আর দুর্গম পথেতে রাজার রক্ষা কর্তব্য । যোদ্ধাকর্তৃক
 রাজা রক্ষিত হইলেও যোগিনিদ্বাতে শয়ন করিবেন । দুর্গ ও শত্রু
 ও উপমর্দকদ্বারা বৈরিকে নষ্ট করিবেক এবং আকর্ষণ করিবেক
 পরদেশ প্রবেশেতে বনজ লোকেরদিগকে অগ্নে করিবেক । যে
 স্থানে রাজা থাকেন সেই স্থানে কোষ করিবেক কেননা ধনাগার
 ব্যতিরেকে রাজত্ব হয় না তাহাই হইতে নিজ দাসেরদিগকে দিবেক
 কেননা দাতার হইয়া কোন লোক যুদ্ধ না করে যেহেতুক হে নৃপ
 তি মনুষ্যের ভৃত্য মনুষ্য নয় কিন্তু ধনের দাস কেননা ধনাধন
 নিমিত্তেই মহত্ব ক্ষুদ্র হয় । সেনারা পরস্পর ঐক্য হইয়া যুদ্ধ
 করিবেক এবং রক্ষাও করিবেক আর যে কিছু উত্তম সৈন্য তাহা
 বাহের মধ্যেতে করিবেক । হে রাজাধিরাজ সেনার অগ্নিতে
 পদাতিকে নিয়োগ করিবেক বৈরিকে রোধ করিয়া থাকিবেক আর
 ইহার দেশকেও ব্যামোহ দিবেক । সমভূমিতে রথ ও অশ্বৈতে
 যুদ্ধ করিবেক জলপায় দেশেতে নৌকা ও হস্তিতে যুদ্ধ করিবেক
 বৃক্ষলতাকীর্ণ দেশেতে ধনুর্দ্বারা যুদ্ধ করিবেক স্থলেতে ঋতু চন্দ্র
 অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ করিবেক তড়াগ ও পুকুর ও পরিখা এই সকল
 কে নষ্ট করত বিপক্ষের দ্বাস অন্ন জল কাষ্ঠকে সর্বদা নষ্ট করি
 বেক । রাজার সৈন্যের মধ্যে গজই পুধান অন্য কেহ তাদৃশ
 নয় কেননা আপন অবয়বেতেই হস্তী অষ্টাযুধ হয় যেহেতুক
 সেনার মধ্যে অশ্ব সেনা সজীব পুকার হয় সেইহেতুক ঘোটকা
 দ্বিক রাজা স্থলযুদ্ধেতে জয়ী হয় । তাহা কথিত আছে অশ্বা
 রুত্ব যোদ্ধারা দেবতারদিগেরও অজেয় কেননা দূরস্থ বিপক্ষেরাও

তাহার হস্তে । সকল সৈন্যের রক্ষা করাই পুণ্যম যুদ্ধ করা দিগ্
 নির্ণয় করা পথশোভন করা যোদ্ধারদিগের রক্ষা করা পদাতিকের
 কার্য্য কহেন স্বভাবতো বীর অস্ত্রবিৎ অবিরক্ত অশ্রুত পুসিত
 ক্রিয়তুল্য এই সকল সৈন্যকে বিজ্ঞেরা উত্তম করিয়া জানেন ।
 পৃথিবীতে স্বামিকৃত সম্মানেতে মনুষ্যেরা যাদৃশ যুদ্ধ করে রাজার
 অনেক ধন দত্ত হইলেও তাদৃশ যুদ্ধ করে না । তথাপি অসার
 সের বিবেচনা করুন যেহেতুক উত্তম অল্প সৈন্যও ভাল মন্তক
 শ্রেণী করিবে না । যে নিমিত্তে অধম সৈন্যের ভয়ও উত্তম সেনার
 ভয় করে । অপুসিততা যুদ্ধ হুগে অনাগমন দাতব্য বেতনাদি
 না দেওয়া কাল যাপন করা পুতিকাৰ না করা এই সকল যুদ্ধেতে
 উদ্যোগের চিহ্ন । জয়েচ্ছু রাজা দুঃসাপ্য শত্রুর সেনাকে ব্যামোহ
 দেওত অনায়াসসাধ্য বিপক্ষের দূরদেশ গমন শাস্ত্র সেনাকে অতি
 শয় পোষণ করিবেক । দায়াদহইতে শত্রুর ভেদকারক মন্ত্র অন্য
 নাই এহেতু সেই শত্রুর দায়াদকে মন্ত্র করিয়া উঠাইবেক যুব
 রাজের সহিত কিম্বা পুখান মন্ত্রির সহিত সন্ধি করিয়া স্থিরচিত্ত
 অভিযোক্তার অন্তঃকরণে ক্রোধ করাইবেক । খল মিত্রকে যুদ্ধেতে
 ভয় দিয়াও নষ্ট করিবেক কিম্বা গোর আহরণপুযুক্ত ও তাহার
 পুখান আশ্রিতের বন্ধনপুযুক্ত নষ্ট করিবেক । রাজা পর দেশা
 ক্রমণ করিয়া স্বদেশ রক্ষা করিবেক কিম্বা দান ও সম্মানদ্বারা
 রক্ষা করিবেক গেহেতুক সে রক্ষাই ধনদ হয় । রাজা কহিলেন
 আঃ অনেক কথাতে কি পুরোজন আপনার বৃত্তি পরের হানি এই
 নীতি তাহাকে স্বীকার করিয়া বিজ্ঞেরা বাচস্পত্য জানকে পায় ।
 মন্ত্রী হাস্য করিয়া কহিতেছে এই সকল বিশেষ করিয়া কহেন

কিন্তু এক পুণী উচ্চুণল অপর পুণী শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত যেহেতুক আ-
লোক ও অঙ্ককারের সামান্যধিকরণ্য কোথায় অর্থাৎ যেমন এক
অধিকরণে আলোক ও অঙ্ককার দুই থাকে না এমনি একাধারে
উচ্চুণলত্ব ও শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত্ব দুই থাকে না। তাহার পর রাজা উঠি-
য়া দৈবজ্ঞকর্তৃক জ্ঞাপিত লগ্নেতে যাত্রা করিলেন। অনন্তর পুরিত
চর হিরণ্যগর্ভসমীপে আসিয়া কহিল হে মহারাজ চিত্রবর্ণ রাজা
আগত পুণ্য লগ্নপুতি মল্লয় পর্বত সমিধানে বাস করিতেছে অনু-
জ্ঞান দুর্গানুসন্ধান কর্তব্য যেহেতুক ঐ গুপ্ত মহামন্ত্রী আর কোন
ব্যক্তির সহিত তাহার পুতায় কথালাপেতে তাহার ইন্দিত আ-
ম্বার্তৃক জ্ঞাত হইয়াছে যে ঐ রাজা কোন লোককে আমারদি-
গের দুর্গেতে পূর্বেতেই পুরণ করিয়াছে। চক্রবাক বলিতেছে
হে মহারাজ কাকই এ সম্ভব হয়। রাজা বলিলেন ইহা কবাচ
নয় যদি এমন বটে তবে কেন সে শুকের পরাভবে উদ্যম করিল
এবং শুকের আগমনেতে তাহার যুদ্ধোৎসাহ সে অনেক কাল এ
স্থানে আছে। মন্ত্রী বলিতেছে তথাপি আগন্তুক শঙ্কনীয়। রাজা
কহিলেন আগন্তুক ব্যক্তিও কদাচিৎ উপকারক হয় শুন পরও
হিতকারী বন্ধু হয় বন্ধুও অহিতকারী পর হয় শরীরজাত রোগ
অহিত হয় বন্য ঔষধ হিত হয়। অপর শূদুক রাজার বীরবর
নামে ভৃত্য ছিল সে অতীত কালেতেই নিজ পুত্রকে বলি দিয়া
ছিল। চক্রবাক কহিতেছে এ কি পুকার। রাজা কহিতেছেন।

আমি পূর্বেতে শূদুক রাজার ক্রীড়া সরোবরে কর্পূরকেনি নামা
রাজহংসের কন্যা কর্পূরমঞ্জরীর সহিত অভিষয় অনুরাগী হইয়া
ছিলাম তাহাতে মহারাজপুত্র বীরবর নামে কোন বেশহইতে
আসিয়া রাজদ্বারে গিয়া দ্বারিকে বলিল আমি বেতনার্থী রাজপুত্র

রাজদর্শন করাও। তারপর তাহারকর্তৃকও রাজদর্শনকারিত হইয়া বলিতেছে যে মহারাজ যদ্যপি আমাভূতোতে মহারাজের পুত্রোজন থাকে তবে আমার বেতন কর শূন্যক বলিল তোমার বেতন কি বীরবর বলিতেছে পুত্ৰাহ পাঁচ শত সযর্গ দেও রাজা বলিলেন তোমার সামগ্ৰী কি বীরবর বলিতেছে বাহু দুই খড়্গ তৃতীয় রাজা বলিলেন এ সামর্থ্য নয় তাহা শুনিয়া বীরবর চলিল। অনন্তর অমাত্যেরা কহিল যে মহারাজ চারি দিবসের বেতন দিয়া ইহার স্বরূপ জান এ লোক কেমন উপযুক্ত এত বেতন নয় অনুপযুক্তই বা। তৎপরে মন্ত্ৰিবাক্যেতে আহ্বান করিয়া বীরবরকে পান দিয়া পঞ্চশত সুবর্ণ দিলেন তাহার বাক্য আর তাহার বিনিয়োগ রাজা নির্জনে নিরূপণ করিলেন। বীরবর তাহার অর্দ্ধেক দেবতারদিগকে ও ব্রাহ্মণেরদিগকে দিল অবশিষ্টের অর্দ্ধেক দুঃখিরদিগকে তদবশিষ্ট খাদ্য দ্রব্যাদিতে বায় এই সকল নিত্য কর্ম করিয়া রাজদ্বারেতে দিয়ারাজি খড়্গহস্তেতে শয়ন করে যখন রাজা আপনি আজ্ঞা করেন তখন নিজগৃহে যায়। অনন্তর এক দিবস কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী হাতিতে রাজা করবার সহিত রোদন শব্দ শুনিলেন শূন্যক কহিলেন কে কে এই দ্বারে সে কহিল যে মহারাজ আমি বীরবর রাজা বলিলেন ক্রন্দনের অনুসরণ বর বীরবর কহিলেন যে মহারাজ যে পুকার আজ্ঞা করেন ইহা কহিয়া চলিল। রাজা ভাবনা করিলেন ইহা উপযুক্ত নয় ঘোর অন্ধকারে একাকী এই রাজপুত্র পেরিত হইল সেই হেতুক পশ্চাৎ গমন করিয়া কি এ ইহা নিরূপণ করি তাহার পর রাজা ও অনি লইয়া তাহার অনুসরণক্রমেতে নগরের বাহিরে গেলেন গিয়া

বীরবরকর্তৃক সেই রোদনকারিণী রূপযৌবনসম্পন্ন। সর্বালঙ্কারভূষিতা কোন স্ত্রী নিরীক্ষিতা হইল আর জিজ্ঞাসিতা হইল কে তুমি কি নিমিত্তে রোদন কর স্ত্রী কহিল আমি এই শূদ্রকের রাজলক্ষ্মী চিরকাল বাহুচ্ছায়াতে বড় সুখে বিশ্রাম করিয়াছিলাম সম্প্রতি অন্যত্র গমন করিব। বীরবর বলিতেছে যেখানে অপায় হয় সেখানে উপায়ও আছে তবে কি গুকারে এখানে পুনর্ব্বার আপনকার অবস্থান হয় লক্ষ্মী কহিলেন যদ্যপি বত্রিশ লক্ষণেতে যুক্ত আপন পুত্র শক্তিধরকে তুমি ভবগতী সর্ব্বমঙ্গলাকে বলি দেও তবে আমি পুনশ্চ এখানে বহুকাল বাস করি ইহা কহিয়া অদৃশ্যা হইলেন। তাহার পর বীরবর আপন গৃহে গিয়া নিদ্রিত আপন পত্নীকে জাগাইলেন আর পুত্রকে জাগাইলেন তাহারা দুই জন নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল। বীরবর সেই সকল লক্ষ্মীর বাক্য বলিলেন তাহা শুনিয়া আহুদিত হইয়া শক্তিধর বলিতেছে ধন্য আমি স্বামির রাজ্যরক্ষার নিমিত্তে যে আমার এতাদশ উপযোগিতা সে শ্লাঘ্য তবে এখন গৌণের কারণ কি এতাদশ কার্যেতে শরীরের নিয়োগ শ্লাঘ্য। যেহেতুক পণ্ডিত ব্যক্তি ধন আর পুণ্য পরের নিমিত্তে ত্যাগ করিবেক কে নন। শরীরনাশ অবশ্য হবেই ইহাতে সাধুর নিমিত্তে ত্যাগই ভাল। শক্তিধরের মাতা কহিল যদ্যপি ইহা না কর তবে অন্য কোন কথ্যেতে অতিবড় বেতনের নিস্তার হইবে ইহা আলোচনা করিয়া সকলে সর্ব্বমঙ্গলার স্থানে গেল সেখানে সর্ব্বমঙ্গলাকে পূজা করিয়া বীরবর বলিতেছে হে দেবি পুস্পাহও শূদ্রক মহারাজ জয়যুক্ত হউন আপনি বলি গৃহণ করুন ইহা কহিয়া পুত্রের মস্তক ছেদন করিলেন। তদনন্তর বীরবর ভাবনা করিলেন

যে গৃহীত রাজবেতনের নিষ্ঠার হইল সৎপুত্র অণুভূক্তের জীবন
 নিরর্থক ইহা বিবেচনা করিয়া আপনার শিরশ্চুদন করিলেন
 তাহার পর বীরবরের জীও স্বামি পুত্র শোকাক্তা হইয়া তাহা
 করিল। রাজা সেই সকল দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া চিন্তা করি
 লেন আমার তুল্য ক্ষুদ্র ভক্তরাও ভ্রমিতেছে ও মরিতেছে পৃথি
 বীতে ইহার তুল্য লোক হয় নাই ও হবে না সেইহেতু ইহা
 তে রহিত হইয়া আমার রাজত্ব নিষ্করোজন তদনন্তর শত্রুও
 নিজ মস্তক ছেদন করিবার নিমিত্তে ঋদ্ধ উঠাইলেন। অনন্তর ভগ
 বতী সর্বমঙ্গলা রাজার হস্ত ধরিলেন আর কহিলেন পুত্র আমি
 তোমাকে পুস্রা হইলাম এত সাহস নিরর্থক প্রাণভ্যেও তোমার
 রাজ্যভঙ্গ নাই রাজা অষ্টাঙ্গ পূণ্যম করিয়া কহিলেন হে দেবি
 আমার রাজ্যে প্রাণেই বা কি পুরোজন যদিপি আমি অনাগৃহীত
 হই তবে আমার আয়ুর শেষেতে সদাশিবত্যা এই নীরবর
 বাঁচুক নতুবা ইহারা যে গতি পাইয়াছে সেই গতি আমি পাই
 ভগবতী কহিলেন হে পুত্র তোমার এই মত সন্ধানতাতে আর
 ভূতাবাসল্যেতে তোমাকে তুচ্ছ হইলাম যাও অয়্যুত্ব হও এই
 সপরিবার রাজকুমারও বাঁচুক ইহা কহিয়া দেবী অস্তর্হিতা হই
 লেন। তদনন্তর বীরবর সদারপুত্র গৃহে গেলেন রাজাও তাহার
 দিগের অলঙ্কিত হইয়া শীঘ্র অন্তঃপুরে পুবেশ করিলেন। অনন্তর
 প্রাতঃকালে দ্বারস্থ বীরবর পুনশ্চ জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন। হে
 মহারাজ রোদনকারিণী সেন্ত্রী আমাকে নিরীকণ করিয়া অদৃশ্য
 হইল আর কোন বৃত্তান্ত নাই। তাহার কথা শুনিয়া রাজা চিন্তা
 করিলেন এই ব্যক্তি শূন্য মহাসত্ত্ব যেহেতুক কাপণ্যরহিত হই
 য়া পিত্ত করিবেক শূর আত্মপ্রাণধারণিত হইবেক দাতা অপাত

দায়ী হবেন না বাসনকে ব্যক্তি নিষ্ঠুরভাবী হবেন না এই মহাপুরুষ
 লক্ষণ ইহাতে সমস্তই আছে। তাহার পর সেই রাজা পূর্বাহ্নে
 শিষ্ট সভা করিয়া সকল বৃত্তান্ত প্রস্তাব করিয়া অনুগ্রহপুষ্পক তাহা
 কে কর্ণাট রাজ্য দিলেন। তবে জাতিমাত্রেরেই কি আগন্তুক দুষ্ট
 তাহাতেও উত্তম মধ্যম অধম আছে। চক্রবাক বলিতেছে রাজার
 ইচ্ছাতে যে অকার্য্যকে কার্য্য তুল্য করিয়া শাসন করে সে কি
 মন্ত্রী পুত্র মনের দুঃখও ভাল তথাপি অকার্য্যকে কার্য্য করিয়া
 শাসন করিয়ে না। যে রাজার বৈদ্য গুরু মন্ত্রী পুত্রাদি হয় সে
 রাজা শরীর এবং ধর্ম্ম এবং ভাগ্যরহইতে পরিত্যক্ত হয় হে
 মহারাজ তুমি পুণ্যপুষ্পক কোন ব্যক্তি যাহা পাইয়াছে তাহা আ
 মারও হইবে ইহা জ্ঞান করিয়া যে লোক কৰ্ম্ম করে সে নষ্ট হয়
 ইহাতে দৃষ্টান্ত অতিশয় লোভপুষ্পক ভিক্ষুককে তাড়না করিয়া
 নিধার্থী নাপিত যেমন নষ্ট হইয়াছিল। রাজা জিজ্ঞাসিতেছেন এ
 কি পুকার। মন্ত্রী কহিতেছে।

অযোধ্যাতে চূড়ামণি নামে ক্ষত্রিয় থাকে সে ধনের নিমিত্তে
 ভগবান্ চন্দ্রচূড়কে বহুকাল আরাধনা করিল। তাহার পর নি
 ক্ষাপ ঐ ক্ষত্রিয়কে স্বপ্নেতে দর্শন দিয়া মহেশ্বরের আজ্ঞাতে কুবের
 আদেশ করিলেন যে তুমি অদ্য পূর্বাহ্নে ক্ষৌর করিয়া হস্তেতে
 লগ্নড় করিয়া গৃহেতে লুকায়িত হইয়া থাকিবা অনন্তর ঐ অন্ধ
 নেতে এক ভিক্ষুককে আসিতে দেখিবা তাহাকে নির্দয় লগ্নড় পু
 হারে নষ্ট করিবা তাহার পর সুবর্ণ কলস হইবে তাহাতেই
 তুমি জীবনপর্য্যন্ত সুখী হইয়া থাকিবা তদনন্তর তাহা করিলে
 তাহা হইল। তাহাতে ক্ষৌরকরণের নিমিত্তে আসিয়াছিল যে
 নাপিত সে তাহা দেখিয়া চিত্তা করিল যে নিধি পাইবার উপায়

এই আমিও এই পুকার কেন না করি সেই অবধি ঐ নাপিত পু-
তিদিন সেইরূপ লগুড়হস্ত হইয়া নির্ভীকভাবে ভিক্ষুর আগমন
পুতীকা করে। এক দিবস সেই নাপিত ভিক্ষুকে পাইয়া নষ্ট
করিল সেই নিমিত্তে রাজপুরুষেরা তাহাকে নষ্ট করিল। অত
এব আমি বলি পুণ্যপুঙ্খ কোন ব্যক্তি ইত্যাদি।

রাজা কহিয়াছেন পূর্বকালের বৃত্তান্ত কখনদ্বারা কি পুকারে
পর নির্ণীত হইবে কি কারণব্যতিরেকে বন্ধু হইবে কিম্বা বিবাস
যাতকই হইবে যাউক উপস্থিত অনুসন্ধান কর সময় পর্ত্তসমী
পে যদি চিত্রবর্ণ অসিয়াছে তবে এখন কি কর্তব্য মন্ত্রী বলিতে
ছে হে মহারাজ আগত দূতের মুখেতে আমি শুনিয্যছি ঐ মহা
মন্ত্রী গুপ্তের উপদেশেতে যে চিত্রবর্ণ অনাদর করিয়াছে সেই
নিমিত্তে ঐ চিত্রবর্ণ মৃত্যু জয় করিতে শক্য বটে বিজ্ঞান তাহা
কহিয়াছেন লোভী থল অলস মিথ্যাবাদী অনন্যদান্য মৃত্যু আর
যোদ্ধারদিগের অবজ্ঞাকারী এই সকল বিপক্ষ অনারাসনাশ্য
সেই হেতুক ঐ চিত্রবর্ণ যাবৎপর্য্যন্ত আমারদিগের দুর্গদ্বার রোধ
না করে তাবৎপর্য্যন্ত নদী ও পর্বত ও বন ও পথেতে তাহার
সেনাকে হানিবার নিমিত্তে সারসপুত্ৰ সেনাপতির নিযুক্ত হন
নিব্ধেরা তাহা কহিয়াছেন দুর্গপথশাস্ত্র ও নদী গিরি অরণ্যেতে
আকুল ও ঘোরাঘি ভয়েতে ভীত ও ক্রোধ এবং পিপাসাতে পী
ড়িত ও মত্ত ও ভোজনবাস্ত ও রোগী এবং দুর্ভিক্ষেতে পীড়িত ও
অনাস্থায়ী ও অল্প ও বৃষ্টি এবং বায়ুতে ব্যাকুল ও পক্ষ এবং
ধূলি এবং জলেতে আচ্ছাদিত ও অতিশয় ব্যগ্ৰ ও মসৃণ পীড়িত এ
বহুত শত্রুসেনাকে রাজা নষ্ট করিবেন। অপর আক্রমণভয়েতে
সেই রাজা জাগরণশাস্ত্র দিবাসপুত্র নিদ্রাভ্যাকুল সেনাকে নষ্ট করি

বেক এই নিমিত্তে গিয়া পুণ্ড্রের বল অবকাশক্রমেতে আমারদি
 গের সেনাপতিরানষ্ট করুক তাহা করিলে পরে চিত্রবর্ণের সেনা
 ও সেনাপতি অনেক নষ্ট হইল । তৎপরে চিত্রবর্ণ উদ্বিগ্ন হই
 য়া আপন মস্তি দূরদর্শিকে বলিল হে পিতঃ কেন আমাকে উপে
 ক্ষা করিতেছ কোথাও কি আমার অবিনয় আছে । পণ্ডিতেরা
 তাহা কহিয়াছেন রাজত্ব পাইয়াছি ইহা জ্ঞান করিয়া অবিনয়
 করিবে না যেহেতুক বার্ত্তক্যাবস্থা যেরূপ উত্তম সৌন্দর্য্য নষ্ট করে
 এই রূপ অবিনয় সন্মত্তি নষ্ট করে । আর কৰ্ম্মনিপুণ লোক সন্ম
 ত্তি পায় পঞ্চাশী লোক মঙ্গল ও সুখ ও আরোগ্য পায় উদ্যো
 গী লোক বিদ্যার সীমা পায় ও বিনয়েতে ধর্ম্ম ও অর্থ ও যশ
 পায় । গৃধ্র বলিতেছে হে মহারাজ শুন জলসমীপস্থ বৃক্ষ যেরূপ
 বৃদ্ধি পায় এইরূপ অজ্ঞ রাজাও শ্রবণকে নিকটে রাখিয়া বৃদ্ধি
 পায় অপর মাদক দ্রব্যের পান স্ত্রী মৃগয়া দ্যুতক্রীড়া পরদ্রব্যের
 অপহরণ অবশ্য দেয়ের অদান নিষ্ঠুর বাক্য নিরপরাধ দণ্ড করা
 এই সকল রাজারদিগের ব্যসন আর কেবল সাহস মাত্রাবলম্ব
 শোক এবং উপায়রহিত লোক ঐশ্বর্য্য পাইতে পারে না কিন্তু
 ন্যায়েরেতে ও শৌর্য্যেতে সন্মত্তি পায় তুমি নিজ সেনার উৎসাহ
 দেখিয়া সাহসিক আমাকর্ত্তক উপদেষ্ট মন্ত্রনাতে অনবধান করি
 য়াছ আর নিষ্ঠুর বাক্য কহিয়াছ অতএব এই দুর্নীতির ফল
 এই অনুভূত হইতেছে । পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন নীতি
 দোষ কোন দুষ্ট মন্ত্রকে না পায় রোগ কোন কুপঞ্চাশিকে তাপ
 না দেয় সন্মত্তি কোন লোককে গর্বিত না করে যম কাহাকে নষ্ট
 না করে স্ত্রীপন কাহাকে তাপিত না করে বিষবতাহর্যকে শীত
 কাল শরৎকে সূর্য্য অস্তকারকে কৃতদ্বন্দ্ব পুণ্যকে মিত্রদর্শন

শোককে ন্যায় বিপত্তকে দুর্নীতি অতিরিক্ত ঐশ্বর্য্যাকেও নষ্ট করে
 ইহা কহিয়া সে মন্ত্রী আলোচনা করিল এই রাজানিবৃদ্ধি নতুবা
 কেন নীতি শাস্ত্রের কথারূপ জ্যোৎস্নাকে বাক্যরূপ উল্কাতে করিয়া
 অন্ধকার করিতেছে যেহেতুক যাহার বুদ্ধি নাই শাস্ত্র তাহার কি
 করিবেক দুই চক্ষুতে রহিত ব্যক্তির দর্পণ কি করিবে ইহা আ
 লোচনা করিয়া চুপ করিয়া থাকিল। অনন্তর রাজা কৃতান্তলি হই
 য়া কহিলেন হে পিতঃ আমার এই অপরাধ আছে সম্মতি অব
 শিষ্ট সৈন্যের সহিত ফিরিয়া বিক্র্য পর্বতে যে রূপে যাই তাহা
 তে উপদেশ কর। গৃধ্র অন্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিল ইহাতে
 পুতীকার কর যেহেতুক দেবতাতে গুরুতে গুরুতে রাজাতে বুদ্ধ
 গেষ্টে বালকেতে আতুরেতে কদাচ ক্রোধ কর্তব্য নয়। মন্ত্রী হাঁ
 সিয়া কহিতেছে হে মহারাজ ভয় করিও না শুন হে মহারাজ
 ভিন্ন সন্ধানেতে মন্ত্রিরদিগের সন্নিপাতেতে বৈদ্যেরদিগের বুদ্ধি
 জানা যায় সুস্থেতে কে বা পণ্ডিত নয়। অপর নিবৃদ্ধি লোকেরা
 অল্প কর্ম্ম করে আর ব্যস্ত হয় সুবৃদ্ধি লোকেরা বড় কর্ম্ম করে অথচ
 ব্যাকুল হয় না। সেইহেতুক আপনকার অনুগৃহেতে দুর্গকে
 ভাঙ্গিয়া কীর্তি ও পুতাপের সহিত তোমাকে অল্প কালেতেই বিক্র্য
 পর্বতে লইয়া যাইব। রাজা কহিলেন কি পুকারে সৎপুতি অ
 তাল্প সেনাতে তাহা সম্ভব হইবে। গৃধ্র বলিতেছে হে মহারাজ
 সম্ভব হইবে যেহেতুক জয়েচ্ছু রাজার দীর্ঘসূত্রতা জয়সিদ্ধির চিহ্ন
 সেইহেতুক অকস্মাৎ দুর্গ রোধ কর। হিরণ্যগর্তের পুরিত চর বক
 আনিয়া তাহা কহিল হে মহারাজ অবশিষ্ট অতাল্প সেনার সহিত
 এই রাজা চিত্রবর্ণ গৃধ্রের পরামর্শে দুর্গ রোধ করিবেক। রাজা কহি

লেন হে সর্ষভ এখন কি কর্তব্য । চক্রবাক বলিতেছে নিজ সেনা
তে সারাসার বিবেচনা কর তাহা জানিয়া উপযুক্ত মতে পারি
তোষিক সুবর্ণ বস্ত্রাদি দেও যেহেতুক যে অস্থানস্থিত কাকিনীকে
ও সহস্র নিম্নতুল্য জ্ঞান করিয়া সৎগৃহ করে আর সময় বিশেষে
যে কোটি ধনেতেও মুক্তহস্ত হয় সেই রাজসিংহকে লক্ষ্মী ত্যাগ
করেন না । অপর যজ্ঞেতে বিবাহেতে বিপৎকালেতে শত্রুক্রয়ে
তে কীর্তিকর কর্ম্মেতে মিত্রকরণেতে পুর স্ত্রীতে বন্ধু লোকেতে হে
মহারাজ এই আটেতে অতিশয় ব্যয় নাই যেহেতুক নিবুদ্ধি
লোক অত্যাশ্র ব্যয়ের ভয়েতে সর্বনাশ করে কোন সুবুদ্ধি লোক
জগাতের ভয়েতে মোট ত্যাগ করে । রাজা কহিলেন কি পুকা
রে এ সময়ে অতিরিক্ত ব্যয় উপযুক্ত হয় পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন
বিপত্তির নিমিত্তে ধন রক্ষা করিবেক । মন্ত্রী বলিতেছে ধনবা
নের কি আপদ । রাজা কহিলেন লক্ষ্মীও কখন যান । মন্ত্রী
কহিতেছে সঞ্চিত ধনও নষ্ট হয় সেইহেতুক হে মহারাজ কৃপণ
তা ত্যাগ করিয়া দান ও সম্মানদ্বারা স্বকীয় যোদ্ধারদিগের পুর
স্কার কর পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন পরম্পর জাত ও হর্ষিত
ও পুণত্যাগ করিতে উদ্যত ও কুলীন ও সম্মানিত ইহারা বিপ
ক্ষের সেনাকে জয় করে । অপর শীলসম্পন্ন মিলিত পুণ ত্যাগ
করিতে উদ্যুক্ত শূর স্বকীয় পাঁচ শত যোদ্ধাও শত্রুপক্ষীয় অনেক
সেনাকে নষ্ট করে । অপর শিষ্ট লোকেরাও বিশেষ জ্ঞানরহিত
ক্রোধী কৃতস্থ আশ্রয়ি লোককে ত্যাগ করে অন্যেরা কি ত্যাগ
না করে যেহেতুক সত্য ও শৌর্য্য ও দয়া ও দান এই সকল
রাজার বড় গুণ এই সকল গুণেতে রহিত রাজা নিতান্ত নিন্দ্যাতা
পায় এতাদৃশ বিষয়েতে মন্ত্রিরদিগের তাবৎপর্য্যন্ত পুরস্কার কর্তব্য

বিজ্ঞেরা তাহা কহিয়াছেন যে রাজা যে মন্দিরহইতে বাড়ে সে রাজা সে মন্দিরকে বাড়াইবেক আর ধন দিবেক এবং জীব বিষয়ে তে আর ধন বিষয়েতে অত্যন্ত বিশ্বস্ত পাত্রকে নিয়োগ করিবেক যেহেতুক ধূর্ত ও স্ত্রী ও বালক ইহারা যে রাজার মন্দির সে রাজা অন্যায়রূপ বাযুতে বিক্রিষ্ট হইয়া কার্য্যরূপ সমুদেতে মগ্ন হয়। শুন হে মহারাজ যাহার ইর্ষ ও ক্রোধ সমান আর শাস্ত্র পুতি পাদ্যেতে দৃঢ়জ্ঞান আর সর্বদা ভৃত্যের অনপেক্ষা পৃথিবী তাহার ধনদা হন রাজার সহিত যাহারদিগের বৃদ্ধি ও হ্রাস হয় তাহারদিগকে অমাত্য বলিয়া রাজা কদাচ অবজ্ঞা করিবেন না যেহেতুক হস্তিসমূহ মধ্যস্থ সুলনবিশিষ্ট মদ্যস্থ হস্তির যেমন সূক্ষ্ম লোকের বহুকাল চেঁকাতে কর অবলম্বন হয় এমনি কার্য্যেতে সুলনবিশিষ্ট মদ্যস্থ রাজার মন্দিরদিগের বহুকাল চেঁকাতে করের গুহণ হয়। অন্যন্তর মেঘবর্ণ আসিয়া পুনাম করিয়া বলিতেছে হে মহারাজ অনুগৃহপূর্বক অবলোকন করুন সমুত্তি দুর্গদ্বারেতে বিপক্ষ আছে সেইহেতুক মহারাজার চরণের আঁজা হইলে বাহিরে গিয়া নিম্ন পরাক্রম দেখাই তাহা করিয়া মহারাজের পায়ের আশ্বসী হই। চক্রবাক বলিতেছে ইহা করিও না যদ্যপি বাহির হইয়া যুদ্ধ করা যায় তবে দুর্গাশ্রয় নিষ্কুয়োজন। অপর যেমন ভয়ানক কুম্ভীর জলহইতে নির্গত হইলে অবশ হয় বলবান সিংহও বনহইতে নির্গত হইলে শৃগালের ন্যায় হয়। হে মহারাজ আপনি গিয়া যুদ্ধ দেখুন যেহেতুক রাজা দেখত সেনাকে অগেতে করিয়া যুদ্ধ করাইবেক স্বাম্যধিষ্ঠিত কুকুরও কি সিংহের ন্যায় আচরণ করে না। অন্যন্তর তাহার সকলে দুর্গদ্বারে বাই

রা অতিবড় যুদ্ধ করিল। পরদিবস চিত্রবর্ণ রাজা গৃধ্রকে বলিল
 হে তাত এখন আপন পুতিজা পুতিপালন কর। গৃধ্র বলিতেছে
 হে মহারাজ শুনুন বহুকালস্থায়ী ও অনেক সৈন্য পণ্ডিত বাসন
 রহিতের আশুর ও সুখ্যাত ও পুরুষোধ এই সকল দুর্গ গুণ। আর
 অল্পকালস্থায়ী ও অতাল্প সৈন্য মূর্খ বাসনির আশুর ও সুগুপ্ত
 ভীরুযোধ এই সকল দুর্গবাসন সে সকল দুর্গবাসন এখানে নাই
 কিন্তু ভেদ আর বহুকাল না বুঝা আর আক্রমণ আর উগ্ৰপুরুষ
 এই চারি দুর্গলঙ্ঘনের উপায় কর্ণে কহিতেছে ইহাতে শক্যানু
 সারে এই যত্ন কর। তদনন্তর সূর্য্যোদয়ের পূর্বেতেই দুর্গের
 চারি দ্বারেতেই যুদ্ধ হইলে পরে এক দিবস দুর্গমধ্যবর্তি গৃহেতে
 কাকেরা অগ্নি রূপণ করিল তাহার পর দুর্গ লইয়াছি এ
 কোলাহল শুনিয়া সর্বত্র জ্বলিতামি দেখিয়া রাজহংসের সেনারা
 আর দুর্গবাসি লোকেরা ভরাতে হুদে পুবেশ করিল যেহেতুক
 কার্য উপস্থিত হইলে যাহা মজ্ঞা করিয়া থাকে শক্যানুসারে
 তাহা করিবেক কিম্বা পরাক্রম করিবেক কিম্বা যুদ্ধ করিবেক
 কিম্বা পলায়ন করিবেক বিচার করিবে না। রাজহংস স্বভাবতো
 মন্দগতি আর দ্বিতীয় সারস এই দুইকে চিত্রবর্ণের সেনাপতি
 কুঙ্কট আসিয়া বেড়িল। হিরণ্যগর্ভ সারসকে বলিল হে সেনাপতে
 আমার অনুরোধে আপনাকে কেন নষ্ট কর তুমি এখন যাইতে
 পার তাহা করিয়া জলে পুবেশ কর আপনাকে রক্ষা কর চূড়া
 মণি নামা আমার পুত্রকে সর্বজ্ঞের সম্মতিতে রাজা করিবা। সারস
 বলিতেছে হে মহারাজ এতাদৃশ দুঃসহ বাক্য বক্তব্য নয় যাবৎ
 পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য গগণে আছেন তীব্র পর্য্যন্ত হে মহারাজ অ
 পনি জয়ী হউন হে মহারাজ আমি দুর্গাধিকারী আমার মাংস

রক্তলিঙ্গ দ্বারপাথেতে শত্রু পুবেশ করুক। অপর দাতা ক্রমাবান
 ষ্ঠনগুহক পুতু কষ্টেতে মিলে। রাজা কহিতেছেন ইহা যথাধাই
 বটে কিন্তু পবিত্র কৰ্ম্ম নিপুণ অনুরক্ত এতদ্রূপ ভৃত্যও দুর্লভ।
 সারস বলিতেছে ষ্ঠন হে মহারাজ যদ্যপি সৎগুণ ত্যাগ করি
 লে যমের ভয় না থাকে তবে অন্যত্র যাওয়া উপযুক্ত যদি পু
 ণির মরণ অবশ্যই তবে কেন ব্রথা অপযশ করি। অপর বায়ুর
 গমনেতে হয় যে ঢেউ তাহার গমনের ন্যায় অল্পকালস্থায়ী যে
 এই সৎসার ইহাতে পরের নিমিত্তে পুণ ত্যাগ পুণ্যপুয়ুক্ত হয়।
 আর স্বামী অমাত্য রাষ্ট্র দুর্গ কোষ সৈন্য সুহৃৎ নগরস্থ লোক
 এই আট পরম্বর উপকারকত্বহেতুক রাজ্যান্ত হয়। হে মহারাজ
 তুমি স্বামী সর্ব পুকারে রক্ষণীয় যেহেতুক অমাত্য লোক বড়
 হইলেও স্বামিকে পরিত্যাগ করিয়া বাঁচে না গত্যন্তে ধন্বন্তরি
 বৈদ্যও কি করে। অপর সূর্য্য অপুকাশ হইলে যেমন পদ্ম অপু
 কাশ হয় এইরূপ রাজা অপুকাশ হইলে এই পুণি সকল অপু
 কাশ হয় রবি পুকাশ হইলে যে রূপ কমল পুকাশ হয় সেইরূপ
 রাজা পুকাশ হইলে এই পুণি সকল পুকাশ হয়। অনন্তর কুকুট
 আসিয়া রাজহংসের শরীরে তীক্ষ্ণ নখাঘাত করিল সারস শীঘ্র
 সমীপে আসিয়া রাজাকে আপন শরীরের মধ্যে করিয়া তলে
 পড়িল। তদনন্তর কুকুটেরদের নখ মুখ পুহারেতে রক্ত বিকৃত
 হইয়া সারস অনেক কুকুট সেনাকে নষ্ট করিল। পশ্চাৎ সারসও
 চঞ্চু পুহারেতে রক্ত বিকৃত হইয়া পুণত্যাগ করিল। তাহার
 পর চিত্রাৰ্ণ দুর্গেতে পুবেশ করিয়া দুর্গস্থ দুবা সকল লুটাইয়া
 বন্দিকর্তৃক জয়শব্দেতে আছুদিত হইয়া স্বস্থানে গেলেন।

অনন্তর রাজপুত্রেরা কহিলেন সেই রাজসৈন্যেতে সারসই

অতিবড় পুণ্যবান যে নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া স্বামিকে রক্ষা করিল
ইহা পণ্ডিতকর্তৃক কথিত আছে গরু সকল গবাকৃতি সমস্ত পুত্র
কেই জন্মায় শূদ্রেতে শোভিত অনেক গোর স্বামি এতাদৃশ পুত্র
কে কদাচিৎ কেহ জন্মায়। বিষ্ণুশর্মা কহিলেন সে মহাসমু বিদ্যা
ধরীপরিবৃত হইয়া স্বর্গস্থ অনূভব করুক। বিজ্ঞেরা তাহা কহি
য়াছেন পুণ্ডরুক কৃতজ্ঞ যে বীরসকল সংস্কারমেতে পুণ্ডরু নিমি
তে পুণ্যত্যাগ করে সে সকল লোক স্বর্গে গমন করে শত্রুকর্তৃক
বেষ্টিত হইয়া শূর লোক যেখানে সেখানে মরে সে অক্লয় স্বর্গ
পায় যদ্যপি কাতরতা না পায় আরও এই পুকার হউক আপন
কারদের হস্তি ঘোড়া পদাতির দ্বারা সংস্কার কদাচিৎ ও না
হউক। নীতি মন্ত্রণারূপ বায়ুর দ্বারা আহৃত হইয়া শত্রু সকল
গিরিগহ্বরকে আশ্রয় করুক।

ইতি বিগ্নহকথা সমাপ্তা।

অথসন্ধি ।

পুনশ্চ কথাবিস্তারসময়ে রাজকুমারেরা কহিলেন হে গুরো আমরা বিগৃহ ষ্টনিনাম সন্মুতি সন্ধি বল । বিষ্ণুশর্মা কহিলেন ষ্টন সন্ধি ও কহি যাহার পুত্রম শ্লোকার্থ এই ।

অতিশয় যুদ্ধ হইলে পরে দুই রাজার অনেক সৈন্য মর্ক্ট হইলে থাকিল যে গৃধ্র ও চক্রবাক তাহারা অল্প কালেতেই বাক্যদ্বারা সন্ধি করিল । রাজনন্দনেরা কহিলেন ইহা কি পুকার বিষ্ণুশর্মা কহিতেছেন ।

তাহার পর সেই রাজহংস কহিল আমার দুর্গে কে বহি পু দান করিল কি পরকীয় লোক কিম্বা বৈরিপেরিত আমার দুর্গ বাসী কেহ । চক্রবাক বলিতেছে হে ভূপাল আপনকার নিষ্কপুত্রো জন মিত্র ঐ মেঘবর্গ নপরিবার দৃষ্ট হয় না সেই নিমিত্তে বুকি তাহারি অনুষ্ঠিত এই । রাজা কিঞ্চিৎ কাল ভাবনা করিয়া কহিলেন সেই বট্টে আমার দুর্দৈব এ পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন সে দোষ দেবতার মস্তিষ্ক এ দোষ নয় কেননা সুখটিত কার্য্যও কোথাও দৈবযোগেতে নষ্ট হয় । মন্ত্রী বলিতেছে ইহা কহাই আছে দূরবস্থা পাইয়া লোক দৈবকে নিন্দা করে মূর্খ লোক আপ নার কর্ম্মদোষ জানে না অপর যে লোক হিতাভিলাষি বন্ধুরনিগের বচন শুনে না সে কাষ্ঠচাত্ত নির্দ্বন্দ্বি কঙ্কপের ন্যায় নষ্ট হয় । সর্বদা বচনকেই রক্ষা করিবেক কেননা বাক্যেতে নষ্ট হয় হংস সম্বয়কর্তৃক নীয়মান কমঠের পতন যেমন । রাজা কহিলেন এ কি পুকার মন্ত্রী কহিতেছে ।

মগধ দেশেতে ফুলোৎপল নামে সরোবর থাকে তাহাতে অনেক কাল সৰুট বিকট নামে দুই হংস বসতি করে তাহারি গের সখা কম্বুগীর নামে কচ্ছপ বাস করে । অনন্তর এক দিবস কৈবর্তেরা আসিয়া সে স্থানে কহিল যে এ স্থানে আমরা আজি বাস করিয়া কলা পুাতঃকালে মৎস্য কচ্ছপাদি নষ্ট করিব । তাহা শুনিয়া কম্বু দুই হংসকে কহিল হে মিত্রেরা কৈবর্তের যদিগের কথোপকথন শুনিলা ইদানী আমার কর্তব্য কি । হংসেরা বলিল পুনর্বার তাহা জান পুাতঃকালে যাহা উপযুক্ত হয় তাহা করা যাইবে । কচ্ছপ বলিতেছে এমন নয় যেহেতুক এই স্থানে আমি ব্যতিক্রম দেখিয়াছি বিজেরা তাহা কহিয়াছেন অনাগতবিধাতা আর পুতুৎপন্নমতি এই দুই জন সুখী হয় আর যন্তবিষয় নষ্ট হয় । হংসেরা কহিল এ কি পুকার কুম্ব কহিতেছে ।

পূর্বে এই সরোবরে জালিয়া এইরূপে উপস্থিত হইলে পরে তিন মৎস্যেরা আলোচনা করিল তাহাতে অনাগত বিধাতা নামে এক মৎস্য সে পরামর্শ করিল আমি আত্মপূঙ্কুরিণীতে যাই ইহা বলিয়া জলাশয়ান্তরে গেল । পুতুৎপন্নমতি নামে মৎস্য কহিল ভাবি বিষয়েতে নিশ্চয় নাই আমি কোথা যাইব তাহা উপস্থিত হইলে যাহা হয় তাহা করিব বিজেরা তাহা কহিয়া ছেন যে লোক উপস্থিত বিপদকে সমাধান করে সেই বুদ্ধিমান ইহাতে নিদর্শন বনিকের পত্নী উপপতিকে পুতাক্রতো গোপন করিল । যন্তবিষয় শ্রবণ করিতেছে এ কি পুকার পুতুৎপন্নমতি কহিতেছে ।

পূর্বেতে বিক্রমপুরেতে সসুদৃশ্য নামে এক বনিক থাকে রত্ন

পুভা নামী তাহার গৃহিণী এক নিম্ন ভৃত্যের সহিত ক্রীড়া করে যেহেতুক ত্রীলোকেরদেরকেই অপিয় নাই পিয়ও নাই গো সকল যেমন কানমেতে সর্বদা নৃতনং হাস আকাঙ্ক্ষা করে এইরূপ ত্রী লোকেরা অনুরূপ নবীনং পুরুষকে অভিলাষ করে । অনন্তর এক দিবস সেই রত্নপুভা ঐ দাসকে মুখচুষন দিতেছিল তাহা সমুদ্র দত্ত দেখিল । তাহার পর সে কুলটা কটিতে স্বামির সম্মিথানে গিয়া কহিল হে নাথ এই সেবকের অতিশয় নিম্নাহ যেহেতুক চৌর্য্য ক্রিয়া করিয়া কর্পর খায় ইহা আমি ইহার মুখ আশ্রয় করিয়া জানিলাম । তাহা কথিত আছে ত্রীলোকেরদের আহার দ্বিগুণ তাহারদের বুদ্ধি চতুর্গুণ ইত্যাদি । তাহা শুনিয়া ভৃত্য ক্রোধ করিয়া কহিল হে পুভো যে স্বামির গৃহেতে এতাদৃশী গৃহিণী সে স্থানে ভৃত্য কি পুকারে থাকে যেখানে নিরন্তর পত্নী দাসের মুখের স্থান নয় তদনন্তর সে উঠিয়া চলিল তাহাকে মহা জন যত্নেতে পুৰোধ করিয়া ধরিল । এই নিমিত্তে আমি বলি যে লোক উপহিত বিপৎকে সমাধান করে ইত্যাদি ।

তাহার পর যন্তবিষয় কহিল যে বিষয় হইবার উপযুক্ত নয় সে হইবে না যে বিষয় হইবার উপযুক্ত তাহার অন্যথা হইবে না । তদনন্তর পুত্ৰোৎপন্নমতি পাতকালে জালেতে বদ্ধ হইয়া আপনাকে মৃতজ্ঞা দেখাইয়া থাকিল । তাহার পর জীবহইতে নিঃসারিত হইয়া সামর্থ্যানুসারে লগ্ন দিয়া অগাধজলে পুবিষ্ট হইল যন্তাবস্থা কৈবর্তকর্তৃক ধৃত হইয়া ব্যাপাদিত হইল । এই নিমিত্তে আমি বলি অনাগত বিধাতা ইত্যাদি । সেইহেতুক যে পুকার আমি অন্য জনাগরে যাই তাহা কর ।

হুসৈরা বলিল হুদাস্তরে গেলে পরে তোমার কল্যাণ কিছু হলে গমন করিবার তোমার কি উপায়। কমঠ কহিল যেখানে আমি তোমাদের সহিত আকাশ পথেতে যাই তাহা কর হুসৈরা বলিল কি পুকারে উপায় সম্ভব হয় কুর্মা বলিতেছে তোমাদের দুই জনকর্তৃক চক্ষুপূত এক কাষ্ঠখণ্ডকে আমি মুখেতে অবলম্বন করিয়া যাইব তোমাদের দুই জনের পক্ষ বলেতে আমিও মুখেতে যাইব। দুই হুসৈর বলিল এতাদৃশ উপায় সম্ভব বটে কিন্তু সুবোধ লোক উপায় চিন্তা করত অপায়ও চিন্তা করিবেন কেননা দেখিতেছিল যে মুখ বন্ধ তাহার সন্তান নকুলকর্তৃক ভক্ষিত হইল কক্ষপ পুষ করিতেছে এ কি পুকার তাহারা কহিতেছে।

উত্তরপথেতে গৃধুকুট নামে গিরিতে এক বৃহৎ অশ্বখবৃক্ষ থাকে তাহাতে অনেক বক বাস করে তাহারদের শিশু সন্তানেরদিগকে বৃক্ষতলস্থ গর্ভেতে সর্পে খায় অনন্তর শৌকাতুর বকে দিগের রোদন শুনিয়া কোন বক কহিল একপ বিলাপ করিও না তোমরা মৎস্য আনিয়া নকুলের গর্ভকে আরম্ভ করিয়া সর্পের বিবরণ্যান্ত পাক্তিক্রমেতে স্থাপন কর। তাহার পর সেই খাদ্য দুবালোভি নকুল আসিয়া সর্পকে দেখিবেন স্বাভাবিক শত্রুতাহেতুক তাহা কে বন্ধ করিবেন তাহা করিলে পরে তাহা হইল। তদনন্তর সেই তরুতে নকুলেরা বকবানকধুনি শুনিল পশ্চাৎ তাহারা বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বকশিশুরদিগকে খাইল। এই জন্য আমি বলি সুবোধ লোক উপায় চিন্তা করত ইত্যাদি।

আমাদের কর্তৃক নীক্ষমান তোমাকে নিরীক্ষণ করিয়া লোক অবশ্য কিছু বলিবেই তাহা শুনিয়া যদ্যপি ভূমি উত্তর দিবা তবে তোমার মত্ন সেই নিমিত্তে সর্বথা এইখানে থাক। কক্ষপ বলি

তেছে আমি কি অজ্ঞান আমি পুতুত্তর দিব না কিছুই বলিব না সেইরূপ করিলে পরে ভদ্রপ কমঠকে অবলোকন করিয়া সকল গোরক্ষকেরা পশ্চাৎ ধাইল আর বলিল কেহ বলিতেছে যদি এই কুর্মা পড়ে তবে এ স্থানেতেই পাক করিয়া খাই কেহ কহিতেছে এই স্থানেতেই দগ্ধ করিয়া খাই কেহ বলিতেছে গৃহে লইয়া ভক্ষণ করি সেই কথা শুনিয়া ঐ কমঠপ ক্রোধান্বিত হইয়া পূর্ববাক্য স্মৃতি হইয়া কহিল তোরা ছাই খাবি ইহা বলিবা মাত্র পড়িল আর তাহারনিগের কর্তৃক বাপানিত হইল। এই নিমিত্তে আমি বলি হিতাভিলাষি বন্ধুরনিগের ইত্যাদি।

অনন্তর দূত বক সেখানে আসিয়া বলিল হে মহারাজ পূর্বেতেই আমি কহিয়াছি নিরন্তর-দুর্গশোধন কর্তব্য তাহা তোমরা কর নাই সে অনবধানের ফল এই অনুভূত হইতেছে। গৃধ্র পেরিত মেঘবর্ণ কাক দুর্গ দাহ করিয়াছে রাজা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন বৃক্ষাগেতে সুপ্ত লোক বৃক্ষাগুহীতে পতিত হইয়া যেমন জাগুৎ হয় এই রূপ পীতিপুযুক্ত কিম্বা উপকারপুযুক্ত যে জন বিপক্ষেতে পুতায় করে সে বিপদগু হইয়া জাত হয় পুনিধি বলিল এ স্থানহইতে দুর্গ দাহ করিয়া যখন মেঘবর্ণ গেল তখন পুস্প হইয়া চিত্রবর্ণ কহিল এই মেঘবর্ণকে এই কর্পূরধীপের রাজত্বেতে অভিষিক্ত কর বিজেরা তাহা কহিয়াছেন কৃৎস্ন্য দাসের কৃতকে ফলের দ্বারা ও মনের দ্বারা ও বাক্যের দ্বারা নষ্ট করিবে না আর ঐ ভৃত্যকে দেখিয়া হর্ষ জন্মাইবেক। চক্রবাক বলিতেছে তাহার পরঃ দূত কহিল তাহার পর মুখ্য মন্ত্রী গৃপু কহিল হে মহারাজ ইহা উপযুক্ত নয় পুস্পাদান্তর কিছু করুন যেহেতুক অবি

চারকের নিকটে পরামর্শ করা তুষাণ্ডনের ন্যায় হে মহারাজ
নীচেতে উপকার করা বালুকাতে পুসার করার ন্যায় মহতের স্বা
নেতে নীচকে কদাচ করিবে না । পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন
নীচ লোক পুশ্পসিত পদ পাইয়া পুড়কে নষ্ট করিতে আকাঙ্ক্ষা
করে উদ্ভূত ব্যাঘ্র পাইয়া যেমন মুনিকে নষ্ট করিতে গিয়াছিল
চিত্রবর্ণ গিজ্ঞানিতেছেন এ কি পুকার । মজা কহিতেছে ।

গৌতম মহর্ষির তপোবনে মহাতপোনামা মুনি থাকেন সে
খানে কাককর্তৃক নীরমান এক মূষিকশিশু সেই মুনিকর্তৃক পুষ্ট
হইল । তদনন্তর স্বভাবদয়ালু সেই মুনিকর্তৃক উড়ি ধান্যের কণার
স্বরূপদ্বারা বর্দ্ধিত হইল তাহার পর সেই মূষিককে খাইবার
নিমিত্তে বিড়াল পশ্চাৎ ধাবন করে উদ্ভূত তাহা নিরীকরণ করিয়া
সেই মূষিক কোলেতে পুবেশ করে । তাহার পর মুনি কহিলেন
হে মূষিক তুমি মার্জার হও তদনন্তর সে বিড়াল কুসুরকে দেখিয়া
প্লায় তুৎপরে মুনি কহিলেন কুসুরহইতে ভয় পায় অতএব তু
মিই কুসুর হও সে কুসুর ব্যাঘ্রহইতে ভয় পায় এত হেতুক সেই মু
নি কুসুরকে ব্যাঘ্র করিল তদনন্তর মুনি সে ব্যাঘ্রকে মূষিক এ এই
পুকার দেখেন তাহার পর সকল লোক সে মুনিকে ও ব্যাঘ্রকে
দেখিয়া বলে এই মুনি মূষিককে ব্যাঘ্র করিয়াছেন । ইহা শু
নিয়া সে ব্যাঘ্র ভাবনা করিল যাবৎকাল এই মুনি থাকিবে তাবৎ
কাল আমার অপযশকর স্বরূপাখ্যান যাইবে না মূষিক ইহা আ
লোচনা করিয়া সেই মুনিকে নষ্ট করিবার নিমিত্তে গেল তাহার
পর সেই মুনি তাহা জানিয়া পুনর্বার মূষিক হও ইহা করিয়া
মূষিক করিলেন । অতএব আমি বলি নীচলোক পুশ্পসিত পদ
পাইয়া ইত্যাদি । অপরও ইহা অনাস্থ্যসাধ্য ইহা জানিও না

জন উত্তম মধ্যম অধম অনেক মৎস্য ভক্ষণ করিয়া বক অতিশয়
লোভহেতুক পশ্চাৎ কর্কটের গৃহপুয়ুক্ত মরিল। চিত্রবর্ণ পুশু
কহিতেছে এ কি পুকার। মন্ত্রী কহিতেছে।

মগধ দেশেতে গদ্যুকেনি নামে সরোবর থাকে তাহাতে শক্তি
রহিত এক বৃদ্ধ বক আপনাকে উদ্বিগ্নের ন্যায় দেখাইয়া থাকে।
তাহাকে কোন কর্কট দেখিল আর জিজ্ঞাসিল তুমি কেন এখানে
আহার ত্যাগ করিয়া রহিয়াছ বক কহিল আমার পুণ ধারণের
কারণ মৎস্যেরা তাহারদিগকে কৈবর্তেরা আনিয়া নষ্ট করিবেক
এই বৃত্তান্ত আমি নগরসমীপে শুনিয়াছি অতএব বর্তনের অভাব
পুয়ুক্তই আমার মরণ উপস্থিত ইহা জানিয়া আহারেতে অনাদর
করিয়াছি। তদনন্তর মৎস্যেরা আলোচনা করিল এই কালেতে
এই ব্যক্তি উপকারকই বুদ্ধিতেছি সেইহেতুক যাহা কর্তব্য তা
হা ইহাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত। বিজ্ঞেরা তাহা কহিয়াছেন
উপকারি শত্রুর সহিত সন্ধি করিবেক অপকারক মিত্রের সহিত
করিবে না যেহেতুক মিত্র ও শত্রুর লক্ষণ উপকার আর অপকার।
মৎস্যেরা কহিল ওহে বক ইহাতে রক্ষার কি উপায়। বক
বলিতেছে রক্ষার উপায় আছে অন্য হৃদ আশ্রয় করা সেখানে
আমি এক জন করিয়া লইব। মৎস্যেরা কহিলএ পুকারই হ
উক তদনন্তর ঐ বক সেই মৎস্যেরদিগকে একে লইয়া খায়
তদনন্তর কর্কট তাহাকে কহিল ওহে আমাকেও সেখানে লও
তৎপর উত্তম কর্কট মাংসাখ্য বকও আদর করিয়া তাহাকে ল
ইয়া স্থলেতে ধলি কুলীরও সেইমূহান মৎস্য কটকব্যাপ্ত দেখিয়া
ভাবনা করিল হায় মন্দভাগ্য আমি নষ্ট হইলাম হউক সম্মতি
বলোপযুক্ত ব্যবহার করিব যেহেতুক ডয়হইতে সেই পর্য্যন্ত ভয়

পাইবেক যে পর্য্যন্ত ভয় উপস্থিত না হয় ভয় উপস্থিত দৃষ্টিয়া নির্ভয়ের ন্যায় পুহার করিবেক। অপর অভিজ্ঞ ব্যক্তি যদ্যপি আপনার যৎকিঞ্চৎ হিত না দেখে তবে সুবুদ্ধি লোক বিপদের সহিত যুদ্ধ করত মরে এবং যেখানে যুদ্ধ ব্যতিরেকেও অবশ্য মৃত্যু হয় সংগ্রামেতে পুণ্য সংশয় পণ্ডিতেরা সেই কালকে যুদ্ধের এক কাল করিয়া বলেন ইহা বিবেচনা করিয়া কর্কট ভা হার গুণিবাকে ছেদন করিল সে বক পঞ্চতা পাইল। এই জনো আমি বলি উত্তম অধ্যম মধ্যম অনেকে মীন ভক্ষণ করিয়া ইত্যাদি।

স্তন তাহার পর চিত্রবর্ণ বলিল ও হে মন্ত্রী আমাকর্তৃক এই আলোচিত আছে কপূরদীপের যত উত্তম দ্রব্য মেঘবর্ণ রাজা কর্তৃক লব্ধ হইয়াছে সে সকল আমারদিগের লওয়া কর্তব্য সেই বস্তুরে বিক্রয় গিরিতে অতিশয় সুখেতে আমারদিগের থাকা হইবে। দূরগামী হাঁসিয়া বলিল হে ভূপাল অনুপস্থিত চিন্তা করিয়া যে লোক হর্ষিত হয় সে অসম্মানকে পায় যেমন ভগ্নতাও বুদ্ধিগণ ভূপতি করিলেন এ কি রূপ মন্ত্রী কহিতেছে।

দেবীকোটর সংজ্ঞক নগরেতে দেবশর্মা নামে বিপু থাকেন তিনি মহাবিশ্বের সংজ্ঞান্তিতে শকুপূরিত এক শরাব পাইলেন তাহা লইয়া তিনি রৌদ্রেতে ব্যাকুল হইয়া কুম্বকারের ভাণ্ডপূর্ণ গৃহের এক পুন্দেশেতে শয়ন করিলেন তাহার শকুর রক্তার নিমিত্তে হস্তেতে এক দণ্ড লইয়া চিন্তা করিলেন যদ্যপি আমি শ কুশরাব বিক্রয় করিয়া দশ কড়া কড়ি পাই তবে এই মূনেতেই সেই কপর্দকেতেই দশ শরাবপুত্তি কিনিয়া অনেক বারেতে বৃদ্ধিপাশ সেই খনদ্বারা বারবার শবাক বস্ত্রাদি জের করিয়া লক্ষ

সংখ্যক সুবিন করিয়া চারি বিবাহ করিব তদনন্তর সেই সপত্নীর
দিগের মধ্যে যে রূপযৌবনবিশিষ্টা তাহাতে অতিশয় পুণ্য ক
রিব সপত্নীরা যখন বিবাহ করিবেক তখন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া
আমি তাহারদিগকে লগ্নভেদে করিয়া তাড়ন করিব ইহা কহিয়া
মগ্নরূপে করিলেন তাহাতে শত্রু শরীর বিদীর্ণ হইল অনেক
ঘটও ভাঙ্গিল । তৎপরে সেই ক্ষেত্রে কুমার আসিয়া তাঁহ সকল
সেই রূপ দেখিয়া ব্যাঘ্রকে তিরস্কার করিয়া বাহির করিয়া দিল
এতদর্থে আমি বলি অনুপস্থিত চিন্তা করিয়া ইত্যাদি ।

তদনন্তর রাজা গৃধ্রকে বলিলেন হে তাত যাহা কর্তব্য তাহা
উপদেশ কর । গৃধ্র বলিতেছে বিপক্ষগামী মন্ত সংকর্ণ হস্তির
নেতা যেমন নিন্দ্যতা পায় এমনি উন্মাদগামী মদাস্ত রাজার নে
তারা গর্হণীয়তা পায় শুন হে মহারাজ আমারদিগের পুতাপেতে
কি দুর্গ ভয় হইয়াছে তাহা নয় কিন্তু তোমার পুতাপ ও উপা
য়েতে । রাজা কহিলেন তোমারদিগের উপায়েতে । গৃধ্র বলিতেছে
যদি আমার পরামর্শকর তরে নিজ দেশে গমন কর নতুবা বর্ষকা
ল উপস্থিত হইলে পুনশ্চ সংগ্রাম হইলে বিদেশবাসি আমার
দিগের নিজ দেশে গমন ও দুর্লভ হইবে সুখ ও শোভার নিমিত্তে
সন্ধি করিয়া গমন কর দুর্গ ভয় হইল যশঃ প্রাপ্তই হইল আমার
এই মন্ত যেহেতুক যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে পুরস্কার করিয়া পুতুর পুত্র
ও অপুত্রকে ভ্যাগ করিয়া অপুত্র অথচ পঞ্চাকে বলে তাহার
সহিত রাজা সহায়ী হন । অপর তুল্য লোকেরও সহিত সন্ধি ক
রিবেক যেহেতুক সংগ্রামেতে জয় সন্ধিহীন তুল্য পরাক্রম সূন্দ উ
পাসুন্দ কি পরস্পর নষ্ট হয় নাই আর সুহৃৎ ও সৈন্য ও রাজ্য ও
স্বাস্থ্য ও কার্ত্তি এই সকলকে কোন মূর্খ সংগ্রামেতে সংশয়রূপে

মোলাহিত করে । নৃপতি কহিলেন এ কি পুকার । সচিব কহি
তেছে ।

পূর্বেতে সুন্দোপসুন্দ নামা অভিব্যক্ত দৈত্য দুই জন ত্রিভুবনাভি
নাথেতে অত্যন্ত ক্লেণ্ডেতে বহুতর কাল মহাদেবের আরাধনা ক
রিল অনন্তর তাহারদের পুতি পুনা হইয়া কহিলেন তোমরা
বর প্রার্থনা কর তাহাতে পার্বতী প্রার্থনায়া ইহা অতঃকরণে করা
ইলেন তাহার পর সুন্দ উপসন্দ কহিল যদ্যপি আমারদিগকে
আপনি সঙ্কট হইয়াছেন তবে হে পরমেশ্বর নিজ পত্নী গৌরীকে
দেও । অনন্তর ভগবান ক্রুদ্ধ হইয়া বরদানের আবশ্যকভূতক
বিচারমূৰ্খ সুন্দোপসুন্দকে উমার ন্যায় এক স্ত্রী নির্মাণ করিয়া দি
লেন তাহার পর সৎসারনাশক ও অজ্ঞানক সুন্দোপসুন্দ অন্তঃ
করণের উৎসাহতে পার্বতী তুল্য দৌন্দর্য্যোতে নন্দ হইয়া আমার
এ আমার এ এই পরস্পর বিবাদ করিয়া কোন মধ্যস্থ ব্যক্তিকে
জিজ্ঞাসা করি এই বুদ্ধি বলিলে পর সেই ভগবান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপ
হইয়া আসিয়া সেইস্থানে উপনীত হইলেন । অনন্তর তাহার
ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিল আমরা ইহাকে আপন বলেতে পাইয়াছি
আমাদের দুই জনের মধ্যে কাহার এ হইবে । ব্রাহ্মণ বলিতে
ছেন জ্ঞানশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পূজনীয় বলবান ক্রত্ৰিয় পূজা ধনধান্যাদিক
বৈশ্য পূজা ব্রাহ্মণ সেবাক্তে শূদ্র মান্য সেই নিমিত্তে তোমরা ক
ত্রিয়ধর্ম্মশীল তোমাদের যুদ্ধই নিয়ম ইহা কথিত হইলে পরে
ইনি বিলক্ষণ কহিয়াছেন ইহা কহিয়া দুই জনেতেই পরস্পর
সমানবল এক কালেতেই পরস্পর মারণদ্বারা বিনাশপাতি হইল ।
রাজা কহিলেন পূর্বেতেই কেন তোমরা বলিলা না মন্ত্রী বলি
তেছে আপনি কি আমার বাক্যের শেষপর্য্যন্ত শুনিয়াছেন তথাপি

আমার সম্মতিতে এই যুদ্ধারম্ভ নয় উত্তম গুণশালী এই হিরণ্য
 গর্ত সঙ্গ্যাম করণোপযুক্ত নয় । তাহা কথিত আছে সত্যবাদী
 ও পূজ্য ও ধর্ম্মিষ্ঠ ও স্ত্রীলোক ও ভ্রাতৃসমূহবিশিষ্ট ও বলবান
 ও অনেকযুদ্ধজ্ঞেতা এই সাত সন্ধেয় সত্যবাদী সত্যকে পালন
 করে অতএব সে মেলহইতে বিকার পায় না পূজ্য লোক পুণ্য
 স্তুতেও অপূজ্যতা পায় না । ধর্ম্মিষ্ঠ লোকের সকলেই মান্য
 হয় পূজ্য নুরাধহেতুক আর ধর্ম্মহেতুক ধার্ম্মিক লোক দুঃখক্ষেণ্য
 হয় । মরণ উপস্থিত হইলে অমান্যের সহিতও মেল করিবেক
 তাহার আনুগত্যবাতিরেকে অন্য পুকারে কালক্ষেপণ করিবে
 না । কণ্টকেতে আবৃত যে নিবিড় বঁশ তাহার কাঁটা দূর না করি
 য়া সে বংশকে যেমন ছেদন করিতে সমর্থ হয় না এইরূপ ভ্রাতৃ
 সমূহবিশিষ্ট লোক তাহার ভাই সকলকে নষ্ট না করিয়া এই ব্য
 ত্তিকে মারিতে পারে না । বলবানের সহিত যুদ্ধ করিবেক ইহা
 নির্দশন নাই যেহেতুক মেঘ কদাচ বিলোম বায়ুতে যায় না জয়
 দগ্নি মূনির বহু সঙ্গ্যামজয়ি পুত্র যে পরজরাম তাহার ন্যায়
 পুতাপহেতুক অনেক যুদ্ধজ্ঞেতা সর্বত্র নিরন্তর সমস্তই ভোগ করে ।
 বহু রণজ্ঞেতা যাহার সঙ্গে মেল করে তাহার পুতাপেতেই তাহার
 বিপক্ষেরা তুরাতে বশতা পায় তাহাতে অনেক গুণেতে যুক্ত এই
 রাজা সন্ধেয় । চক্রবাক বলিতেছে ওহে দূত সর্বত্র যাও গিয়া
 পুনর্ব্বার আসিও । রাজা চক্রবাককে জিজ্ঞাসিলেন ওহে মন্ত্রী
 সন্ধেয় কত লোক তাহারদিগকে শুনিতে ইচ্ছা করি । সচিব বলি
 তেছে হে মহারাজ কহি শুন বালক ও বৃদ্ধ ও চিররোগী ও জাতি
 বহিষ্কৃত ও ভীক ও ভীকসৈন্যবিশিষ্ট ও লুপ্ত ও লোভিনসমভিহা

হত পুরুষ ও বিরক্তস্বভাব ও বিষয়েতে অত্যন্তাসক্ত ও অনবস্থি
 তচিত্ত ও দেবদ্বিজনিদ্দক ও দৈবোপহত ও দৈবপরায়ণ ও দূর্ভিক
 রূপ বিপত্তিতে ব্যাকুল ও ব্যসনিসৈন্যযুক্ত ও বিদেশস্থ ও বহু
 শত্রু ও অকালযুক্ত ও সত্যধর্মচ্যুত এই বিংশতি লোক ইহার
 দের সহিত মেল করিবে না। কেবল সৎগুণ করিবেক ইহার।
 যুধ্যমান হইলে শীঘ্র শত্রুর বশতা পায়। বালকের অল্প বলত্ব
 হেতুক লোক সৎগুণ করিতে ইচ্ছা করে না। যেহেতুক যুদ্ধা
 যুদ্ধের ফল জানিতে শিশু সমর্থ হয় না। উৎসাহরহিতত্ব হেতুক
 বৃদ্ধ এবং চিররোগী এই দুই জন অবশ্য আপনিই পরিত্যক্ত
 হয়। সর্বজাতিবহিষ্কৃত লোক সুখক্ষোভা হয় কেননা জাতির। স
 হায় হইয়া তাহাকে নষ্ট করে। ভীক ব্যক্তি রণেতে ক্ষান্ত হইয়া
 আপনিই নষ্ট হয়। ভীকপুরুষ যাহার সমভিব্যাহারে সে ভীক
 পুরুষকর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। নিকটেতে যে উপস্থিত হয় লুপ্ত জন
 আপনিই তাহা লয় এই নিমিত্তে তাহার অনুচরেরা যুদ্ধ করে না।
 যে স্বামির সমভিব্যাহারে লোভী লোক থাকে তাহার। শত্রুহই
 তে স্বর্গাদি পাইলে সে স্বামিকে নষ্ট করে যুদ্ধ হানেতে স্বভাবস্থ
 লোক বিরক্ত স্বভাব লোককে পরিত্যাগ করে। বিষয়েতে অত্য
 ত্তাসক্ত ব্যক্তি অন্যায়সেতে নিগূহ্য হয় অনবস্থিত ব্যক্তি সচিব
 কর্তৃক ভেদ্য হয় কেননা অনবস্থিতত্বহেতুক তাহাকে মন্ত্রিরা কার্যা
 হইতে ত্যাগ করে। সঙ্গতির এবং বিপত্তির দৈবই কারণ ইহা
 চিন্তা করত দৈবপরায়ণ লোক আপনাকেও চেষ্টা করে না দূর্ভিক
 রূপ বিপত্তিতে ব্যাকুল লোক আপনিই অবসন্ন হয়। ব্যসনি
 সৈন্য সমভিব্যাহারি লোকের বাহরচনাদি সঙ্গর হইতে পারে
 না। দেবদ্বিজনিদ্দক ও দৈবোপহত ইহার। অধর্মপুয়ুক্ত আপনিই

থাকুল হয়। অরিকর্তৃক অভ্যঙ্গ সৈন্যদ্বারাও বিদেশস্থ ব্যক্তি
 নষ্ট হয়। জলমধ্যেতে বৃহদ্বস্তিকেও ক্ষুদ্র কুম্ভীর ধরে বহন
 ব্যক্তি শোন পক্ষির মধ্যস্থিত কপোতের ন্যায় ভীত হইয়া যে
 পাথেতে যায় সেই পাথেতে নষ্ট হয়। এবং অকালযুক্ত ব্যক্তি
 কাল যোদ্ধাকর্তৃক নষ্ট হয় যেমন নষ্টদৃষ্টি কাক অন্ধ রাজ্যে পোচক
 কর্তৃক নষ্ট হয় সত্য ধর্মচ্যুত লোকের সহিত কদাচ মেল করিবে
 না কেননা সে লোক অসফলব্রতাহেতুক অল্প কালেতেই মেলন
 হইতে অন্যথা পায়। আরও কহি সন্ধি অর্থাৎ মেলন বিগুহ
 অর্থাৎ পরদেশদাহলুণ্ঠনাদি যান অর্থাৎ বিপক্ষের পুতি যাত্রা
 আসন অর্থাৎ বিগুহাদির নিবৃত্তি। সমুদ্র অর্থাৎ দুই বলবা
 নের মধ্যস্থিত ব্যক্তির এক ব্যক্তিকে বাক্যদ্বারা ধন দারাদির সম
 পণ। দ্বৈধীভাব অর্থাৎ একের সহিত মেলন অপরের সহিত
 কলহ এই ছয় গুণ কর্ম্মারম্ভের উপায় হয় আর পুরুষার্থ সঙ্গতি
 দেশ কালের বিবেচনা আর বৈরিমারণের পুতিকার আর কর্ম্মসি
 দ্ধি এই পাঁচ পুকার মন্ত্রণা হয়। সাম ও দান ও ভেদ ও দণ্ড
 এই চারি উপায় হয় উৎসাহশক্তি ও মন্ত্রণাশক্তি ও পুভাবশক্তি
 এই তিন শক্তি হয় এই সকল আলোচনা করিয়া বড় লোকেরা
 সর্বদা অবিজিগীষু হয়। জীবন দানরূপ মনোঃ ভয়ে সঙ্গতি সভ্য
 হয় না সে সঙ্গতি নীতিজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে নিশ্চলা হইয়া আপ
 নি ধাবন করে। বিজেরা তাহা কহিয়াছেন যাহার অন্তঃকরণ
 সর্বদা এক পুকার আর গূঢ় দূত আর গুপ্ত মন্ত্রণা আর যে লোক
 মনুষ্যেরদিগকে নিষ্ঠুর বাক্য কহে না সে লোক সমুদ্র পর্য্যন্ত পু
 থিবী শাসন করে। কিন্তু যদ্যপি তাহার মহামন্ত্রী গৃধ্র মেল করি

যার পুস্ক ক'রিয়েছে তথাপি জয় হইয়াছে এই অইকারপুস্ক
 সে রাজা অবজ্ঞা ক'রেনা। হে ভূপতে সেইহেতুক এই পুকার
 করুন সিংহলমহীপের মহাবল নামে সারসরাজ আমারদের সখা
 জয়ধীপেতে গিয়া চিত্রবর্ণের গচ্ছাস্তাগে ক্রোধ জন্মান যেহেতুক
 পূর লোক সুনজত সৈন্যের দ্বারা সাবধান হইয়া সুরক্ষিত শত্রুকে
 ব্যামোহ দিবেক যেহেতুক ব্যাকুল ব্যক্তি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া
 ব্যাকুলের সহিত মিলন করে। রাজা বলিলেন এইরূপ হউক
 ইহা কহিয়া বিচিত্র নামে বককে অত্যন্ত গুপ্ত নিগি দিয়া সিংহ
 লমহীপে পাঠাইলেন। অনন্তর চর আসিয়া বলিল হে ভূপাল সে
 স্থানের পুস্তাব শুনুন সেখানে গধু এই পুকার বলিল যে হে নৃপ
 তৈ মেঘবর্ণ সে স্থানে বহুকাল বসতি করিয়াছে সে জানে হিরণ্য
 গর্ভ সঙ্কেত গুণশালী বটে কি না। তদনন্তর রাজা আহ্বান করিয়া
 জিজ্ঞাসা করিলেন ও হে কাক ঐ হিরণ্যগর্ভ রাজা কিরূপ আর চ
 ক্রবাক মন্ত্রীই বা কৌশল। কাক বলিল হে মহারাজ রাজা হিরণ্য
 গর্ভ যুধিষ্ঠিরতুলা মহাশয় ও চক্রবাকের ন্যায় অমাত্য কতাপি
 নষ্ট নয় রাজা কহিলেন যদিও এতাদৃশ তবে কি পুকারে ইনি
 বঞ্চিত হইলেন মেঘবর্ণ হাস্য করিয়া কহিল হে নৃপতে বিশ্বাস
 পাপ্ত লোকের বঞ্চনাতে পুরুষার্থ কি ক্রোধেতে আরোহণ করিয়া
 থাকে যে নির্দিষ্ট ব্যক্তি তাহাকে নষ্ট করিয়া কি পুরুষার্থ হে ম
 হারাজ শুনুন সে সচিব পুথম দর্শনেতে জানিয়াছিল কিন্তু ঐ রাজা
 মহাশয় সেইহেতুক আমি বঞ্চনা করিয়াছি। পুজেরা তাহা ক
 হিয়াছেন আত্মভুল্যেতে যে লোক খলকে সত্যবাদী করিয়া জানে
 সে জন সেই পুকার বঞ্চিত হয় যেমন ছাগলের নিমিত্তে তিন
 জন ধৃতকর্তৃক এক বুদ্ধিগণ বঞ্চিত হইল। রাজা কহিলেন এ কি
 পুকার মেঘবর্ণ কহিতেছে।

গৌড়দেশীয় কাননেতে এক আরব্বযজ্ঞ উদাসীন ব্রাহ্মণ থাকেন তিনি যজ্ঞের নিমিত্তে ছাগল লইয়া যাইতেছিলেন ইহা তিনি জন ধূর্তেতে দেখিল তাহার পর সেই শঠেরা পরামর্শ করিয়া তিন বৃক্ষের তলেতে এক ক্রোশ অন্তরেতে সেই যজ্ঞের আগমন পুতীকা করিয়া মাগমধ্যে থাকিল। তাহাতে যাইতেছিল যে ব্রাহ্মণ তাহাকে এক বক্ষক কহিল হে ব্রাহ্মণ কেন কুকুরকে ক্রোধেতে করিয়া বহিতেছ ভূদেব কহিলেন এ কুকুর নয় কিন্তু যজ্ঞীর ছাগ অনন্তর তাহার পর ছিল যে অপর শঠ সেও এই পুকার কহিল। তাহা শুনিয়া দ্বিজ ছাগলকে ভূমিতে নামাইয়া ভ্রয়োঃ অবলোকন করিয়া পুনর্বার ক্রোধে করিয়া চঞ্চলচিত্ত হইয়া চলিল যেহেতুক শঠ বাক্যেতে সুবোধ লোকেরও বুদ্ধি চঞ্চলা হয় যেমন চিত্রকর্ণ তিন জনকর্তৃক পাপ্তবিশ্বাস হইয়া মরিল। রাজা কহিলেন ইহা কি রূপ। সে কহিতেছে।

এক অরণ্যেতে মদোৎকট নামে সিংহ থাকে তাহার দ্বান তিনি জন কাক ও ব্যাঘ্র ও শূগাল অনন্তর তাহারা ভ্রমণ করিতে এক উদ্ভূকে দেখিল আর জিজ্ঞাসিল তুমি কেন মাথি ভাগ করিয়া আইলা। সে নিজ বৃত্তান্ত কহিল তদনন্তর উহাকে লইয়া সিংহকে সমর্পণ করিল সে অভয় বাক্য দিয়া চিত্রকর্ণ এই নাম করিয়া তাহাকে রাখিল। তাহার পর কোন দিন শরীরা পাটবপুষ্প আর অভ্যস্ত বৃষ্টিপুষ্প তাহারা সিংহের আহাৰ না পাইয়া ব্যাকুল হইল। তাহার পর তাহারা আলোচনা করিল যে পুকার চিত্রকর্ণকেই রাজা মারেন তাহা কর এ কণ্টকভোক্তা হইবে কি পুষ্পোজ্ঞান ব্যাঘ্র বলিল রাজা অভয় বচন দিয়া অনুগৃহ করিয়াছেন সেইহেতুক কি মতে এমন সম্ভব হয়

কাক বলিতেছে এ সময়েতে অনাহারেতে ক্রিষ্ট পুত্ৰ পাণ্ড
 করিবেন যেহেতুক ক্ষুধাতুর লোক আপন স্ত্রী ও পুত্রকেও ত্যাগ
 করে বুদ্ধিহীন সপী নিজ অণ্ডকে ভক্ষণ করে ক্ষুধার্ত ব্যক্তি কোন
 পাণ না করে কেননা অনাহারপুয়ুক্ত ক্রিষ্ট লোক নির্দয় হয় অ
 পর মদ্রিরা পানাদিঘারা মত্ত ও অকৃতাবধান ও বাতুল ও শূন্যযুক্ত
 ও রুষ্ট ও ক্ষুধাতুর ও লোভী ও ভীক ও সত্ত্বর ও কামাতুর ইহা
 রা ধর্মজ্ঞ নয় ইহা ভাবনা করিয়া সকলে সিংহের নিকটে
 গেল। সিংহ বলিল ভক্ষণের নিমিত্তে কিছু পাইয়াছ। তাহা
 রা বলিল পূর্যাসেতেও কিছু পাই নাই সিংহ কহিল সপ্ততি
 আমারদের পানধারণের উপায় কি কাক বলিতেছে নিজায়ত্ত ভো
 জন পরিত্যাগপুয়ুক্ত এই সর্বনাশ উপস্থিত সিংহ কহিল। এ
 খানে কোন আহার আপনার অধীন বায়ন কর্ণেতে কহিতেছে
 চিত্রকর্ণ সিংহ হস্তধয়ের দ্বারা ভূমিঙ্গর্শ করিয়া দুই কর্ণঙ্গর্শ করি
 তেছে এবং কহিতেছে আমরা ইহাকে অভয় বাক্য দিয়া রাখি
 য়াছি তবে কি মতে এতাদৃশ সম্ভব হয় তাহা বিজ্ঞেরা কহিয়া
 ছেন সৎসারেতে সকল দানের মধ্যে অভয়দানকে যেমন মহা
 দান করিয়া বলেন তেমন ভূমিদানকে বলেন না সুবর্ণদানকে ব
 লেন না গোদানকে বলেন না অন্নদানকে বলেন না। অপর
 সর্বাভিলাষদায়ক অশ্বমেধ যজ্ঞের যে ফল সে সমস্ত ফল শরণা
 পন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করিলে পায়। কাক বলিতেছে পুত্ৰ আপনি
 ইহাকে নষ্ট করিবেন না কিন্তু আমরা সেই পুকার করিব যে পু
 কারে আপনিই ও নিজ শরীর দান স্বীকার করে সিংহ তাহা
 শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিল অনন্তর অবকাশক্রমেতে কাক কপট
 করিয়া সকলকে লইয়া সিংহের সন্নিধিতে গেল তাহার পর

কাক কহিল হে মহারাজ যত্নেতেও খাদ্য দ্রব্য পাইলাম না বহু
তর উপবাসেতে পুতু কণ ইইয়াছেন অতএব সম্মুতি আমার
মাংস ভোজন করুন স্বামিকর্তৃক অমাত্য লোক পরিত্যক্ত ইইয়া
ঐশ্বর্যশালী হইলেও বাঁচে না কেননা ধনভরি বৈদ্যও গভায়ুর
কি করিতে পারে অমাত্যপুত্রি সমস্ত পুত্রদের মূল স্বামীই
হয় । সমূল বৃক্ষেতেই লোকের পুয়ান সফল হয় সিংহ ক
হিল জীবন পরিত্যাগও ভাল তথাপি এতদ্রুপ কয়েতে পুত্রি
ভাল নয় । শূণ্যলও তাহা কহিল তদনন্তর সিংহ কহিল এমন
না । তাহার পর বায়ু কহিল আমার শরীরেতে পুতু বাচুন
সিংহ বলিল কদাচ ইহা উপযুক্ত নয় । চিত্রকর্ণও জাতপুত্র
ইইয়া সে পুকার আপনাকে কহিলেন তাহার কথাতে সেই
বায়ু কুক্ষিবিদারণ করিয়া উহাকে নষ্ট করিয়া গাইল । এই নি
মিত্ত আমি বলি খলবাক্যেতে উক্তম লোকেরও বৃদ্ধি চঞ্চলা হয় ।

তদনন্তর তৃতীয় ধূর্তের বাক্য শুনিয়া আপন বুদ্ধিভ্রম নিশ্চয়
করিয়া ছাগলকে ত্যাগ করিয়া বাঞ্ছন স্নান করিয়া যত্নে গেলেন ।
ধূর্তেরা ঐ ছাগলকে লইয়া ভক্ষণ করিল । অতএব আমি বলি
আশ্রয়লোভে যে লোক ইত্যাদি ।

রাজা বলিলেন মেঘবর্গ তুমি কি পুকারে বিপদের মধ্যে চির
কাল বাস করিয়াছিলি কি পুকারে বা তাহারদিগের বিনয় করি
য়াছিলি । মেঘবর্গ বলিল মহারাজ স্বামির কার্যের নিমিত্তে আর
আপনার কার্যের নিমিত্তে লোক কি না করে দেখে পোড়াইবার নি
মিত্তে লোক মাথায় করিয়া কাষ্ঠকে বহন করে নদীকূল বৃক্ষ
মূল কালন করত উৎপাটন করে তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন
সুবোধ লোক নিজ কার্যের নিমিত্তে শত্রুকে ক্ষমদেগেতে করি

রা বহন করে। যে রূপ বৃদ্ধ সর্প মণ্ডকেরদ্বিগকে নষ্ট করিল।
রাজা কহিলেন এ কি পুকার। মেঘবর্ণ কহিতেছে।

জীর্ণোদ্যানেতে মন্দবিষ নামে এক সর্প থাকে সে অত্যন্ত বা
হ্যাবস্থা পুষ্ট আহার অন্বেষণ করিতেও অসমর্থ পুষ্করিণীর
তীরে পড়িয়া থাকে তাহার পর দূর হইতে কোন মণ্ডক দেখিল
এবং জিজ্ঞাসা করিল কেন তুমি ভোজনের উদ্ভব কর না। ভুজঙ্গ
কহিল ও হে মিত্র মন্দভাগ্য আমার জিজ্ঞাসাতে কি পুয়োজন।
কখনওর সেই ভেদ কুতূহলী হইয়া ইহা কহিল যে তুমি অবশ্য
কহ ভুজঙ্গ বলিল হে ভদ্ৰ বৃদ্ধপূরনিবাসি শ্রোত্রিয় কৌণ্ডিন্য ব্রাহ্ম
ণের বিশ্ণুভাববয়স্ক অশেষ গুণালঙ্কৃত পুত্রকে দুর্দৈবপুষ্ট
ঋণম্ভাবহেতুক আমি দংশন করিয়াছি সেই পুত্রকে মৃত দে
খিয়া কৌণ্ডিন্য মূর্ছিত হইয়া মৃতিকাক্ষে গড়াগড়ি দিতেছেন।
তাহার পর বৃদ্ধপূরবাসি সমস্ত বন্ধু লোকেরা সে স্থানে আসিয়া
বসিল বিজেরা তাহা কহিয়াছেন উৎসবেতে ও বিপৎকালেতে
ও সংগামেতে ও দুর্ভিক্ষেতে ও দেশোপদ্রবেতে ও রাজহানেতে
ও শূল্যানেতে যে থাকে সেই মিত্র তাহাতে কপিল নামে স্নাতক
বলিলেন অরে কৌণ্ডিন্য তুই মূর্থ এই নিমিত্তে রোদন করিতে
ছিস তুমি মাতৃকর্তৃক ক্রোড়করণের পূর্বে যেমন খাত্তী কোলে করে
এমনি জম্বীবামাত্র সকলের পুত্রমত অনিতাতা অঙ্কে করে পাশাৎ
জননী পুত্ৰিতরা ক্রোড়ে করে ইহাতে শোকের বিষয় কি। এবং
সৈন্য সামন্ত বাহন সহিত পৃথিবীপতির। কোথায় গিয়াছেন
বাহারদ্বিগের বিচ্ছেদসাক্ষিনী পৃথিবী অদ্যাপি আছেন অপর
শরীর গৃহণ করিলে অবশ্য নষ্ট হয় আর সঙ্গতিই বিপতির স্থান
আর ধনাদির উপার্জনই ব্যয় এই শরীর অনুরূপ ক্ষীণ হইতেছে

ইহা বুঝা যায় না কিন্তু জলমধ্যস্থ আম্র কলসের ন্যায় বিশিষ্ট
 হইয়া নষ্ট হয় নীয়মান হইয়া পশুর পদেচ্ছদন যেমন নিকট
 হয় এইরূপ যম দিনে পুণির নৈকট্য পাইতেছেন। যৌবন
 রূপ জীবন ধনসম্পন্ন ঐশ্বর্য্য মিত্রের সহিত আলাপ এ সকলই
 অস্থির এইহেতুক জ্ঞানবান লোক তাহাতে মুগ্ধ হয় না। সমু-
 দেতে নানা দেশস্থ দুই কাষ্মিতে যেমন মিলন হয় মিলিয়া
 তন্মাত্রে দেশে যায় সেই পুকার পুণিরদের সমাগম অপর পঞ্চভূত
 করণের নিশ্চিত যে কলের সে পুনর্বার পঞ্চভূত পাইলে পরে আ-
 পন্য কারণে ত নীন হয় তাহাতে শোক কি। লোক মনের পুণ্য
 পুণ্ড্রাদি যত সম্বন্ধকে করে সেই সকল সম্বন্ধকে পুণ্ড্রাদির নাশ
 হইলে শোকরূপ শঙ্কু করিয়া পুতিয়া রাখে। এতাদৃশ অত্যন্ত পু-
 ণ্য যে কোন লোকের সহিত কর্তব্য নয় নিজ দেহের সহিতও
 কর্তব্য নহে অন্যের সঙ্গে কি। এবং অপরিস্কার্য্য জন্ম মৃত্যুর সমা-
 গম যেমন অবশ্য হয় এই রূপ পুণ্ড্র মিত্রাদির মিলন তাহারদিগের
 বিচ্ছেদ অবশ্য করে। পুণ্ড্রের সহিত আপাততঃ সুখাবহ যে
 মেল তাহার শেষ কচিন হয় যেমন কুপথ্য অনেক পরিণাম দারুণ
 অপর নদী সকলের স্রোত যে পুকার বহিয়া যায় পুনশ্চ ফিরি-
 য়া আইসে না সেই পুকার রাজি ও দিন মনুষ্যেরদিগের পর-
 মায়ু লইয়া যায় পুনর্বার আইসে না পৃথিবীতে সুখদায়ক যে
 উত্তম লোকের সহিত মিলন সে পশ্চাৎ বিচ্ছেদহেতুক দুঃখ সমূহ
 দায়ক হয় এই নিমিত্তে উত্তম লোকেরা সাধু লোকের সমাগম
 বাঞ্ছা করে না যেহেতুক তাহার বিচ্ছেদরূপ খড়্গেতে ছিন্ন যে চিত্ত
 তাহার ঔষধ নাই। সগর পুণ্ড্র রাজারা সুকৃত কর্ম্ম করিয়াছি-
 লেন অনন্তর সেই সকল ক্রিয়া এবং সেই সকল রাজারাও বি-

নাশ পাইয়াছেন। বৃষ্টি জলেতে আর্দ্র হইয়া চর্ম্ম বন্ধন যজ্ঞপ
 শিথিল হয় তজ্জপ সেই উগ্ৰদণ্ড যমকে স্মরণ করিয়া সাধু লোকের
 দের পুরাস সকল শিথিল হয় উত্তম লোক গর্তেতে বাস করিয়া
 পুণ্যম রাতিতে যে দুঃখ পায় সেই অবধি ঐ লোক আয়াসশালী
 হইয়া পুতিদিন মৃত্যুতুলা দুঃখ সহ্য করে অতএব সৎসার বিবে
 চনা কর এই শোক অজ্ঞানের কার্য্য। দেখ অজ্ঞান যদি শোকের
 হেতু না হয় বিচ্ছেদই কারণ হয় তবে অধিক দিন গেলে পর
 শোক বাড়ুক যায় কেন সেইহেতুক এখন আত্মানুসন্ধান কর
 শোক চর্চ্চা পরিত্যাগ কর যেহেতুক কাণ্ডপতন বাতিরেকে জাঁত
 অথচ মর্ম্মচ্ছেদি এতাদৃশ যে নিবিড় শোকরূপ অস্ত্র পুহার তাহার
 ভাবনা না করাই উত্তম ঔষধ। তদনন্তর তাহার বাক্য শুনিয়া
 সুশোখিতের ন্যায় কোঙিন্য উচিয়া বলিলেন এই নিমিত্তে এ
 খন সৎসাররূপ নরকে বাস করা বৃথা অরণ্যেতে গম্বন করিব
 কপিল পুনর্বার কহিলেন রাগী লোকেরদের কাননেতেও দোষ
 পুতু হয় গেহেতেও পক্ষ ইন্দিয়ের যে দমন করা সেই তপস্যা
 যে ব্যক্তি অনিচ্ছিত কার্য্যেতে পুতু হয় সেই বৈরাগি লোকের
 গৃহই তপোবন যেহেতুক সকল পুণিতে তুলাদুষ্টা লোক যে
 কোন আশ্রমেতে থাকিয়া দুঃখিত হইয়াও ধর্মাচরণ করে কেন
 না রক্তবস্ত্র ধারণাদিরূপ চিহ্ন পুণ্যের জনক নহে। বিজ্ঞকর্তৃক
 তাহা কথিত আছে পুণ্যধারণের জন্যে যাহারদিগের ভোজন এবং
 অপত্যের কারণ ক্রীসৎসর্গ এবং যাত্রার্থের নিমিত্তে বাক্য তাহারা
 বিপণ্ড তরে তাহার পুমাণ কহিতেছেন আত্মা নদীস্বরূপ ইন্দির
 নিগুহ পুণ্য ভীর্ষ্বরূপ শীল তটস্বরূপ দয়া তরঙ্গস্বরূপ হে যুপি
 তির এতজ্ঞপ নদীতে অভিষেক কর অযুক্তকরণ কেবল কলেতে বঙ্ধ

হয় না বিশেষতঃ জন্ম মৃত্যু জরা রোগ ব্যথা তয় এই সকলেতে উপকৃত যে এই অসার সঙ্সার ইহাকে ত্যাগ যে করে তাহারি সুখ হয় যেহেতুক দুঃখই আছে সুখ নাই যে নিমিত্তে দুঃখই অনুভূত হইতেছে দুঃখের অনুভব যে না করা তাহাকেই সুখ করিয়া বলি। কোণিন্য বলিতেছেন এই বটে। তদনন্তর সেই শৌকাত্ত ব্রাহ্মণ আমাকে অভিশাপ করিলেন যে আজি অবধি তুমি ভেকেরদের বাহন হইবা। কপিল বলিতেছেন ইদানী তোমার অস্বঃকরণ শৌকাত্তিক হইয়াছে অতএব আমার উপদেশ গৃহণ করিতে পার নাই তথাপি যাহা কৰ্ত্তব্য তাহা তন সর্ব পুকারে আসক্তি ত্যাগ করিবেক কিন্তু তাহাকে ত্যাগ করিতে শক্ত হয় না অতএব সাধু লোকের সঙ্গ করা উচিত যেহেতুক সতের সঙ্গই ঔষধ। অপর অভিলার সর্বথা ত্যাগ করণোপযুক্ত যদি তাহাকে ত্যাগ করিতে সমর্থ না হয় তবে নিজ পত্নীর পুতি করিবেক যে হেতুক সেই তাহার ঔষধ। ইহা শুনিয়া সেই কোণিন্য কপিলের উপদেশরূপ অমৃততে নষ্টশৌকাঘি হইয়া শাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাস গৃহণ করিলেন। অতএব ভূদেবের অভিশাপপুযুক্ত মগ্নুকের দিগকে বহিবার নিমিত্তে এ স্থানে আছি। তাহার পর সেই ভেক গিয়া জনপদ নামে মগ্নুকরাজের অগেতে তাহা কহিল তদনন্তর ঐ মগ্নুকনাথ আসিয়া সেই সর্পের পৃষ্ঠেতে আরোহণ করিল ঐ সর্প তাহাকে পৃষ্ঠেতে করিয়া বিচিত্র গতিতে ভ্রমণ করিতে লাগিল পর দিবস তাহাকে চলিতে অশক্ত দেখিয়া মগ্নুকস্বামী বলিল অদ্য কেন তুমি গমনাসমর্থ সর্প বলিতেছে হে মহারাজ অনাহারপুযুক্ত অসমর্থ হইয়াছি ভেকরাজ কহিলেন আমার আশ্রমে মগ্নুক ভোজন কর তদনন্তর আমি বড় অনুগ্রহ পাইলাম

ইহা কহিয়া অল্পে ভেঁকেরদিগকে খাইল তাহার পর সে নিখুঁত জলাশয় দেখিয়া মগুরাজকেও খাইল। অতএব আমি বলি সুবোধ লোক নিজ কার্যের নিমিত্তে শত্রুকেও স্কন্ধেতে করিয়া ইত্যাদি।

হে মহারাজ এখন ইতিহাস কখন যাউক এই হিরণ্যগর্ভ রাজা সর্ব পুকারে সঙ্কেয় এই আমার জ্ঞান। রাজা বলিলেন তোমার এ পরামর্শ কি যেহেতুক আমরা উহাকে জয় করিয়াছি সেই হেতুক যদ্যপি আমারদের অনুগত হইয়া বসতি করে তবে থাকা কষ্ট নতুবা যুদ্ধ করুক। ইতোমধ্যে জম্বুদ্বীপ হইতে আসিয়া শব্দ কহিল হে রাজাধিরাজ সিংহলদ্বীপের সারস রাজা সম্মুতি জম্বুদ্বীপকে আক্রমণ করিয়া আছে। রাজা ব্যস্ত হইয়া বলিতেছে কি কি শব্দ পুনর্ব্বার তাহা কহিতেছে। গৃধ্র অন্তঃকরণে কহিতেছেন সাধুরে চক্রবাক অমাত্য সর্বজ্ঞ সাধু। নৃপতি সরোষ হইয়া কহিলেন এই হিরণ্যগর্ভ থাকুক সম্মুতি যাইয়া তাহারেই মূলের সহিত উন্মূলন করি। দূরদর্শী হাস্য করিয়া কহিলেন শরৎ কালীন মেঘের ন্যায় নিরর্থক গর্জন করা উচিত নহে উত্তম লোক পরের কার্যকে কিম্বা অকার্যকে পুকাশ করে না। অপর রাজা এক কালেতে অনেক বিপদের সহিত সংগ্রাম করিবে না কেননা বলবান সর্পও বহুতর কোটিকর্তৃক অবশ্য নষ্ট হয় হে ভূপাল মিলন ব্যতিরেকে কি গমন আছে যেহেতুক আমারদের পশ্চাৎ এই হিরণ্যগর্ভ ক্রোধ করিবেক। অপর যে ব্যক্তি যথার্থ নিরূপণ না করিয়া কোপেরি বশীভূত হয় সে লোক এইরূপ উদ্ভষ্ট হয় যেমন মূর্খ বুদ্ধিগন নকুল হইতে ব্যাকুল হইয়াছিল। রাজা কহিলেন এ কি পুকার দূরদর্শী কহিতেছে।

উজ্জয়িনীতে মাঠর নামা এক ব্রাহ্মণ থাকেন তাহার ব্রাহ্মণী শিশুসন্তানের রক্ষার কারণ দ্বিজকে রাখিয়া স্নান করিতে গেলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণকে রাজার পার্বণ শ্রাদ্ধে ভোজন করিবার নিমিত্তে আহ্বান আইল তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ দারিদ্র্য স্বভাবপুঙ্ক্ত ভাবনা করিলেন যদি শীগু না যাই তবে অন্য কেহ শুনিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য গৃহণ করিবেক যেহেতুক ধনাদির গৃহণ ও ধনাদির দান ও অন্য্য করণোপযুক্ত কর্ম্ম এই সকলকে যদি শীগু না করে তবে কাল তাহারদিগের রস পান করেন এ স্থানে বালকের রক্ষক নাই এই নিমিত্তে কি করি যাউক এখন নকুলকে পুলতলা করিয়া বহুকাল পালন করিয়াছি অতএব শিশুরক্ষণেতে স্থাপন করিয়া যাই তাহা করিয়া গেলেন। তদনন্তর সেই নকুল বালকের নিকটেতে আইল যে কালসর্প তাহাকে দেখিয়া নষ্ট করিল। তাহার পর রক্তাক্ত মুখচরণ ঐ নকুল ব্রাহ্মণকে আসিতে দেখিয়া ভ্রূতে সমীপে গিয়া তাহার পদদ্বয়েতে নুতন করিতে লাগিল পরে তাহাকে সে পুকার দেখিয়া এই বেজি বালককে খাইয়াছে ইহা নিশ্চয় করিয়া নষ্ট করিল। তাহার পর যখন নিকটে গিয়া পুত্রকে দেখিতেছেন তখন ব্রাহ্মণ শিশুকে সমুদ্র দেখিলেন সর্পকে মৃত দেখিলেন তদনন্তর উপকারক নকুলকে অবলোকন করিয়া অন্তঃকরণে ভাবনা করিয়া দুঃখিত হইয়া অতিশয় বিষন্নতা পাইলেন। এই নিমিত্তে আমি বলি যে ব্যক্তি যথার্থ নিকূপণ না করিয়া কোপেরি বশীভূত হয় ইত্যাদি।

অপর কাম ও ক্রোধ ও মোহ ও লোভ ও মান ও মদ এই ছয় বর্গকে ত্যাগ করিবেক ইহারদিগকে ত্যাগ করিলে রাজা সুখী হয়। রাজা কহিলেন হে মন্ত্রী তোমার এই মিত্র অমাত্য বলি

ভেছে এই পুকারই যেহেতুক উভয় কার্যবিষয়েতে স্বরণ ও
 দিতর্ক ও অবধারণ ও দৃঢ়তা অর্থাৎ কর্তব্যাকর্তব্যের নিশ্চয় ও
 গোপনে মন্ত্রণা এই সকল সচিবের বড় গুণ তাহা জান অকস্মাৎ
 কার্য করিবে না কেননা বিবেচনারাহিত্য অত্যন্ত বিপদের স্থান
 আর পরামর্শপূর্বক কর্মাকর্তাকে গুণলোভি সন্নতিরূপে আপনাই
 পান এইহেতুক হে ভূপাল যদ্যপি এখন আমার কথা কর
 তবে মেল করিয়া চল যেহেতুক কার্যসাধনেতে যদ্যপি চারি
 উপায় কথিত আছে তথাপি তাহারদের ফল গণনামাত্র কিছু
 সম্বন্ধেই সিদ্ধি ব্যবস্থিত হইয়াছে । রাজা কহিলেন কি পুকা
 রে একপ সম্ভব হয় সচিব বলিতেছে হেনূপতে অটিতি হইবে
 যেহেতুক দুষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুগোর ন্যায় অনায়াসেতে ভেদ্য হয় আর
 সুখেতে সঙ্কেয় হয় সাধু লোক স্বর্ণপাত্রে ন্যায় আয়াসেতে
 ভেদ্য হয় তুরান্তে সঙ্কেয় হয় । অপর অজ্ঞানী লোক সুখেতে
 উপাস্য হয় বিশেষজ্ঞ লোক অতিশয় সুখেতে আরাধ্য হয় যা
 হার বুদ্ধির লেশও নাই সে মনুষ্যকে বুজ্ঞাও অনুরক্ত করিতে পা
 রেন না বিশেষতঃ এই রাজা ধর্ম্মিষ্ঠ আর মন্ত্রী সর্বজ্ঞ । রাজা
 বলিলেন মেঘবর্ণের বাক্যদ্বারা আর মেঘবর্ণকর্তৃক কৃত কার্য
 দ্বারা আমি ইহা জানিয়াছি যেহেতুক সর্বত্র পারোক্ষেতে কর্মের
 দ্বারা গুণ অনুমেয় হয় সেইহেতুক ফলের দ্বারা কর্মের অনুভব
 কর্তব্য । রাজা কহিলেন উত্তর পুত্ৰান্তর বার্থ যাহা অভিলষিত
 জাহা কর এই মন্ত্রণা করিয়া মহামন্ত্রী গৃধু সেখানে যাহা করণো
 পযুক্ত হয় তাহা করিব ইহা কহিয়া দুর্গ মধ্যে গেলেন তাহার
 পর পুনিধি বক আসিয়া হিরণ্যগর্ভ রাজাকে নিবেদন করিল হে
 ভূপাল সিদ্ধি করিবার কাণে মহামন্ত্রী গৃধু আমারদের সন্নিধানে

আনিয়াছে । রাজহংস বলিতেছেন পুনরার সন্ধান করিতে কে
 আনিয়াছে সর্বজ্ঞ হাঙ্গা করিয়া কহিলেন হে মহারাজ এ শঙ্কানন্দ
 নকে যেহেতুক ইনি দূরদর্শী মহাশয় কিম্বা নিরুজ্জিরদের এই
 রূপে অবস্থান কদাপি শঙ্কাই করে না তাহা জান বুদ্ধিমান হংস
 স কুমুদ মৃণালের অন্বেষণ করিতে, রাত্রিকানে সরোবরে অনেক
 নকত্রের পুতিবিশ্ব দর্শনপুয়ুত বঞ্চিত হইয়া দ্বিতাভাগেতেও তারা
 শঙ্কাবিশিষ্ট হইয়া শুক্ল পদ্যকেও দংশন করে না কেননা কাপাটা
 বঞ্চিত লোক যথার্থেতেও বিপদ জ্ঞান করে । দুষ্ট লোককর্তৃক
 দুষিতান্তঃকরণ লোকের সূজনেতে পুতায় নাই পরমাত্মেতে দৃষ্ট
 যে বালক সে দধিকেও ফুঁ দিয়া ভোজন করে সেইহেতুক হে মহা
 রাজ সামর্থ্যানুসারে তাহার সম্মানের নিমিত্তে রত উপহার পুঙ্খ
 তি সামগ্ৰী পুস্তত করন । তাহা করিলে পরে চক্রবাক গধুসমি
 ধানে গিয়া সম্মানপূর্বক গড়ের দ্বারহইতে আনিয়া রাজার সাক্ষাৎ
 করাইলেন পরে দস্তাসনে গধু বসিলেন । চক্রবাক বলিল এ সম
 স্তই তোমারদের আরক্ত আপন ইচ্ছাতে এই রাজ্য উপভোগ
 কর রাজহংস বলিতেছেন এই পুকারই বটে । দূরদর্শী কহি
 তেছে ইহা এই বটে কিন্তু সম্ভ্রতি অনেক পুপঞ্চ বাক্যে পুরোজম
 নাই যেহেতুক লোভী লোককে ধনদ্বারা দান্তিক জনকে অঞ্জলি
 করণের দ্বারা মূর্খকে ছলের দ্বারা পণ্ডিতকে যথার্থ্যের দ্বারা বশ
 করিবেক । অপর মিত্রকে পুতিতে বান্ধবকে সম্মানেতে স্ত্রী পুজ
 কে দান ও সম্মানেতে ইতর লোককে সারল্যেতে বশ করিবেক
 সেই নিমিত্তে মেল করিয়া যাও কেননা চিত্রবর্ণরাজা মহাবল
 পরাক্রম । চক্রবাক বলিতেছে যে রূপ মিলন কর্তব্য তাহা কহ ।
 রাজহংস বলিতেছেন সন্ধি কত পুকার হর গধু কহিতেছেন
 কহি শুনুন বলবানকর্তৃক অতিযুক্ত রাজ্য পুজীকার্যবুরে অসমর্থ

হইলে বিপদগুস্ত হইয়া কাল রূপণ করত সন্ধি করিতে চেষ্টা করে কপাল ও উপহার ও সন্তান ও সজ্জত ও উপন্যাস ও পুতী হার ও সংযোগ ও পুরুষান্তর ও অদৃষ্টনর ও আদিষ্ট ও আমিষ ও উপগৃহ ও পরিক্রম ও উচ্ছন্ন ও পরভূষণ ও ক্ষনোপনয় এই ষোল পুকার সন্ধি হয় সন্ধি পণ্ডিতেরা এই ষোড়শ পুকার শক্তি কহেন কেবল সমতাতে যে মিলন হয় তাহাকে কপাল সন্ধি করিয়া জানিবা ধনাদিদ্বারা যে মেল হয় তাহাকে উপহার করিয়া বলি দাসী বেশাদিদান দ্বারা যে মেল সে সন্তান সন্ধি । মিত্রতাপূর্বক যে সন্ধি তাহাকে পণ্ডিতেরা সজ্জত সন্ধি করিয়া বলেন । যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত উভয়েরি এক বিষয় এক পুয়োজন সম্বন্ধিতেই বা বিপত্তিতেই বা কোনহ কারণপুযুক্ত ভিন্ন হয় না এই সজ্জত সন্ধি উত্তমতাহেতুক সুবর্ণের ন্যায় অতএব সন্ধিজ লোকেরা তাহাকে কাঞ্চন সন্ধি করিয়া বলেন । ধন ও নিজ কার্য্য নিষ্পত্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া যে মেল করে তাহা কে উপন্যাস কুশলেরা উপন্যাস করিয়া বলেন । আমি পূর্বে ইহার উপকার করিয়াছি আমরা এ লোক করিবেক এই মেল কে পুতীকার করিয়া বলি ত্রীরাম সুগ্ৰীবের ন্যায় যেখানে এক কার্য্যকে উদ্দেশ্য করিয়া সহিত গমন করে তাহাকে সংযোগ করিয়া বলি তোমার ও আমার সেনাপতিদ্বারা আমার কার্য্য নিষ্পন্ন কর ইহা কহিয়া যাহাতে পণ করে সেই সন্ধি পুরুষান্তর সন্ধিনামক যে মূলে ভূমির এক পুদেশ পণের দ্বারা সম্মানিত হইয়া ঐ ব্যক্তির বিপক্ষকে আয়ত্ত করে সে মূলে যাহার স্থানে পণ লইয়া মেল করে সেই মেলকে অদৃষ্ট পুরুষ করিয়া বলি যেখানে ভূমোকদেশ পণেতে বৈরি জয় না হয় কিন্তু তাহাতে যে মেল হয় তাহা কে আদিষ্ট সন্ধি বলি । আপন সৈন্যের সহিত বিপক্ষের

সাথে যে মেল করে তাহাকে আমিষ করিয়া বলি জীবনরক্ষার কারণ
 সর্বদানেতে যে মিলন করে তাহাকে উপগৃহ করিয়া বলি। অব
 শিষ্ট পুকৃতি রক্ষার নিমিত্তে কোষমু ক্রিয়ং পরিসিত স্বর্ণ রূপোর
 দানদ্বারা কিম্বা স্বর্ণ রূপা ভিন্ন দ্রব্যদানদ্বারা কিম্বা সমস্ত সুবর্ণ রূপা
 দানদ্বারা যে মেল করে তাহাকে পরিক্রম করিয়া বলি। উত্তম
 ভূমিদানপুযুক্ত যে সন্ধি হয় তাহাকে উচ্ছন্ন করিয়া বলি। ভূম্যুৎ
 পত্র ভূরিশস্যাদানদ্বারা যে মেল হয় তাহার নাম ভূষণ। যে মূলে
 ভূম্যুৎপত্র শস্যকে পুত্যাংকেতে বহন করিয়া দেয় সন্ধিপণ্ডিতেরা
 তাহাকে কৃষ্ণোপনেয় করিয়া বলেন। আর পরম্পরোপকার ও
 মিত্রতা ও সম্বন্ধক ও উপহার এই চারি পুকার সন্ধি হয় আমার
 সম্মতিতে উপহারি এক সন্ধি কেননা উপহার ব্যতিরিক্ত সকল
 সন্ধিই মিত্রতারহিত। যুদ্ধ করণেতে সমর্থ সৈন্য যে রাজার সে
 রাজা ধনদানেতে নিবৃত্ত হয় সেইহেতুক উপহার ব্যতিরেকে
 অন্য পুকার সন্ধি নাই। চক্রবাক বলিলেন এই লোক আত্মীয়
 এই জন আত্মীয় নহে এ পুকার গণনা ক্ষুদ্রাভ্যুৎকরণ লোকের মহ
 ক্ষরিতক জনের পৃথিবীস্থ যাবল্লোকই অন্তরঙ্গ। অপর পরপত্নীতে
 মাতৃহুলা অন্য ধনেতে ঢেলার ন্যায় সকল পুণিতে আত্মসদৃশ
 যে দেখে সেই পণ্ডিত। রাজা কহিলেন তোমরা বড় লোক আর
 জানী এইহেতুক এখন আমারদিগের যাহা কর্তব্য তাহা কহ।
 অমাত্য বলিতেছে আঃ কি এ কহিতেছ মানসপীড়া ও রোগের
 সন্তাপপুযুক্ত অদ্য কিম্বা কলা বিনাশশালী যে কলেবর তাহার
 কারণ কোন লোক অধর্ম্যাচরণ করে শরীরেরদের পুণ্য জলমধ্যস্থ
 চন্দ্রের পুণ্য চকল ইহ। নিশ্চয় এইহেতুক তজ্জন জানিয়া পুনঃ
 পুণ্যানুষ্ঠান করিবেক মৃগভক্ষার ন্যায় সৎসারকে কল বিধ্বংসি

জানিয়া ধর্মের কারণ ও সুখের নিমিত্তে সাধু লোকেরদের সহিত
সঙ্গ করিবেক। সেই নিমিত্তে আমার অভিমতেতে তাহাই কর
যেহেতুক সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ আর সত্য বাক্য এই দুই তুলিতে ধৃত
হইয়াছে তাহাতে সহস্র অশ্বমেধহইতে সত্যই অতিরিক্ত হইলেন
এইহেতুক সত্য করণরূপ দিব্যপুর্বক এই দুই রাজার সুবর্ণসং-
জ্ঞক সন্ধি হউক। সর্বজ্ঞ বলিতেছেন এই হউক তদনন্তর রাজা
রাজহংসকর্তৃক বসনাভরণোপচারদ্বারা ঐ দূরদর্শী অনাতা সম্মা-
নিত হইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ করণ হইয়া চক্রবাককে লইয়া ময়ূররাজের
সমীপে গেলেন। সে স্থানে রাজাধিরাজ ত্রিচিবর্ণ গম্ভীরা কাপুযুক্ত
অনেক দান সম্মানপূর্বক সর্বজ্ঞকে সভাষা করিয়া সেই পুকার সন্ধি
স্বীকার করিয়া রাজহংস সম্মিথানে পুরণ করিলেন। দূরদর্শী
কহিতেছে হে মহারাজাধিরাজ এখন আমারদের অভিলষিত
সম্পূর্ণ হইল নিজ স্থান বিদ্যা পূর্বতেই ফিরিয়া চল। অনন্তর সন্ধ্যা
লে আপনহু স্থানে গিয়া মনোবাঞ্ছিত ফল পাইলেন।

বিষ্ণুশর্মা কহিলেন আর কি কহিব তাহা কহ। রাজহংসদে-
র কহিলেন তোমার অনুগৃহেতে রাজব্যবহার অবগত হইলাম
আমরা সুখী হইলাম। বিষ্ণুশর্মা বলিলেন যদ্যপি এই রূপ তথ্যপি
আরও এইরূপ হউক। রাজাসকলের সমুদায় পরস্পর একা হউক
আর জয়শালিরদের অমুরূপ আমোদ হউক আর সাধু লোকেরা
নিরবধি বিপত্তিরহিত হউন আর সুকৃতিরদের যশ উত্তরোত্তর
বাহু আর গনিকার ন্যায় নীতি নিরন্তর বহুস্থলেতে থাকিয়া
সচিবেরদের মুখচূষন করন ঐ পুকারে পুতিদিন মহোৎসব হউক।



ইতি হিতোপদেশ সমাপ্ত।

২৩৬২

পঞ্চতত্ত্ব পুত্ৰতি নীতিশাস্ত্রহইতে উদ্ধৃত ।

মিত্রলাভ সুহৃৎসেব বিগুহ নহি ।

এতচ্চতুষ্টয়াবয়ব বিশিষ্ট হিতোপদেশ ।

বিষ্ণুশৰ্ম্মকর্তৃক সংগৃহীত ।

বাঙ্গালা ভাষাতে ।

মৃত্যুঞ্জয় শৰ্ম্মণাক্রিয়ত ।

শ্রীরামপুরে তৃতীয়াবার ছাপা হইল ।

সন ১৮২১ সাল ।

